

অধ্যায়-৩

আরবি ভাষা

১. গদ্যাংশ, ২. পদ্যাংশ
৩. সংলাপ তৈরিকরণ
ও
৪. অনুচ্ছেদ তৈরিকরণ

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড

অধ্যায়-৩ : আরবি ভাষা

১. গদ্যাংশ ৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
২. পদ্যাংশ ৪. সারাংশ/সারমর্ম
৫. সংলাপ/অনুচ্ছেদ

১. গদ্যাংশ থেকে ২টি অংশ থাকবে, তন্মধ্যে ১টির অনুবাদ করতে হবে–	৫ × ১ = ০৫
২. পদ্যাংশ থেকে দুটি অংশ থাকবে, তন্মধ্যে ১টির আরবিতে ব্যাখ্যা লিখতে হবে–	৫ × ১ = ০৫
৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৪টি প্রশ্ন থাকবে; ২টির আরবিতে উত্তর দিতে হবে–	৫ × ২ = ১০
৪. সারাংশ/সারমর্ম : ২ প্রশ্ন থাকবে; ১টির আরবিতে উত্তর লিখতে হবে–	৫ × ১ = ০৫
৫. সংলাপ/অনুচ্ছেদ থাকেবে, আরবিতে ১টি সংলাপ/১টি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে–	৫ × ১ = ০৫

১. আরবি সাহিত্য (অনুবাদমূলক প্রশ্নোত্তর)

خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَلْقَاهَا لِاَوَّلِ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ بِقُبَا

রাসূল (স)-এর কোবায় প্রদত্ত প্রথম জুমুয়ার ভাষণ

প্রশ্ন-১ : অনুবাদ করুন :

قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ صَلَّاهَا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ بَنِيْ سَالِمِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَهْدِيْهِ وَأُوْمِنُ بِهِ وَلَا أَكْفُرُهُ وَأُعَادِيْ مَنْ يَكْفُرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

অনুবাদ : (মুহাম্মদ) ইবনে জারির বলেন, ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে ওহাব সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান জুমাহি হতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর (সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান জুমাহি) নিকট রাসূল (স)-এর ঐ ভাষণ পৌছেছে যা তিনি মদিনার বনি সালেম ইবনে আমর ইবনে আউফ (রা)-এর গোত্রে প্রথম জুময়ার সালাত উপলক্ষে প্রদান করেছিলেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্যে। আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, হেদায়াত চাই তাঁরই নিকটে, তাঁরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি এবং তাঁকে অস্বীকার করি না। আর যে ব্যক্তি তাঁকে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁরই বান্দাহ ও রাসূল।

শাব্দিক অনুবাদ قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ : : ইবনে জারির বলেন, حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى – ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেন (যে), أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيِّ – আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ইবনে ওহাব সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-জুমাহি হতে, بَلَغَهُ أَنَّهُ– সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-জুমাহির বাস্তব বক্তব্য এই যে, তার নিকট পৌছেছে, عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ রাসূল (স)-এর ভাষণ, فِيْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ – প্রথম জুময়ায়,

صَلَّاهَا – যা তিনি আদায় করেছেন, بِالْمَدِيْنَةِ – মদিনাতে, فِيْ بَنِيْ سَالِمِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ – বনি সালেম ইবনে আমর ইবনে আউফ (রা) গোত্রে, اَلنَّصُّ - মূল ভাষ্য, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, أَحْمَدُهٗ – আমি তার গুণকীর্তন করি, وَأَسْتَعِيْنُهٗ - এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, وَأَسْتَغْفِرُهٗ – এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, وَأَسْتَهْدِيْهِ – এবং তাঁর কাছে সুপথ চাই, وَأُوْمِنُ بِهٖ এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখি, وَلَا أَكْفُرُهٗ – এবং তাঁকে অস্বীকার করি না, وَأُعَادِيْ – এবং শত্রুতা পোষণ করি, مِنْ يَكْفُرُهٗ – যে তাঁকে অস্বীকার করে, وَأَشْهَدُ – আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ – (যে) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لَاشَرِيْكَ لَهٗ– তাঁর কোনো অংশীদার নেই, وَأَنَّ – এবং নিশ্চয়ই, مُحَمَّدًا – মুহাম্মদ (স), وَرَسُوْلُهٗ عَبْدُهٗ– তাঁর বান্দাহ ও প্রেরিত পুরুষ।

প্রশ্ন-২ : অনুবাদ করুন : [জু. মৌ. নি. প. ২০২৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْمَدُهٗ وَأَسْتَعِيْنُهٗ وَأَسْتَغْفِرُهٗ وَأَسْتَهْدِيْهِ وَأُوْمِنُ بِهٖ وَلَا أَكْفُرُهٗ وَأُعَادِيْ مِنْ يَكْفُرُهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. أَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ.

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্যে। আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, হেদায়াত চাই তাঁরই নিকটে, তাঁরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি এবং তাঁকে অস্বীকার করি না। আর যে ব্যক্তি তাঁকে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁরই বান্দাহ ও রাসূল। তাঁকে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) হেদায়াত, সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, أَحْمَدُهٗ– আমি তার গুণকীর্তন করি, وَأَسْتَعِيْنُهٗ – এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, وَأَسْتَغْفِرُهٗ – এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, وَأَسْتَهْدِيْهِ – এবং তাঁর কাছে সুপথ চাই, وَأُوْمِنُ بِهٖ – এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখি, وَلَا أَكْفُرُهٗ– এবং তাঁকে অস্বীকার করি না, وَأُعَادِيْ – এবং শত্রুতা পোষণ করি, مِنْ يَكْفُرُهٗ– যে তাঁকে অস্বীকার করে, وَأَشْهَدُ – আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ – (যে) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لَاشَرِيْكَ لَهٗ – তাঁর কোনো অংশীদার নেই, وَأَنَّ – এবং নিশ্চয়ই, مُحَمَّدًا – মুহাম্মদ (স), وَرَسُوْلُهٗ عَبْدُهٗ – তাঁর বান্দাহ ও প্রেরিত পুরুষ। أَرْسَلَهٗ– তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, بِالْهُدٰى – হেদায়াত সহকারে, وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সত্য দ্বীন।

প্রশ্ন-৩ : অনুবাদ করুন : [জু. মৌ. নি. প. ২০১৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْمَدُهٗ وَأَسْتَعِيْنُهٗ وَأَسْتَغْفِرُهٗ وَأَسْتَهْدِيْهِ وَأُوْمِنُ بِهٖ وَلَا أَكْفُرُهٗ وَأُعَادِىْ مِنْ يَكْفُرُهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. أَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ.

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্যে। আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, হেদায়াত চাই তাঁরই নিকটে, তাঁরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি এবং তাঁকে অস্বীকার করি না। আর যে ব্যক্তি তাঁকে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁরই বান্দাহ ও রাসূল। তাঁকে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) হেদায়াত, সত্য দ্বীন, আলো ও উত্তম নসিহতসহ রাসূলদের আগমনের ধারা বন্ধ হওয়ার সন্ধিক্ষণে জ্ঞানের ঘাটতি, মানবজাতি পথভ্রষ্ট হওয়া, অনেক সময় অতিক্রমণ, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হবার মুহূর্তে প্রেরণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, أَحْمَدُهٗ – আমি তার গুণকীর্তন করি, وَأَسْتَعِيْنُهٗ – এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, وَأَسْتَغْفِرُهٗ – এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, وَأَسْتَهْدِيْهِ – এবং তাঁর কাছে সুপথ চাই, وَأُوْمِنُ بِهٖ – এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখি, وَلَا أَكْفُرُهٗ – এবং তাঁকে অস্বীকার করি না, وَأُعَادِىْ – এবং শত্রুতা পোষণ করি, مِنْ يَكْفُرُهٗ – যে তাঁকে অস্বীকার করে, وَأَشْهَدُ – আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ – (যে) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لَاشَرِيْكَ لَهٗ – তাঁর কোনো অংশীদার নেই, وَأَنَّ – এবং নিশ্চয়ই, مُحَمَّدًا – মুহাম্মদ (স), عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ – তাঁর বান্দাহ ও প্রেরিত পুরুষ। أَرْسَلَهٗ – তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, بِالْهُدٰى – হেদায়াত সহকারে, وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সত্য দ্বীন, وَالنُّوْرِ – এবং আলো, وَالْمَوْعِظَةِ – এবং নসিহত বা উপদেশ (সহ), عَلٰى فَتْرَةٍ – বন্ধ হবার পর, ওহি শূন্যকালে, مِنَ الرُّسُلِ – রাসূল (আগমনের), وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ – জ্ঞান কমার পর, وَضَلَالَةٍ – এবং পথ ভ্রষ্টতার, مِنَ النَّاسِ – মানুষের।

প্রশ্ন-৪ : অনুবাদ করুন।

أَرْسَلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ. وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَفَرَطَ وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

অনুবাদ : (আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স)- কে) তাঁকে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) হেদায়াত সত্য দ্বীন, আলো ও উত্তম নসিহতসহ রাসূলদের আগমনের ধারা বন্ধ হওয়ার সন্ধিক্ষণে জ্ঞানের ঘাটতি, মানবজাতি পথভ্রষ্ট হওয়া, অনেক সময় অতিক্রমণ, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হবার মুহূর্তে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্য করবে, সে হেদায়েত তথা সঠিক পথ লাভ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে, সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে, সীমালঙ্ঘন করবে এবং সঠিক পথ হতে বহুদূরে ছিটকে পড়বে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَرْسَلَهُ – তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, بِالْهُدٰى – হেদায়াত সহকারে, وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সত্য দ্বীন, وَالنُّوْرِ – এবং আলো, وَالْمَوْعِظَةِ – এবং নসিহত বা উপদেশ (সহ), عَلٰى فَتْرَةٍ – বন্ধ হবার পর, ওহি শূন্যকালে, مِنَ الرُّسُلِ – রাসূল (আগমনের), وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ – জ্ঞান কমার পর, وَضَلَالَةٍ – এবং পথ ভ্রষ্টতার, مِنَ النَّاسِ – মানুষের, وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ – এবং বিরাট সময় অতিক্রম করার পর, وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ – কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে, وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ – এবং মহাপ্রলয় সন্নিকট হবার মুহূর্তে, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ – আর যে আল্লাহকে মান্য করবে, وَرَسُوْلَهُ – এবং তাঁর রাসূলকে, فَقَدْ رَشَدَ – সে সঠিক পথ পাবে, وَمَنْ يَعْصِهِمَا – আর যে তাদের অবাধ্যতা করবে, فَقَدْ غَوٰى – সে পথ ভ্রষ্ট হবে, وَفَرَطَ – এবং সীমালঙ্ঘন করবে, وَضَلَّ – এবং সঠিক পথ হতে সরে যাবে, ضَلَالًا بَعِيْدًا – বহু দূরে।

প্রশ্ন-৫ : অনুবাদ করুন। [জু. মৌ. নি. প. ২০১০,'১২,'১৩,'১৪,'২০]

وَأُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أُوْصٰى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْاٰخِرَةِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ، فَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ نَصِيْحَةٌ. وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرٰى وَأَنَّهُ تَقْوٰى لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ وَعَوْنِ صِدْقٍ عَلٰى مَا تَبْتَغُوْنَ مِنْ أَمْرِ الْاٰخِرَةِ. وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

অনুবাদ : আর আমি তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, একজন মুসলমান কর্তৃক অন্য মুসলমানকে প্রদান করার মতো সর্বোত্তম উপদেশ হলো তাকে পরকালীন জীবনের (সাফল্য অর্জনের) প্রতি অনুপ্রাণিত করা এবং তাকে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করা। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তোমাদেরকে যে সব বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তোমরা সেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশ নেই এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো স্মরণযোগ্য জিনিস নেই। আর এটি তাকওয়ার পরিচায়ক হবে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে ভয়ভীতি ও ত্রস্ততার সাথে এর প্রতি তথা বর্ণিত সতর্কবাণী অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে। আর তথা পরকালীন মুক্তির জন্যে তোমরা যা কিছু অন্বেষণ করছো তার জন্যে সঠিক ও নির্ভুল সহায়ক। অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াবলি সংশোধন করবে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা করবে না।

প্রশ্ন-৪ : অনুবাদ করুন।

أَرْسَلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ. وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَفَرَطَ وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

অনুবাদ : (আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স)- কে) তাঁকে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) হেদায়াত সত্য দ্বীন, আলো ও উত্তম নসিহতসহ রাসূলদের আগমনের ধারা বন্ধ হওয়ার সন্ধিক্ষণে জ্ঞানের ঘাটতি, মানবজাতি পথভ্রষ্ট হওয়া, অনেক সময় অতিক্রমণ, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হবার মুহূর্তে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্য করবে, সে হেদায়েত তথা সঠিক পথ লাভ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে, সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে, সীমালঙ্ঘন করবে এবং সঠিক পথ হতে বহুদূরে ছিটকে পড়বে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَرْسَلَهُ – তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, بِالْهُدٰى – হেদায়াত সহকারে, وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সত্য দ্বীন, وَالنُّوْرِ – এবং আলো, وَالْمَوْعِظَةِ – এবং নসিহত বা উপদেশ (সহ), عَلٰى فَتْرَةٍ – বন্ধ হবার পর, ওহি শূন্যকালে, مِنَ الرُّسُلِ – রাসূল (আগমনের), وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ – জ্ঞান কমার পর, وَضَلَالَةٍ – এবং পথ ভ্রষ্টতার, مِنَ النَّاسِ – মানুষের, وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ – এবং বিরাট সময় অতিক্রম করার পর, وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ – কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে, وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ – এবং মহাপ্রলয় সন্নিকট হবার মুহূর্তে, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ – আর যে আল্লাহকে মান্য করবে, وَرَسُوْلَهُ – এবং তাঁর রাসূলকে, فَقَدْ رَشَدَ – সে সঠিক পথ পাবে, وَمَنْ يَعْصِهِمَا – আর যে তাদের অবাধ্যতা করবে, فَقَدْ غَوٰى – সে পথ ভ্রষ্ট হবে, وَفَرَطَ – এবং সীমালঙ্ঘন করবে, وَضَلَّ – এবং সঠিক পথ হতে সরে যাবে, ضَلَالًا بَعِيْدًا – বহু দূরে।

প্রশ্ন-৫ : অনুবাদ করুন। [জু. মৌ. নি. প. ২০১০,'১২,'১৩,'১৪,'২০]

وَأُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصٰى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْاٰخِرَةِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ، فَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ نَصِيْحَةٌ. وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرٰى وَأَنَّهُ تَقْوٰى لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ وَعَوْنِ صِدْقٍ عَلٰى مَا تَبْتَغُوْنَ مِنْ أَمْرِ الْاٰخِرَةِ. وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

অনুবাদ : আর আমি তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, একজন মুসলমান কর্তৃক অন্য মুসলমানকে প্রদান করার মতো সর্বোত্তম উপদেশ হলো তাকে পরকালীন জীবনের (সাফল্য অর্জনের) প্রতি অনুপ্রাণিত করা এবং তাকে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করা। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তোমাদেরকে যে সব বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তোমরা সেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশ নেই এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো স্মরণযোগ্য জিনিস নেই। আর এটি তাকওয়ার পরিচায়ক হবে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে ভয়ভীতি ও ত্রস্ততার সাথে এর প্রতি তথা বর্ণিত সতর্কবাণী অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে। আর তথা পরকালীন মুক্তির জন্যে তোমরা যা কিছু অন্বেষণ করছো তার জন্যে সঠিক ও নির্ভুল সহায়ক। অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াবলি সংশোধন করবে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা করবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأُوْصِيْكُمْ – আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, بِتَقْوَى اللهِ – আল্লাহ ভীতির, وَاَنَّهٗ – নিশ্চয় তা, خَيْرُ – অতি উত্তম, مَا أُوْصِى بِهٖ যে বিষয়ে উপদেশ দেই, الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِ – এক মুসলমান অপর মুসলমানকে (আর তা হলো), أَنْ يَحُضَّهٗ – তাকে অনুপ্রাণিত করা, عَلَى الْأَخِرَ – পরকালীন জীবনের প্রতি, وَأَنْ يَأْمُرَهٗ – এবং তাকে আদেশ করা, بِتَقْوَى اللهِ – আল্লাহভীরুতা অবলম্বনের, فَاحْذَرُوْا – অতএব, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, مَا حَذَّرَكُمُ اللهُ – যে বিষয়ে আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন, مِنْ نَفْسِهٖ – তাঁর স্বীয় পক্ষ থেকে, وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ – আর এর চেয়ে উত্তম নেই, نَصِيْحَةٌ – অন্য কোনো উপদেশ।

وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرٰى – এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো স্মরণের বিষয় নেই, تَقْوٰى وَأَنَّه – নিশ্চয়ই উহাই আল্লাহভীতি, لِمَنْ عَمِلَ بِهٖ যে আমল করে, عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ – ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়, وَعَوْنِ صِدْقٍ – আর উহাই সঠিক সহায়ক, عَلٰى مَا تَبْتَغُوْنَ – যা তোমরা অন্বেষণ করছো, مِنْ أَمْرِ الْاٰخِرَةِ – পরকালীন মুক্তির বিষয়ে, وَمَنْ يُصْلِحُ – আর যে ব্যক্তি সংশোধন করে নেয়, الَّذِيْ بَيْنَهٗ – যা তার মাঝে, وَبَيْنَ اللهِ – এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়াবলি, مِنْ أَمْرِ السِّرِّ – গোপন বিষয়, وَالْعَلَانِيَةِ – এবং প্রকাশ্য বিষয়।

প্রশ্ন-৬ : অনুবাদ করুন। [জু. মৌ. নি. প. ২০২০]

وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَايَنْوِىْ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللهِ يَكُنْ لَهٗ ذِكْرًا فِيْ عَاجِلِ أَمْرِهٖ وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلٰى مَا قَدَّمَ.

অনুবাদ : অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াবলি সংশোধন করবে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা করবে না। উহা তার পার্থিব বিষয়ের জন্যে খ্যাতির কারণ। এবং মৃত্যুর পর যখন সে তার পূর্ব কৃতকর্মের ফলাফলের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে তখন তা পুঁজি স্বরূপ গণ্য হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَنْ يُصْلِحِ – আর যে ব্যক্তি সংশোধন করে নেয়, الَّذِيْ بَيْنَهٗ – যা তার মাঝে, وَبَيْنَ اللهِ – এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়াবলি, مِنْ أَمْرِ السِّرِّ – গোপন বিষয়, وَالْعَلَانِيَةِ – এবং প্রকাশ্য বিষয়, لَايَنْوِىْ – সে ইচ্ছা করে না, بِذٰلِكَ – এর দ্বারা, إِلَّا وَجْهَ اللهِ – একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, يَكُنْ لَهٗ – এটা তার জন্য হবে, ذِكْرًا – স্মরণের বিষয়, فِيْ عَاجِلِ أَمْرِهٖ – পার্থিব জীবনের বিষয়ে, وَذُخْرًا – এবং পুঁজিস্বরূপ হবে, فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ – মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে, حِيْنَ – যখন, يَفْتَقِرُ – মুখাপেক্ষী হবে, الْمَرْءُ – মানুষ, إِلٰى مَا قَدَّمَ – উহার প্রতি যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে।

প্রশ্ন-৭ : অনুবাদ করুন।

وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ لَايَنْوِىْ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِيْ عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلٰى مَا قَدَّمَ . وَمَا كَانَ مِنْ سِوٰى ذٰلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ أَمَدًا بَعِيْدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسِهِ وَاللهِ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

অনুবাদ : অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াবলি সংশোধন করবে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা করবে না। উহা তার পার্থিব বিষয়ের জন্যে খ্যাতির কারণ। এবং মৃত্যুর পর যখন সে তার পূর্ব কৃতকর্মের ফলাফলের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে তখন তা পুঁজি স্বরূপ গণ্য হবে। আর যার কর্মতৎপরতা উপরে বর্ণিত অবস্থার বিপরীতধর্মী হবে, তখন সে কামনা করবে যে, যদি তার মাঝে ও উহা তথা কৃতকর্মের মাঝে বহু দূরত্ব বজায় থাকতো। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَنْ يُصْلِحِ – আর যে ব্যক্তি সংশোধন করে নেয়, الَّذِيْ بَيْنَهُ – যা তার মাঝে, وَبَيْنَ اللهِ – এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়াবলি, مِنْ أَمْرِ السِّرِّ – গোপন বিষয়, وَالْعَلَانِيَّةِ – এবং প্রকাশ্য বিষয়, لَايَنْوِىْ – সে ইচ্ছা করে না, بِذٰلِكَ – এর দ্বারা, إِلَّا وَجْهَ اللهِ – একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, يَكُنْ لَهُ – এটা তার জন্য হবে, ذِكْرًا – স্মরণের বিষয়, فِيْ عَاجِلِ أَمْرِهِ – পার্থিব জীবনের বিষয়ে, وَذُخْرًا – এবং পুঁজিস্বরূপ হবে, فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ – মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে, حِيْنَ – যখন, يَفْتَقِرُ – মুখাপেক্ষী হবে, الْمَرْءُ – মানুষ, إِلٰى مَا قَدَّمَ – উহার প্রতি যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে, وَمَا كَانَ – আর যার হবে, مِنْ سِوٰى ذٰلِكَ – এর বিপরীত, يَوَدُّ – সে চাইবে, لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ – যদি অবশ্যই তার মাঝে, وَبَيْنَهُ – এবং তার পরকালের মাঝে, أَمَدًا بَعِيْدًا – বহুদূর হতো, وَيُحَذِّرُكُمُ اللهِ – আর আল্লাহ তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন, نَفْسِهِ – নিজ সম্পর্কে, وَاللهِ – প্রকৃতই আল্লাহ, رَؤُوْفٌ – অনুগ্রহশীল, بِالْعِبَادِ – তাঁর বান্দাদের প্রতি।

প্রশ্ন-৮ : অনুবাদ করুন।

وَالَّذِىْ صَدَقَ قَوْلَهُ، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، لَاخَلَفَ لِذٰلِكَ فَإِنَّهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ : «مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ». وَاتَّقُوْا اللهَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَاجِلِهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ فَإِنَّهُ «مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا» «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا».

وَأَنَّ تَقْوَى اللهِ تُوَقِّ مُقْتَهُ، وَتُوَقِّ عُقُوْبَتَهُ، وَتُوَقِّ سَخَطَهُ ، وَأَنَّ تَقْوَى اللهِ تُبَيِّضُ الْوَجْهَ، وَتُرْضِىْ الرَّبَّ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ.

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, এতে কোনো রকম ব্যতিক্রম করে না (সে তো আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হলো) এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, (আমার নিকট কোনো কথা পরিবর্তন করা হয় না। আর আমি আমার বান্দাহদের ওপর সামান্যতমও নির্যাতনকারী নই।) আর তোমরা তোমাদের ইহকালীন ও পরকালীন বিষয়ে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, যার আমল এরূপ হবে– তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা

হচ্ছে; "যে লোক আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পাপরাশি মোচন করে দেবেন এবং তাকে বড় শুভফল দান করবেন।" এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে তো বড় সাফল্য লাভ করলো।

(রাসূল (স) তাকওয়া অবলম্বনের ফযিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,) নিশ্চয়ই তাকওয়া (তার অবলম্বনকারীকে) আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করে, তাঁর শাস্তি হতে বাঁচায় এবং তাঁর বিরাগভাজন হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর তাকওয়া চেহারা উজ্জ্বল করে, প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে এবং মর্যাদা উঁচু করে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالَّذِىْ – আর যে ব্যক্তি, যিনি, صَدَقَ – সত্য বলে, قَوْلَه – তার কথা বার্তায়, وَاَنْجَزَ – আর পরিপূর্ণ করে, وَعْدَه – তার প্রতিশ্রুতি, لَاخَلَفَ لِذٰلِكَ – সে এর ব্যতিক্রম করে না, تَعَالٰى يَقُوْلُ فَاِنَّه – নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেন, مَا يُبَدَّلُ – পরিবর্তন করা হয় না, الْقَوْلُ – কথা, لَدَيَّ – আমার নিকটে, وَمَا أَنَا – আর আমি নই, بِظَلَّامٍ – জুলুমকারী, لِلْعَبِيْدِ – বান্দাদের ওপর, وَاتَّقُوا اللّٰهَ – আর তোমরা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, فِيْ عَاجِلِ أَمْرِكُمْ – তোমাদের পার্থিব বিষয়ে, وَاٰجِلِه – আর পরকালীন বিষয়ে, فِيْ السِّرِّ – গোপনে, وَالْعَلَانِيَّةِ – এবং প্রকাশ্যে, فَاِنَّه – অতঃপর বাস্তব অবস্থা এই যে, مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ – আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, يُكَفِّرْ عَنْهُ – তিনি তার থেকে দূর করে দেবেন, سَيِّئَاتِه – তার গুনাহসমূহ, وَيُعْظِمْ لَه أَجْرًا – এবং তাকে বড় ফলাফল দান করবেন, وَمَنْ يَتَّقِ – আর যে ভয় করবে, اللّٰهَ – আল্লাহকে, فَقَدْ فَازَ – সে সফলতা অর্জন করবে, وَأَنَّ تَقْوَى اللّٰهِ – আর নিশ্চয়ই তাকওয়া অবলম্বনে, تُوَقِّ – রক্ষা করে, مَقْتَه – আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে, وَتُوَقِّ – এবং বাঁচায়, عُقُوْبَتَه – তাঁর শাস্তি হতে, وَتُوَقِّ سَخَطَه – তাঁর ক্রোধ হতে রক্ষা করে, وَاَنَّ تَقْوَى اللّٰهِ – আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীরুতা, تُبَيِّضُ – উজ্জ্বল করে, الْوَجْهَ – চেহারাকে, وَتَرْضِىْ – আর সন্তুষ্ট করে, الرَّبَّ – প্রতিপালককে, وَتَرْفَعُ – এবং উঁচু করে, الدَّرْجَةَ – মর্যাদাকে।

প্রশ্ন-৯ : অনুবাদ করুন।

خُذُوْا بِحَظِّكُمْ وَلَاتُفْرِطُوْا فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ قَدْ عَلَّمَكُمْ اللّٰهُ كِتَابَهٗ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهٗ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ فَاَحْسِنُوْا كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ. وَعَادُوْا أَعْدَاءَهٗ، وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُهْلِكَ مِنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مِنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.

অনুবাদ : তোমরা তোমাদের অংশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ, নিজ দায়িত্ব পালন করো আর আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। (কেননা, তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাঁর কিতাব (আল-কুরআন) শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাঁর পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো (তাঁর বিধান মানার ব্যাপারে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করবেন। তাই তোমরা অনুগ্রহ করো, অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করো যেরূপ তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

আর তোমরা তাঁর (আল্লাহর) দুশমনদের সাথে দুশমনি করো এবং সত্যিকারার্থে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। তিনিই তোমাদের (উত্তম জাতি হিসেবে) নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাদেরকে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো যাকে ধ্বংস হতে হবে সে যেন স্পষ্ট যুক্তির আলোকে ধ্বংস হয়। আর যাকে জীবিত থাকতে হবে সেও যেন স্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে জীবন্ত থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : خُذُوْا – তোমরা গ্রহণ কর, بِحَظِّكُمْ – তোমাদের অংশ, وَلَاتُفْرِطُوْا – আর সীমালঙ্ঘন করো না, فِيْ جَنْبِ اللهِ – আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে, قَدْ عَلَّمَكُمْ اللهُ – মহান আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, كِتَابَهُ– তাঁর কিতাব, وَنَهَجَ لَكُمْ – আর তোমাদের (দেখিয়েছেন) জন্যে খুলে দিয়েছেন, سَبِيْلَهُ – তার পথ, لِيَعْلَمَ – যাতে তিনি জানতে পারেন, الَّذِيْنَ صَدَقُوْا – কারা সত্যবাদী, وَلِيَعْلَمِ – আর জানতে পারেন, الْكَاذِبِيْنَ – মিথ্যাবাদীদেরকে, فَاَحْسِنُوْا – অতএব তোমরা অনুগ্রহ কর, كَمَا أَحْسَنَ اللهُ – যেরূপ আল্লাহ দয়া করেছেন, إِلَيْكُمْ – তোমাদের প্রতি, وَعَادُوْا – আর তোমরা শত্রুতা পোষণ কর, أَعْدَاءَهُ – তাঁর (আল্লাহ তা'য়ালার) দুশমনদের সাথে, وَجَاهِدُوْا – এবং জিহাদ কর, فِي اللهِ – আল্লাহর জন্যে, حَقَّ جِهَادِهِ – পরিপূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে, هُوَ اجْتَبَاكُم – তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন, وَسَمَّاكُمُ – এবং তোমাদের নামকরণ করেছেন, الْمُسْلِمِيْنَ – মুসলমান (নামে), لِيُهْلِكَ – ধ্বংস হতে, مَنْ هَلَكَ – যে ধ্বংস হবে, عَنْ بَيِّنَةٍ – স্পষ্ট দলিলসহকারে, وَيَحْيٰى – আর জীবিত হতে, مِنْ حَيَّ – যে জীবিত থাকবে, عَنْ بَيِّنَةٍ – স্পষ্টভাবে।

اِصْنَعْ حَيَاتَكَ
নিজেকে গড়ো

প্রশ্ন-১০ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

كُلُّ اِنْسَانٍ فِيْ هٰذَه الْحَيَاةِ قَادِرٌ اِلٰى حَدٍّ مَا اَنْ يَصْنَعَ حَيَاتَهٗ فَقِيْرَةً اَوْ غَنِيَّةً، خَصْبَةً اَوْ مُجْدِبَةً، سَعِيْدَةً أَوْ شَقِيَّةً، بَاسِمَةً اَوْ عَابِسَةً ... نَعَمْ اِنَّ لِلْوَرَاثَةِ وَالْبِيْئَةِ يَدًا فِيْ تَحْدِيْدِ حَيَاتِهٖ وَتَوْجِيْهِهَا، وَلٰكِنْ اِرَادَةَ الْاِنْسَانِ، وَعَزْمَهٗ وَتَرْبِيَتَهٗ نَفْسَهٗ قَادِرَةٌ قُدْرَةً كَبِيْرَةً عَلٰى اَنْ تَتَغَلَّبَ عَلٰى عَقِبَاتِ الْوَرَاثَةِ وَالْبِيْئَةِ، فَهُمَا لَاتُعَوِّقَانِهٖ عَنْ اِسْعَادِ حَيَاتِهٖ اِذْ مَنَحَهُ اللّٰهُ الْهِمَّةَ الطُّمُوْحَ، وَالْاِرَادَةَ الْغَلَابَةَ، وَالتَّفْكِيْرَ الصَّحِيْحَ الْمُتَوَثِّبَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের اِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ইবারতে মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধতা ও বর্ণাঢ্যতার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : প্রতিটি মানুষ এ জীবনে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত এ বিষয়ে শক্তিমান, সে স্বীয় জীবন হতদরিদ্ররূপে গড়তে পারে। অথবা ধনাঢ্যরূপে কিংবা সচ্ছলতারূপে বা অনটনরূপে; অথবা সৌভাগ্যবানরূপে বা দুর্ভাগারূপে, হাস্যোদ্দীপ্তিরূপে বা বিমর্ষরূপে। হ্যাঁ, জীবন সীমায়িত রাখতে এবং বহুমুখী করতে উত্তরাধিকার ও পরিবেশের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা, দৃঢ়চিত্ততা ও স্বীয় জীবনের প্রশিক্ষণ উত্তরাধিকার এবং পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ওপর বিজয় লাভে বিরাট শক্তিতে শক্তিমান। তখন উত্তরাধিকার ও পরিবেশ জীবন সৌভাগ্যশীল করা থেকে মানুষকে বক্রপথে পরিচালিত করতে পারে না। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে উচ্চ সংকল্প ও শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি এবং অমিত সঠিক চিন্তাশীলতা প্রদান করেছেন।

উপসংহার : মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ রচনায় সে নিজেই ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ : كُلُّ اِنْسَانٍ - প্রতিটি মানুষ, قَادِرٌ - শক্তিমান, فِيْ هٰذَه الْحَيَاةِ- এ জীবনে, اِلٰى حَدٍّ مَا-একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত, اَنْ يَصْنَعَ- গড়েতে পারে, حَيَاتَهٗ - স্বীয় জীবন, فَقِيْرَةً - দরিদ্ররূপে, اَوْ غَنِيَّةً - অথবা ধানাঢ্যরূপে, خَصْبَةً - সচ্ছলতারূপে, اَوْ مُجْدِبَةً - কিংবা অনটনরূপে, سَعِيْدَةً - সৌভাগ্যবান রূপে, أَوْ شَقِيَّةً، - কিংবা দুর্ভাগারূপে, بَاسِمَةً - হাস্যোদ্দীপ্তি, اَوْ عَابِسَةً- কিংবা বিমর্ষরূপে, نَعَمْ - হ্যাঁ, اِنَّ لِلْوَرَاثَةِ - নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার, وَالْبِيْئَةِ - ও পরিবেশের, يَدًا - ক্ষমতা রয়েছে, فِيْ تَحْدِيْدِ - সীমায়িত রাখরতে, حَيَاتِهٖ - তার জীবন, وَتَوْجِيْهِهَا - এবং বহুমুখী করতে, وَلٰكِنْ- কিন্তু, اِرَادَةَ- ইচ্ছা, الْاِنْسَانِ - মানুষের, وَعَزْمَهٗ - তার দৃঢ়চিত্ততা, وَتَرْبِيَتَهٗ نَفْسَهٗ- ও স্বীয় জীবনের প্রতিশক্ষণ, قَادِرَةٌ - শক্তিমান, قُدْرَةً كَبِيْرَةً - বিরাট শক্তিতে, عَلٰى اَنْ تَتَغَلَّبَ - বিজয় লাভে, عَقِبَاتِ - পতিক্রিয়ার, الْوَرَاثَةِ - উত্তরাধিকার, وَالْبِيْئَةِ - এবং পরিবেশের, فَهُمَا لَاتُعَوِّقَانِهٖ - তারা বক্রপথে পরিচালিত করেন, عَنْ اِسْعَادِ-

সৌভাগ্যশীল করতে থেকে, حَيَاتِهِ- তার জীবন থেকে اِذْ مَنَحَهُ- কারণ তাকে প্রদান করছেন, اللهُ- আল্লাহ তায়ালা, الْهِمَّةَ - সংকল্প, الطُّمُوْحَ - উচ্চ, وَالْاِرَادَةَ - এবং ইচ্ছাশক্তি, الْغَلَابَةَ - শক্তিশালী, وَالتَّفْكِيْرَ - এবংব চিন্তাশীলতা, الصَّحِيْحَ - সঠিক, الْمُتَوَثِّبَ- অমিত।

প্রশ্ন-১১ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

وَمَجَالُ الْقَوْلِ فِيْ ذٰلِكَ فَسِيْحٌ، وَلٰكِنِّيْ اَكْتَفِيْ مِنْهُ هُنَا بِكَلِمَاتٍ : لَاتَيْاَسْ وَتَوَقَّعِ الْخَيْرَ فِيْ غَدِكَ وَلَاتَقْطِبْ جَبِيْنَكَ، زَاعِمًا اَنَّ غَيْرَكَ قَدْ مَنَحَهُ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ نَصِيْبٌ، وَوَسِّعْ اُفُقَكَ، وَاعْتَقِدْ اَنَّ الْعِنَايَةَ الْاِلٰهِيَّةَ لَنْ تَحْرِمَكَ ثَمَرَةَ كَفَاحِكَ، فَاعْتِقَادُكَ اَنْ لَامُسْتَقْبِلَ لَكَ وَلَا اَمَلَ فِيْ حَيَاتِكَ، وَلَا خَيْرَ يَنْتَظِرُكَ سَمٌّ زُعَافٌ يُضْنِئُ الْاِنْسَانَ حَتّٰى يُمِيْتَهُ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ইবারতে কোনো কাজে হতাশ না হয়ে আগামী সম্পর্কে ভালো আশা পোষণ করার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ : এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের পরিসর সুদূরপ্রসারী। কিন্তু আমি তা থেকে এখানে কয়েকটি কথা যথেষ্ট মনে করছি– তুমি কোনো কাজে নিরাশ হয়ো না, আগামীকাল প্রসঙ্গে ভালো আশা পোষণ করো, তুমি ললাট কুঞ্চিত করো না এ ভেবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা অন্যকে সাফল্য দান করেছেন, যাতে তোমার কোনো হিস্যা জোটেনি, তোমার কর্মদিগন্ত প্রসারিত করো। তুমি এ বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহর অনুগ্রহ তোমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার সুফল থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবে না। অতঃপর এরূপ বিশ্বাস করা যে, তোমার কোনো ভবিষ্যত নেই, তোমার জীবনে কোনো আশা নেই এবং কোনো মঙ্গল তোমার অপেক্ষা করছে না। এটা সংহারক বিষ, এটা মানুষকে ভয়ানক রোগাক্রান্ত করে দেয় অবশেষে মৃত্যু ঘটায়।

উপসংহার : কোনো কাজে আশাহত না হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَجَالُ - এবং পরিসর, الْقَوْلِ - বক্তব্যের, فِيْ ذٰلِكَ فَسِيْحٌ - সুদূরপ্রসারী, وَلٰكِنِّيْ - কিন্তু আমি, اَكْتَفِيْ - যথেষ্ট মনে করছি, مِنْهُ - তা থেকে, هُنَا - এখানে, بِكَلِمَاتٍ - কয়েকটি কথা, لَاتَيْاَسْ - তুমি নিরাশ হয়ো না, وَتَوَقَّعِ - আশা পোষণ করো, الْخَيْرَ - ভালো, فِيْ غَدِكَ - আগামীকাল প্রসঙ্গে, وَلَاتَقْطِبْ – এবং কুচিন্তা করো না, جَبِيْنَكَ - তোমার ললাট, زَاعِمًا - এভেবে যে, اَنَّ غَيْرَكَ – যে অন্যকে, قَدْ مَنَحَهُ - তাকে সাফল্য দান করেছেন, لَيْسَ لَكَ – যাতে জোটিনি তোমার, مِنْهُ نَصِيْبٌ – কোনো হিস্যা, وَوَسِّعْ – প্রসারিত করো, اُفُقَكَ – তোমার কর্মদিগন্ত, وَاعْتَقِدْ – বিশ্বাস রাখে, اَنَّ الْعِنَايَةَ – যে নিংসন্দেহে অনুগ্রহ, الْاِلٰهِيَّةَ– আল্লাহর ঐশী, لَنْ تَحْرِمَكَ – তোমাকে কখনোই বঞ্চিত করবে না, ثَمَرَةَ – সুফল, كَفَاحِكَ – তোমার চেষ্টা প্রচেষ্টা, فَاعْتِقَادُكَ – তুমি এ বিশ্বাস রাখো, اَنْ لَامُسْتَقْبِلَ لَكَ – যে তোমার কোনো ভবিষ্যত

নেই, وَلَا اَمَلَ – কোনো আশা নেই, فِيْ حَيَاتِكَ – তোমার জীবনে, وَلَا خَيْرَ – এবং কোনো মঙ্গল করছে না, يَنْتَظِرُكَ – তোমার অপেক্ষা, سَمٌّ– বিষ, زُعَافٌ – সংহারক, يُضْنِئُ – এটা ভয়াবহ রোগাক্রান্ত করে দেয়, اَلْاِنْسَانَ – মানুষকে, حَتّٰى يُمِيْتَهٗ – অবশেষে মৃত্যু ঘটায়।

প্রশ্ন-১২ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

وَعَلَى النَّقِيْضِ مِنْ ذٰلِكَ تَوَقُّعُكَ الْخَيْرَ، وَاَمْتُكَ فِيْ الْحَيَاةِ؛ فَاِنَّهُمَا يُوَسِّعَانِ اُفُقَكَ وَيَحْفِزَانِكَ اِلٰى تَنْمِيَةِ مَعَارِفِكَ وَخِبَرَاتِكَ، وَاِلَى الْجِدِّ فِيْمَا تَخْتَارُهٗ لِنَفْسِكَ مِنْ صُنُوْفِ الْعَيْشِ وَاِلَى اسْتِخْدَامِ الْمَادَّةِ الَّتِيْ فِيْ يَدِكَ خَيْرَ اسْتِخْدَامٍ لَاتَتَعَلَّلْ بِأَنَّكَ لَسْتَ نَابِغَةً اَوْ بِاَنَّ الظُّرُوْفَ لَاتُوَاتِيْكَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে মঙ্গলাভিলাষ জীবনের নিরাপত্তা দিগন্ত প্রসরণের বিষয়টি বিবৃতি হয়েছে।

অনুবাদ : তোমার (ভবিষ্যত আশা-ভরসা ও জীবনে মঙ্গল নেই,) এরূপ বিশ্বাসের উল্টো দিক হলো, তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা এবং জীবনে উত্থান-পতন ঘটা এ দুটো বিষয় তোমার দিগন্ত প্রসারিত করে দেবে এবং তোমাকে তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রবৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেবে। আরো জীবিকার বিভিন্ন প্রকার থেকে যা তুমি স্বীয় মঙ্গলার্থে বেছে নেবে, তৎক্ষেত্রে প্রচেষ্টার প্রতি তোমাকে এগিয়ে দেবে এবং তোমার হাত কাজে লাগানোর যত উপকরণ আছে, ঐগুলোকে অতি উত্তম কাজে লাগানোর প্রতি এগিয়ে দেবে। তুমি এ কথা ভেবে নিরাশ হয়ো না যে, তুমি একজন পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞ ব্যক্তি নও, অথবা জ্ঞানভাণ্ডার তোমাকে অবসাদগ্রস্ত করছে না।

উপসংহার : মঙ্গল সাধনে মনোযোগী হলে এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করলে জ্ঞানাহরণের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلَى النَّقِيْضِ – উল্টো দিক হলো, مِنْ ذٰلِكَ – এমন বিশ্বাসের, تَوَقُّعُكَ الْخَيْرَ - তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা, وَاَمْتُكَ – তোমার উত্থান-পতন ঘটা, فِيْ الْحَيَاةِ – তোমার জীবনে, فَاِنَّهُمَا – কারণ এ দুটো বিষয়, يُوَسِّعَانِ – প্রসারিত করে দেবে, اُفُقَكَ – তোমার দিগন্ত,وَيَحْفِزَانِكَ – তোমাকে ঠেলে দেবে, اِلٰى تَنْمِيَةِ– প্রবৃদ্ধির দিকে, مَعَارِفِكَ – তোমার জ্ঞানের, وَخِبَرَاتِكَ، – তোমার অভিজ্ঞতার, وَاِلَى الْجِدِّ – প্রচেষ্টার প্রতি, فِيْمَا تَخْتَارُهٗ – তৎক্ষেত্রে যা তুমি বেছে নেবে, لِنَفْسِكَ– তোমার নিজের জন্য, مِنْ صُنُوْفِ – বিভিন্ন প্রকার, الْعَيْشِ – জীবিকার, وَاِلَى اسْتِخْدَامِ – এবং কাজে লাগানোর, الْمَادَّةِ– যত উপকরণ, الَّتِيْ فِيْ يَدِكَ– তোমার হাতে আছে, خَيْرَ اسْتِخْدَامٍ– অতি উত্তম কাজে লাগোনো, لَاتَتَعَلَّلْ – তুমি এ কথা ভেবে নিরাশ হয়ো না যে, بِأَنَّكَ لَسْتَ– যে তুমি নও, نَابِغَةً– পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, اَوْ بِاَنَّ الظُّرُوْفَ– অথবা যে জ্ঞান ভান্ডার, لَاتُوَاتِيْكَ – তোমাকে অবসাদগ্রস্ত করবে না।

প্রশ্ন-১৩ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

فَالْعَالَمُ لَايَحْتَاجُ اِلَى النُّبَغَاءِ وَحْدَهُمْ وَالنَّجَاحُ لَيْسَ وَقْفًا عَلَيْهِمْ اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الشَّبَابِ يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ هُنَاكَ مَنْ مُنِحُوْا قُدْرَةً عَلَى اَنْ يَبْزُوْا غَيْرَهُمْ بِلَا جُهْدٍ، وَاَنْ يَاْتُوْا بِالْعَجَائِبِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَاَنْ يَجْعَلُوْا التُّرَابَ ذَهَبًا بِعَصَا سِحْرِيَّةٍ وَلٰكِنْ كُلُّ هٰذِهٖ أَفْكَارٌ تُثَبِّطُ عَنِ الْعَمَلِ وَعَنِ النَّجَاحِ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে যুবকদের অলৌকিকভাবে বিনা চেষ্টয় অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তারের অবান্তর বিশ্বাসের সমালোচনা করেছেন।

অনুবাদ : কেননা, জগৎ কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞদের প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এবং সাফল্য তাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। যুবকদের অনেকে বিশ্বাস করে যে, এ জগতে এমন অনেক লোক আছে যারা অলৌকিকভাবে বিনা চেষ্টায় অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার অবদান প্রদত্ত হয়েছে, আর বিনাশ্রমে অদ্ভূত আবিষ্কার উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছে, আরো জাদুর কাঠি দ্বারা মাটিকে সোনায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। আসলে কিন্তু এগুলোর সবটাই কাজ ও সাফল্যে স্থবিরতা আনয়নকারী চিন্তা-ভাবনা।

উপসংহার : কাজ ও সাফল্যে স্থবিরতা আনায়নকারী চিন্তা-চেতনা পরিহার করে সাফল্য অর্জনের মনোযোগী হওয়া উচিত।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْعَالَمُ – কেননা জগৎ, لَايَحْتَاجُ – মুখাপেক্ষী নয়, اِلَى النُّبَغَاءِ– পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞদের প্রতি, وَحْدَهُمْ – কেবলমাত্র, وَالنَّجَاحُ لَيْسَ– এবং সাফল্য নয়, وَقْفًا عَلَيْهِمْ– নির্ভরশীল তাদের উপর, اِنَّ كَثِيْرًا – নিশ্চয়ই অনেকে, مِنَ الشَّبَابِ – যুবকদের, يَعْتَقِدُوْنَ – তারা বিশ্বাস করে, اَنَّ هُنَاكَ– যে এখানে (জগতে), مَنْ مُنِحُوْا قُدْرَةً– অনেক লোক অবদান প্রাপ্ত হয়েছে অলৌকিকভাবে, عَلَى اَنْ يَبْزُوْا– যে প্রভাব বিস্তার করবে, غَيْرَهُمْ – অন্যদের উপর, بِلَا جُهْدٍ– বিনা চেষ্টায়, وَاَنْ يَاْتُوْا – এবং তারা সক্ষম হয়েছে, بِالْعَجَائِبِ – অদ্ভুত আবিস্কার, مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ – ছাড়া, বিনা শ্রম, وَاَنْ يَجْعَلُوْا– রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে, التُّرَابَ – মাটি, ذَهَبًا – সোনায়, بِعَصَا – লাঠি দ্বারা, سِحْرِيَّةٍ – জাদুর, وَلٰكِنْ– আসলে কিন্ত, كُلُّ هٰذِهٖ – এগুলোর সবটাই, أَفْكَارٌ – চিন্তা-ভাবনা, تُثَبِّطُ عَنِ الْعَمَلِ– স্থবিরতা আনে কাজে, وَعَنِ النَّجَاحِ – ও সাফল্যে।

প্রশ্ন-১৪ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

وَخَيْرُ وَسِيْلَةٍ لِلنَّجَاحِ فِيْ الْحَيَاةِ اَنْ يَكُوْنَ لِلشَّبَابِ مَثَلٌ اَعْلٰى عَظِيْمٌ يَطْمَحُ اِلَيْهِ وَيَنْشُدُهُ وَيَضَعُهُ دَائِمًا نَصْبَ عَيْنَيْهِ وَيَسْعٰى دَائِمًا فِى الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ اَنْ يَكُوْنَ عَالِمًا عَظِيْمًا اَوْ صَانِعًا عَظِيْمًا اَوْ سِيَاسِيًّا عَظِيْمًا اَوْ فَنَّانًا عَظِيْمًا فَمَنْ قَنَعَ بِالْاَدٰى لَمْ يَصِلْ اِلٰى مِثْلِهِ. [শি.নি.প. ২০১২,'১৫]

উত্তর : ভূমিকা : জীবনে সফলতা লাভ করার অন্যতম উপকরণ হলো, লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : লেখক এখানে জীবনে সফলতা অর্জনের উপায়ের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

অনুবাদ : জীবনে সফলতা অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো– যুব সমাজের সামনে এক মহান ব্যক্তিত্বের উদাহরণ থাকবে। যাকে সে প্রত্যাশা করবে, সন্ধান করবে এবং সদা তার চোখের সামনে রাখবে। আর সে লক্ষ্য পানে পৌঁছার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে। যেমন– মহাজ্ঞানী হওয়া, বড় কারিগর হওয়া, বড় রাজনীতিবিদ হওয়া অথবা বড় শিল্পী হওয়া ইত্যাদি। যে ব্যক্তি তুচ্ছ কিছু নিয়ে তুষ্ট হয় সে এটা ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারে না।

উপসংহার : উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনে সাফল্য লাভে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَخَيْرُ – সর্বোত্তম, وَسِيْلَةٍ – মাধ্যম, لِلنَّجَاحِ – সফলতা অর্জনের, فِى الْحَيَاةِ – জীবনে, اَنْ يَكُوْنَ– যে থাকবে, لِلشَّبَابِ– যুব সমাজে, مَثَلٌ – উদাহরণ, اَعْلٰى عَظِيْمٌ – মহান ব্যক্তিত্বের উপর, يَطْمَحُ – প্রত্যাশা করবে, اِلَيْهِ – যাকে, وَيَنْشُدُهُ– এবং সন্ধান করবে, وَيَضَعُهُ – রাখবে, دَائِمًا – সদা, نَصْبَ – সামনে, عَيْنَيْهِ – তার দুচোখের, وَيَسْعٰى دَائِمًا– সদা প্রচেষ্টা চালাবো, فِى الْوُصُوْلِ– পৌঁছার জন্যে, اِلَيْهِ – সে লক্ষপানে, اَنْ يَكُوْنَ– সে হওয়া, عَالِمًا عَظِيْمًا – মহা জ্ঞানী, اَوْ صَانِعًا عَظِيْمًا – অথবা বড় কারিগর, اَوْ سِيَاسِيًّا عَظِيْمًا– কিংবা বড় রাজনীতিবিদ, اَوْ فَنَّانًا عَظِيْمًا – অথবা বড় শিল্পী, فَمَنْ قَنَعَ – যে ব্যক্তি তুষ্ট হয়, بِالْاَدٰى– তুচ্ছ কিছু নিয়ে, لَمْ يَصِلْ – অর্জন করতে পারেনি, اِلٰى مِثْلِهِ – এ জাতীয়।

প্রশ্ন-১৫ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

فَكُلُّ مَنْ سَارُوْا فِىْ طَرِيْقِ الْعَمَلِ بَدَءُوْا حَيَاتَهُمْ بِنَوْعٍ مِّنَ الْإِشْفَاقِ وَالتَّوَجُّسِ وَالْحَذَرِ - وَمَنْ نَجَحَ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا نَجَحَ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ حَيَاتَهُ أَحَسَّ أَنَّ فِىْ يَدِهِ مِصْبَاحًا مِنْ نَفْسِهِ يُضِيْءُ لَهُ الطَّرِيْقَ، وَيَسْتَحِثُّهُ عَلَى السَّيْرِ، وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ إِلَى الْأَمَامِ خُطْوَةً اِسْتَحَثَّهُ عَزْمُهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الْخُطْوَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَلَلٍ وَمَتَى رَاٰهُ مِصْبَاحُهُ أَنَّهُ سَائِرٌ عَلَى هُدًى وَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ لَمْ يَسْتَرِبْ فِىْ سَيْرِهِ. وَلَمْ يَتَعَجَّلْ النَّجَاحَ. وَاسْتَمَرَّ فِىْ طَرِيْقِهِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْغَايَةَ.

উত্তর : ভূমিকা : ভয়-শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার জীবন ছেড়ে কর্মমুখর জীবন গঠন করলেই প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে গ্রন্থকার সাফল্যমণ্ডিত জীবন লাভের দিকনির্দেশনা আলোচনা করেছেন।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমলের পথ অবলম্বন করে সে যেন একপ্রকার উৎকণ্ঠা, ভয় ও আশঙ্কার জীবন আরম্ভ করলো। আর যে ব্যক্তি কৃতকার্য হলো সে প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্য হলো। কেননা, সে তার জীবনের প্রারম্ভেই অনুভব করলো, তার হাতে এমন একটি মশাল রয়েছে, যা তার পথের দিকে আলো ছড়াবে এবং তাকে ভ্রমণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করবে। আর যখনই সে সামনের দিকে একপা একপা করে অগ্রসর হতে থাকবে তখনই তার সংকল্প তাকে ভয় ও ক্লান্তিহীনভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। গ্রন্থকার বলেন, আমি যখন তাকে দেখলাম যে, তার মশাল তাকে পথ প্রদর্শন করছে না, তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আর সে তার ভ্রমণে সন্দেহমুক্ত নয় এবং তার বিজয়ও নিকটবর্তী নয় তখন সে তার পথে সর্বদা চলতে থাকবে। যাতে করে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

উপসংহার : সর্বপ্রকার উৎকণ্ঠা আর ভয়-ভীতিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রকপা একপা করে সম্মুখপানে অগ্রসর হলে জীবনে সফলতা অর্জন সম্ভব।

শাব্দিক অনুবাদ : فَكُلُّ – অতঃপর যে, مَنْ سَارُوْا – অবলম্বন করে, فِيْ طَرِيْقِ الْعَمَلِ – আমলের পথে, بَدَءُوْا – আরম্ভ করলো, حَيَاتَهُمْ – তাদের জীবন, بِنَوْعٍ – এক প্রকার, مِّنَ الْإِشْفَاقِ – উৎকণ্ঠা, وَالتَّوَجُّسِ – ভয়, وَالْحَذَرِ – আশকা, وَمَنْ نَجَحَ – আর যে কৃতকার্য হলো, مِنْهُمْ – তাদের মধ্যে, فَإِنَّمَا نَجَحَ – সে প্রকৃত পক্ষে কৃতকার্য হলো, لِأَنَّهُ بَعْدَ – কেননা সে পরেই, أَنْ بَدَأَ – শুরু করার, حَيَاتُهُ – তার জীবন أَحَسَّ –, অনুভাব করলো, أَنَّ فِيْ يَدِهِ – যে, তার হাতের রয়েছে, مِصْبَاحًا – এমন একটি মশাল, مِنْ نَفْسِهِ – নিজের,يُضِيْءُ لَهُ الطَّرِيْقَ – আলো ছড়াবে তার পথের দিকে, وَيَسْتَحِثُّهُ عَلَى السَّيْرِ – এবং তাকে উৎসাহ প্রদান করবে চলতে, وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ – আর যখনই সে অগ্রসর হয়, إِلَى الْأَمَامِ – সামনের দিকে, خُطْوَةً – এক পা এক পা করে, اِسْتَحَثَّهُ – তাকে উৎসাহ প্রদান করে সহাস্য, عَزْمُهُ – তার সংকল্প, عَلَى مُتَابَعَةِ الْخُطْوَةِ – অগ্রসর, হতে সাহায্য করে, فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ – ভয় ছাড়া/ ব্যতীত, وَلَامَلَلٍ – ক্লান্তিহীন, وَمَتَى رَاٰهُ – আর যখন তাকে দেখলাম যে, مِصْبَاحَهُ – তার মশাল, أَنَّهُ سَائِرٌ عَلَى هُدًى – যে পথ প্রদর্শন করেছেন, وَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ – সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে,لَمْ يَسْتَرِبْ – সে সন্দেহ মুক্ত নয়, فِيْ سَيْرِهِ – তার ভ্রমণে, وَلَمْ يَتَعَجَّلْ – এবং নিকটবর্তী নয়, النَّجَاحَ – বিজয়ও, وَاسْتَمَرَّ فِيْ طَرِيْقِهِ – এবং তার পথে সর্বদা চলতে থাকবে, حَتَّى يَبْلُغَ الْغَايَةَ – যাতে করে সে পৌঁছে যায় গন্তব্যে।

প্রশ্ন-১৬ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

إِنَّ رِحَابَةَ أُفُقِكَ، وَتَحْدِيْدَ مِثْلِكَ الْأَعْلٰى، وَطُمُوْحَكَ إِلَيْهِ، وَثِقَتَكَ بِنَفْسِكَ، وَاحْتِرَامَكَ لَهَا فِيْ غَيْرِكِبْرِيَاءٍ وَغُرُوْرٍ، ثُمَّ تَفَاؤُلُكَ. وَابْتِسَامُكَ، وَسُرُوْرُكَ- هِيَ الْخُبُوْطُ الَّتِيْ يَجِبُ أَنْ تَنْسُجَ مِنْهَا حَيَاتَكَ. وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ نَسِيْجٍ! إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ وَلِأُمَّتِكَ. وَكَانَ نَجَاحُكَ عَظِيْمًا وَلَوْلَمْ تَكْسِبْ مَالًا كَثِيْرًا، فَمَا قِيْمَةُ الْمَالِ إِنْ لَمْ تَكُنْ سَعَادَةً؟ وَمَا قِيْمَةُ النَّجَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خُلُقٌ؟ وَمَا قِيْمَةُ الدُّنْيَا إِذَا عَبَسْتَ فِيْ وَجْهِهَا دَائِمًا؟

উত্তর : ভূমিকা : জীবনে প্রত্যাশিত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে নিজের আনন্দ উল্লাস বিজর্সন দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. আহমাদ আমিন রচিত فَيْضُ الْخَاطِرِ নামক গ্রন্থের إِصْنَعْ حَيَاتَكَ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : লিখক এখানে সফল জীবন গঠনের রুপরেখা বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : তোমার প্রত্যাশিত সেই বিস্তৃত অঞ্চল, তোমার ন্যায় সুউচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিবর্গ, সে দিকের প্রতি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর তোমার নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা অহংকার ও গৌরব ছাড়াও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অতঃপর তোমার আশাবাদ, মুচকি হাসি ও তোমার আনন্দ-উল্লাস এ সবই এমন নিষ্ফল বিষয়, যাকে অতিক্রম করে তোমার জীবন গঠন করা আবশ্যক। আর এরূপ জীবন গঠন কতই না উত্তম। যদি তুমি এরূপ করো তাহলে তা যেমন তোমার জন্য উপকারী হবে তেমনি তোমার জাতি ভাইদেরও উপকার হবে। আর তোমার বিজয় হবে বৃহদাকারের যদিও কম সম্পদ উপার্জন করো। ধনসম্পদের কি মূল্য হতে পারে? যদি তা পুণ্যের কাজে ব্যয় না হয়। আর বিজয়েরই বা কি মূল্য থাকতে পারে? যদি তা উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত না হয়, আর সেই দুনিয়ারই কি মূল্য? যদি তা দেখে মুখ মলিন করতে হয়?

উপসংহার : জীবনে বৃহদাকার সাফল্য অর্জনে আনন্দ উল্লাস বিসর্জন দিয়ে উন্নত জীবন গঠন করে যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : إِنَّ رِحَابَةَ – নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত, أُفُقِكَ – তোমার বিস্তৃত অঞ্চল, وَتَحْدِيْدَ – এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, مِثْلِكَ الْأَعْلٰى – তোমার ন্যায় সুউচ্চ, وَطُمُوْحَكَ إِلَيْهِ – তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে দিকে, وَثِقَتَكَ – তোমার পূর্ণ আস্থা, بِنَفْسِكَ – নিজের প্রতি, وَاحْتِرَامَكَ لَهَا – এবং তোমার সম্মান প্রদর্শন তার প্রতি, فِيْ غَيْرِ – ছাড়াও, كِبْرِيَاءٍ وَغُرُوْرٍ – অহংকার ও গৌরব, ثُمَّ تَفَاؤُلُكَ – অতঃপর তোমার আশাবাদ, وَابْتِسَامُكَ – তোমার মুচকি হাসি, وَسُرُوْرُكَ هِيَ الْخُبُوْطُ – তোমার আনন্দ উল্লাস এ সবই এমন নিষ্ফল বিষয়, الَّتِيْ يَجِبُ – যাকে আবশ্যক, أَنْ تَنْسُجَ مِنْهَا – তাকে অতিক্রম করে, حَيَاتَكَ – তোমার জীবন, وَمَا أَحْسَنَهُ – আর কতইনা উত্তম, مِنْ نَسِيْجٍ! – এরূপ জীবন গঠন, إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ – নিশ্চয়ই তুমি যদি করো, ذٰلِكَ كَانَ خَيْرًا – তা হবে উত্তম, لَكَ وَلِأُمَّتِكَ – তোমার জন্য এবং তোমার, وَكَانَ نَجَاحُكَ عَظِيْمًا – এবং তোমার জন্য হবে বড় সাফল্য, وَلَوْلَمْ تَكْسِبْ – আর যদি ও তুমি উপার্জন না করো, مَالًا كَثِيْرًا – অনেক সম্পদ/ অঢেল সম্পদ, فَمَا قِيْمَةُ – কি আর হতে পারে মূল্য? الْمَالِ – সম্পদের, إِنْ لَمْ تَكُنْ – যদি তা না হয়, سَعَادَةً – পুণ্যের কাজে, وَمَا قِيْمَةُ – কি মূল্য? النَّجَاحِ – বিজয়েই বা, إِذَا لَمْ يَكُنْ خُلُقٌ – যদি তা দ্বারা অর্জিত না হয় উত্তম চরিত্র, وَمَا قِيْمَةُ – আর কি মূল্য? الدُّنْيَا – দুনিয়া, إِذَا عَبَسْتَ – যদি মুখ মলিন করতে হয়, فِيْ وَجْهِهَا – তা দেখে, دَائِمًا – সর্বদা।

اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ

কূফার সাহিত্য আসর

প্রশ্ন-১৭ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ كُنْتُ وَاَنَا فَتَى السِّنِّ اَشُدُّ رَحْلِيْ لِكُلِّ عِمَايَةٍ وَاَرْكُضُ طَرْفِيْ اِلٰى كُلِّ غِوَايَةٍ حَتّٰى شَرِبْتُ مِنَ الْعُمُرِ سَائِغَةً وَلَبِسْتُ مِنَ الدَّهْرِ سَابِغَةً، فَلَمَّا اِنْصَاحَ النَّهَارُ بِجَانِبِ لَيْلِيْ وَجَمَعْتُ لِلْمَعَادِ ذَيْلِيْ وَطِئْتُ ظَهْرَ الْمَرْوْضَةِ لِاَدَاءِ الْمَفْرُوْضَةِ. وَصَحِبَنِيْ فِي الطَّرِيْقِ رَفِيْقٌ لَمْ اُنْكِرْهُ مِنْ سُوْءٍ فَلَمَّا تَجَالَيْنَا وَخَبَّرْنَا بِحَالَيْنَا سَفَرَتِ الْقِصَّةُ

عَنْ اَصْلٍ كُوْفِيٍّ وَمَذْهَبٍ صُوْفِيٍّ وَسِرْنَا فَلَمَّا اَحْلَتْنَا الْكُوْفَةَ مِلْنَا اِلٰى دَارِهٖ وَدَخَلْنَاهَا وَقَدْ بَقَلَ وَجْهُ النَّهَارِ وَاخْضَرَّ جَانِبُهٗ، فَلَمَّا اِغْتَمَضَ جُفُنُ اللَّيْلِ وَطَرَّ سَارِبُهٗ، قَرَعَ عَلَيْنَا الْبَابَ فَقُلْنَا مَنِ الْقَارِعُ الْمُنْتَابُ. فَقَالَ وَفْدُ اللَّيْلِ وَبَرِيْدُهٗ وَقَلُّ الْجُوْعِ وَطَرِيْدُهٗ وَحُرُّ قَادَهُ الضُّرُّ. [শি. নি. প. ২০০৬]

উত্তর : উৎস : আমি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর তাওফিক প্রার্থনা করে বলছি যে, উল্লিখিত উক্তিগুলো আরবি সাহিত্য চয়নিকার অন্তর্গত «اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ» থেকে সংগৃহীত, যার লেখক বদিউয্যামান আল-হামাদানি।

প্রসঙ্গ : এখানে যুবশ্রেণির জীবনপ্রবাহ এবং বার্ধক্যে তার দিক পরিবর্তনের বিবরণ ঈসা ইবনে হিশাম নামক একজন কল্পিত ব্যক্তির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুবাদ : (আল্লামা বদিউয্যামান আল-হামাদানি বলেন,) ঈসা ইবনে হিশাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন যৌবন বয়সে উপনীত হলাম তখন আমি যে কোনো মন্দ কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম এবং প্রতিষ্ঠিত অশ্লীল কাজের প্রতি আমার অশ্ব পরিচালনা করতাম। এমনকি আমি আমার জীবন সুধা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে অনায়াসে পান করেছি। (জীবনে কোনো সময়, কোনো স্থানে বা কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইনি) আর মহাকালের প্রলম্বিত পোশাক আচ্ছাদানরূপে গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ, আমার দীর্ঘ যৌবনের যত চাওয়া-পাওয়া তা নির্বিচারে পূরণ করেছি; এক্ষেত্রে বৈধাবৈধতার ধার ধারিনি।

আর যখন আমার রাতের পাশে দিনের শুভ্রতা ফুটে ওঠলো, অর্থাৎ, আমার রাত কালো চুল পেকে শুভ্র হওয়ার ভিত্তিতে জীবন সূর্য অস্তমিত হওয়ার চিহ্ন দেখা দিলো এবং আমি পরকালের (দিকে পাড়ি দেয়ার) জন্য আমার কাপড়ের আঁচল গুটিয়ে নিলাম অর্থাৎ, আমি আমার যাবতীয় কর্ম ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে কেবল পরকালীন আমলের জন্য নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি। তখন আমি ফরয (হজ আদায় করার জন্য অনুগত বাহনের পিঠে চড়ে বিশাল প্রান্তরের পৃষ্ঠদেশ মাড়িয়ে যাত্রা করলাম।

আর (আমি যখন হজ ও যিয়ারতের উদ্দেশে সফরে বের হলাম) তখন পথে এক ব্যক্তি আমার সফরসঙ্গী হলেন। যাকে আমি কোনো মন্দ আচরণের জন্যে ঘৃণা করতে পারি নি। অর্থাৎ, আমি তার মাঝে এমন কোনো দোষ দেখিনি যার কারণে আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি। এরপর আমরা যখন একজন অপরজনের অবস্থাদি সম্পর্কে জানাজানি করলাম এবং আমরা নিজ নিজ অবস্থা পরস্পরকে অবগত করলাম, তখন ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমার সফরসঙ্গী একজন কুফি তথা কুফাবাসী এবং সুফী মতাবলম্বী। আর এভাবে আমরা পথ চলতে থাকলাম। অতঃপর বাহন যখন আমাদেরকে কুফায় উপনীত করলো, তখন আমার সফরসঙ্গী বন্ধুর বাড়ির দিকে ঝুঁকলাম এবং তথায় প্রবেশ করলাম।

এতক্ষণে দিনের চেহারা তথা দিবাভাগ অস্তাচলে উপনীত হয়েছে এবং তার এক পার্শ্ব সবুজাভ হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, অস্তাচল পূর্ণ আলোকিত হয়ে উদয়াচল নীলাভ হয়ে রাত নামে নামে অবস্থা হয়ে পড়েছে।

এরপর যখন রাতের অক্ষি-পট বিমুদিত হলো এবং নিশাচর প্রাণীরা বের হলো অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয়ে গেলো ততক্ষণে এক আগন্তুক এসে আমাদের ঘরের দরজায় করাঘাত করে চলেছে।

প্রত্যুত্তরে আগন্তুক বললো, আমি একজন রাত্রিকালীন আগন্তুক এবং রাতেই বার্তা বিতরণ করি। আর আমি একজন ক্ষুধাপীড়িত ও ক্ষুধায়তাড়িত লোক। অথচ আমি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাকে দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ত সময়কাল এ পথে চালিত করেছে এবং আমি (আপনাদের) একজন এমন মেহমান যার পদ সঞ্চালন অত্যন্ত ক্ষীণ অর্থাৎ, দ্বারে দ্বারে হেঁটে সে দুর্বল, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; এখন আর পা চলে না এবং তার হারানো সম্পদ হলো, এক টুকরো রুটি।

মন্তব্য : হ্যাঁ, এ বর্ণনা আমাদেরকে আমাদের যৌবনকাল সম্পর্কে সতর্ক করে এবং নষ্টতা ও ভ্রষ্টতা ত্যাগ করে এক আল্লাহর সাধ্যমতো ইবাদতের প্রতি পথ প্রদর্শন করে।

শাব্দিক অনুবাদ : حَدَّثَنَا-আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ ঈসা ইবনে হিশাম, قَالَ-তিনি বললেন, كُنْتُ وَاَنَا فَتَى السِّنِّ-আমি যদবস্থায় নব যৌবনে উপনীত, اَشُدُّ رَحْلِيْ-তদবস্থায় বিলাস ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তাম, لِكُلِّ عِمَايَةٍ-প্রতিটি মন্দ কাজের উদ্দেশ্যে, وَاَرْكُضُ-আর আমি পদাঘাত করতাম, পরিচালনা করতাম, طَرْفِيْ-আমার ঘোড়া, বাহন, اِلٰى كُلِّ غَوَايَةٍ-প্রতিটি অশ্লীল কাজের প্রতি, حَتّٰى شَرِبْتُ-এমনকি আমি পান করলাম, مِنَ الْعُمُرِ -জীবন থেকে পাওয়া, سَائِغَةً-সুধা, وَلَبِسْتُ-আর আমি পরিধান করলাম, مِنَ الدَّهْرِ-যুগ থেকে পাওয়া, سَابِغَةً-যুগের আলখেল্লা, প্রলম্বিত পোশাক। فَلَمَّا-যখন, اَنْصَاحَ-ফূটে ওঠল, আলোকিত হলো, النَّهَارُ-দিন, بِجَانِبِ-পার্শ্বে لَيْلِيْ-আমার রাতের, وَجَمَعْتُ-এবং আমি গুটিয়ে নিলাম, لِلْمَعَادِ-পরকালের জন্য, ذَيْلِيْ-আমার আঁচল, وَظَنْتُ-তখন আমি পদ চালনা করলাম, মাড়িয়ে গেলাম, ظَهْرَ-পিঠ, اَلْمُرَوَّضَةِ-অনুগত বাহনের/বিরাট বিরাট প্রান্তরের, لِاَدَاءِ-আদায়ের জন্য, اَلْمَفْرُوْضَةِ-ফরয কাজ তথা হজ।

وَقَدْ بَقَلَ-এতক্ষেণে বিকশিত হল, অস্তাচলে উপনীত হলো, وَجْهُ النَّهَارِ-দিনের চেহারা (তথা বিদা ভাগ), وَاَخْضَرَ-এবং সবুজাভ হয়ে পড়লো, جَانِبُهُ-উহার এক পার্শ্ব। فَلَمَّا اغْتَمَضَ-যখন বিমুদিত হলো, جَفْنُ اللَّيْلِ-রাতের আঁখিপট, وَطَرَّ-এবং বের হলো, বিকশিত হলো, অঙ্কুরিত হলো, شَارِبُهُ -তার গোঁফ, فَرَعَ-নাড়া দিল বা করাধাত করল, عَلَيْنَا الْبَابَ-আমাদের দরজায়, فَقُلْنَا-আমরা বললাম, مَنِ الْقَارِعُ-করাঘাতকারী তুমি কে? اَلْمُنْتَابُ-বারবার আগমনকারী, হঠাৎ আগমনকারী।

فَقَالَ-অতঃপর সে বললো, وَقْدُ اللَّيْلِ-নিশাকালীন আগন্তুক, وَبَرِيْدُهُ ‡‡-এবং উহার বার্তাবাহক, وَفَلُّ الْجُوْعِ-আর ক্ষুধাপীড়িত, وَطَرِيْدُهُ-এবং ক্ষুধা কর্তৃক তাড়িত ব্যক্তি, وَحُرٌّ-এবং স্বাধীন ব্যক্তি তথা সম্ভ্রান্ত, قَادَهُ-তাকে চালিত করেছে, اَلضُّرُّ-দুঃখ-কষ্ট।

প্রশ্ন-১৮ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

فَلَمَّا تَجَالَيْنَا وَخَبَّرْنَا بِحَالِيْنَا سَفَرْتُ الْقِصَّةَ عَنْ اَصْلِ كُوْفِيٍّ وَمَذْهَبِ صُوْفِيٍّ وَسِرْنَا فَلَمَّا اَحْلَتْنَا الْكُوْفَةَ مِلْنَا اِلٰى دَارِهٖ وَدَخَلْنَاهَا. وَقَدْ بَقَلَ وَجْهُ النَّهَارِ وَاخْضَرَّ جَانِبُهٗ فَلَمَّا اِغْتَمَضَ جُفْنُ اللَّيْلِ وَطَرَّ سَارِبُهٗ قَرَعَ عَلَيْنَا الْبَابَ فَقُلْنَا مَنِ الْقَارِعُ الْمُنْتَابُ. فَقَالَ وَفْدُ اللَّيْلِ وَبَرِيْدُهٗ وَقَلُّ الْجُوْعِ وَطَرِيْدُهٗ.

উত্তর : ভূমিকা : প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, প্রশ্নোল্লিখিত উদ্ধৃতিটুকু আরবি সাহিত্যের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ اَلْمُنْتَخَبُ الْعَرَبِيُّ-এর অন্তর্গত বিজ্ঞ সাহিত্যিক বদিউয্যামান আল-হামাদানি বিরচিত «اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ» শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়িত।

অনুবাদ : সাহিত্যিক বদিউযযামান আল-হামাদানি ঈসা ইবনে হিশাম কর্তৃক বর্ণিত ধারাবাহিকতায় ঈসা ইবনে হিশাম বলেন, অতঃপর উভয়ের অবস্থা যখন পরস্পরের নিকট প্রকাশ হয়ে স্পষ্ট হয়ে গেলো এবং আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন আমার বন্ধুর সঠিক ঘটনা প্রকাশ পেলো যে, সে কুফার বংশোদ্ভূত এবং সুফি মতবাদে বিশ্বাসী।

অতঃপর আমরা (তথ দু'বন্ধু) সফরে বেরিয়ে পড়ি এবং কুফা নগরীতে পৌঁছার পর আমার সফর সঙ্গী বন্ধুর বাড়িতে ওঠি এমতাবস্থায় যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে এবং দিনের মুখে রাতের অন্ধকার প্রকাশ পেয়েছে। আর পূর্ব দিগন্ত কালো হয়ে ওঠেছে। অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয়ে আসে এবং উহার বেশ কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় তখন এক ব্যক্তি ঘরের দরজায় আঘাত করলো। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম দরজায় করাঘাতকারী আগন্তুক কে?

উত্তরে লোকটি বললো, সে রাতের আগমনকারী, যাকে রাতের অন্ধকার দরজা পর্যন্ত আসতে বাধ্য করেছে এবং সে ক্ষুধা অনাহারের নিকট পরাজয় বরণকারী। ক্ষুধার তাড়া খেয়ে সে দরজার সমুপস্থিত হয়েছে।

উপসংহার : বিজ্ঞ লেখক এখানে তার ভ্রমণ কাহিনিমালার একটি কাহিনি বর্ণনা করেছেন। যা কুফায় তার এবং দরজায় করাঘাতকারীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : بِحَالِيْنَا-আমাদের অবস্থা সম্পর্কে, سَفَرْتُ-তখন স্পষ্ট হয়ে গেলো, اَلْقِصَّةَ-ঘটনাটি, عَنْ اَصْلِ كُوْفِيٍّ-মূলতঃ (আমার সঙ্গী) একজন কূফাবাসী নাগরিক, وَمَذْهَبِ صُوْفِيٍّ-এবং একজন সুফী মতাবলম্বী, وَسِرْنَا-এবং আমরা পথ চলতে থাকলাম। فَلَمَّا اَحَلَّتْنَا-যখন বাহন আমাদেরকে উপনীত করলো, اَلْكُوْفَةَ-কূফা নগরীতে, مِلْنَا-আর ঝুঁকলাম, اِلٰى دَارِهٖ-তার গৃহের দিকে, وَدَخَلْنَاهَا-এবং আমরা তাতে প্রবেশ করলাম।

وَقَدْ بَقَلَ-এতক্ষেণে বিকশিত হল, অস্তাচলে উপনীত হলো, وَجْهُ النَّهَارِ-দিনের চেহারা (তথা বিদা ভাগ), وَاخْضَرَ-এবং সবুজাভ হয়ে পড়লো, جَانِبُهٗ-উহার এক পার্শ্ব। فَلَمَّا اِغْتَمَضَ-যখন বিমুদিত হলো, جَفْنُ اللَّيْلِ-রাতের আঁখিপট, وَطَرَّ-এবং বের হলো, বিকশিত হলো, অঙ্কুরিত হলো, سَارِبُهٗ তাঁর গোঁফ, قَرَعَ-নাড়া দিল বা করাধাত করল, عَلَيْنَا الْبَابَ-আমাদের দরজায়, فَقُلْنَا-আমরা বললাম, مَنِ الْقَارِعُ-করাঘাতকারী তুমি কে? الْمُنْتَابُ-বারবার আগমনকারী, হঠাৎ আগমনকারী।

فَقَالَ-অতঃপর সে বললো, وَفْدُ اللَّيْلِ-নিশাকালীন আগন্তুক, وَبَرِيْدُهٗ-এবং উহার বার্তাবাহক, وَقَلُّ الْجُوْعِ-আর ক্ষুধাপীড়িত, وَطَرِيْدُهٗ -এবং ক্ষুধা কর্তৃক তাড়িত ব্যক্তি।

প্রশ্ন-১৯ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

وَقَدْ بَقَلَ وَجْهُ النَّهَارِ وَاخْضَرَّ جَانِبُهُ فَلَمَّا اِغْتَمَضَ جُفُنُ اللَّيْلِ وَطَرَّ سَارِبُهُ قَرَعَ عَلَيْنَا الْبَابَ فَقُلْنَا مَنِ الْقَارِعُ الْمُنْتَابُ؟ فَقَالَ وَفْدُ اللَّيْلِ وَبَرِيْدُهُ وَقَلُّ الْجُوْعِ وَطَرِيْدُهُ وَحُرُّ قَادَهُ الضُّرُّ وَالزَّمَنُ الْمُرُّ وَضَيْفٌ وَطْؤُهُ خَفِيْفٌ وَضَالَّتُهُ رَغِيْفٌ وَجَارٌ يَسْتَعْدِيْ عَلَى الْجُوْعِ وَالْجَيْبِ الْمَرْقُوْعِ وَغَرِيْبٌ أُوْقِدَتِ النَّارُ عَلَى سَفَرِهِ وَنَبَحَ الْعَوَاءُ عَلَى اِثْرِهِ وَنُبِذَتْ خَلْفَهُ الْحُصَيَّاتُ وَكُنِسَتْ بَعْدَهُ الْعَرَصَاتُ فَنَضْوُهُ طَلِيْحٌ وَعَيْشُهُ تَبْرِيْحٌ وَمِنْ دُوْنِ فَرْخَيْهِ مَهَامَهُ فِيْحٌ.

উত্তর : উৎস : প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য অংশটুকু বিখ্যাত লেখক বদিউয্যামান আল-হামাদানি বিরচিত «اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ» থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে মক্কায় সফরকালে বন্ধুর বাড়িতে অবস্থানের সময় ঈসা ইবনে হিশাম ও দরজায় আঘাতকারীর মাঝে যে কথোপকথন সংঘটিত হয় তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ : এতক্ষণে দিনের চেহারা তথা দিবাভাগ অস্তালগ্নে উপনীত হয়েছে এবং তার একপার্শ্ব সবুজাভ হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, অস্তাচল পূর্ণ আলোকিত হয়ে উদয়াচল নীলাভ হয়ে রাত নামে নামে অবস্থা হয়ে পড়েছে।

এরপর যখন রাতের অক্ষি-পট বিমুদিত হলো এবং নিশাচর প্রাণীরা বের হলো অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয়ে গেলো ততক্ষণে এক আগন্তুক এসে আমাদের ঘরের দরজায় করাঘাত করে চলেছে।

প্রত্যুত্তরে আগন্তুক বললো, আমি একজন রাত্রিকালীন আগন্তুক এবং রাতেই বার্তা বিতরণ করি। আর আমি একজন ক্ষুধাপীড়িত ও ক্ষুধায়তাড়িত লোক। অথচ আমি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাকে দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ত সময়কাল এ পথে চালিত করেছে এবং আমি (আপনাদের) একজন এমন মেহমান যার পদ সঞ্চালন অত্যন্ত ক্ষীণ অর্থাৎ, দ্বারে দ্বারে হেঁটে সে দুর্বল, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; এখন আর পা চলে না এবং তার হারানো সম্পদ হলো এক টুকরো রুটি। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে তবে সে যেমনিভাবে তা হন্নে হয়ে খোঁজে সেও ক্ষুধার জ্বালায় এমনি একটি রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এক প্রতিবেশী যে ক্ষুধা এবং তালি দেয়া পোশাকের কারণে সাহায্য চাচ্ছে।

আর এমন অপরিচিত মুসাফির যার ভ্রমণ পথে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে এবং তার পিছু পিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করেছে (কারণ, সে এ অঞ্চলে নতুন এসেছে। যার ফলে প্রহরী কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠেছে।) অর্থাৎ, সে একথা বুঝাতে চায় যে, সে আশ্রয়হীন; (কারণ, মরুবাসী আরবরা ভবঘুরে পথিকদের আশ্রয় দানের জন্য রাতে তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। একথা বলে লোকটি বুঝাতে চাচ্ছে যে, সে অনেক দূর থেকে এসেছে। পেটে দারুন ক্ষিধে, দীর্ঘ সফরের কারণে সে ক্লান্ত, তার জামা কাপড় নেই, এখন তার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় প্রয়োজন।

আর (হে গৃহবাসী! আমি এমন এক পথিক) যার পেছনে কঙ্কর নিক্ষেপিত হয়েছে এবং তার (গৃহ ত্যাগের) পর আঙ্গিনাসমূহ ঝাড়ু দ্বারা পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাড়ির লোকেরা তার প্রতি

প্রশ্ন-১৯ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

وَقَدْ بَقَلَ وَجْهُ النَّهَارِ وَاخْضَرَّ جَانِبُهُ فَلَمَّا اِغْتَمَضَ جُفْنُ اللَّيْلِ وَطَرَّ سَارِبُهُ قَرَعَ عَلَيْنَا الْبَابَ فَقُلْنَا مَنِ الْقَارِعُ الْمُنْتَابُ؟ فَقَالَ وَفْدُ اللَّيْلِ وَبَرِيْدُهُ وَقَلُّ الْجُوْعِ وَطَرِيْدُهُ وَحُرُّ قَادَهُ الضُّرُّ وَالزَّمَنُ الْمُرُّ وَضَيْفٌ وَطْؤُهُ خَفِيْفٌ وَضَالَّتُهُ رَغِيْفٌ وَجَارٌ يَسْتَعْدِيْ عَلَى الْجُوْعِ وَالْجَيْبِ الْمَرْقُوْعِ وَغَرِيْبٌ أُوْقِدَتِ النَّارُ عَلَى سَفَرِهِ وَنَبَحَ الْعَوَاءُ عَلَى إِثْرِهِ وَنُبِذَتْ خَلْفَهُ الْحُصَيَّاتُ وَكُنِسَتْ بَعْدَهُ الْعَرَصَاتُ فَنَضْوُهُ طَلِيْحٌ وَعِيْشُهُ تَبْرِيْحٌ وَمِنْ دُوْنِ فَرْخَيْهِ مَهَامَهُ فِيْحٌ.

উত্তর : উৎস : প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য অংশটুকু বিখ্যাত লেখক বদিউয্যামান আল-হামাদানি বিরচিত «اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ» থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে মক্কায় সফরকালে বন্ধুর বাড়িতে অবস্থানের সময় ঈসা ইবনে হিশাম ও দরজায় আঘাতকারীর মাঝে যে কথোপকথন সংঘটিত হয় তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ : এতক্ষণে দিনের চেহারা তথা দিবাভাগ অস্তালগ্নে উপনীত হয়েছে এবং তার একপার্শ্ব সবুজাভ হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, অস্তাচল পূর্ণ আলোকিত হয়ে উদয়াচল নীলাভ হয়ে রাত নামে নামে অবস্থা হয়ে পড়েছে।

এরপর যখন রাতের অক্ষি-পট বিমুদিত হলো এবং নিশাচর প্রাণীরা বের হলো অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয়ে গেলো ততক্ষণে এক আগন্তুক এসে আমাদের ঘরের দরজায় করাঘাত করে চলেছে।

প্রত্যুত্তরে আগন্তুক বললো, আমি একজন রাত্রিকালীন আগন্তুক এবং রাতেই বার্তা বিতরণ করি। আর আমি একজন ক্ষুধাপীড়িত ও ক্ষুধায়তাড়িত লোক। অথচ আমি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাকে দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ত সময়কাল এ পথে চালিত করেছে এবং আমি (আপনাদের) একজন এমন মেহমান যার পদ সঞ্চালন অত্যন্ত ক্ষীণ অর্থাৎ, দ্বারে দ্বারে হেঁটে সে দুর্বল, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; এখন আর পা চলে না এবং তার হারানো সম্পদ হলো এক টুকরো রুটি। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে তবে সে যেমনিভাবে তা হন্নে হয়ে খোঁজে সেও ক্ষুধার জ্বালায় এমনি একটি রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এক প্রতিবেশী যে ক্ষুধা এবং তালি দেয়া পোশাকের কারণে সাহায্য চাচ্ছে।

আর এমন অপরিচিত মুসাফির যার ভ্রমণ পথে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে এবং তার পিছু পিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করেছে (কারণ, সে এ অঞ্চলে নতুন এসেছে। যার ফলে প্রহরী কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠেছে।) অর্থাৎ, সে একথা বুঝাতে চায় যে, সে আশ্রয়হীন; (কারণ, মরুবাসী আরবরা ভবঘুরে পথিকদের আশ্রয় দানের জন্য রাতে তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। একথা বলে লোকটি বুঝাতে চাচ্ছে যে, সে অনেক দূর থেকে এসেছে। পেটে দারুন ক্ষিধে, দীর্ঘ সফরের কারণে সে ক্লান্ত, তার জামা কাপড় নেই, এখন তার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় প্রয়োজন।

আর (হে গৃহবাসী! আমি এমন এক পথিক) যার পেছনে কঙ্কর নিক্ষেপিত হয়েছে এবং তার (গৃহ ত্যাগের) পর আঙ্গিনাসমূহ ঝাড়ু দ্বারা পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাড়ির লোকেরা তার প্রতি

ঘৃণার বাণ ছুঁড়েছে এবং সে বাড়ি ফিরে যাবে এ আসা তারা ত্যাগ করেছে। তার চলার গতি বড়ই দুর্বল এবং তাঁর জীবন যাপন বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন সে তার দুই সন্তানের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে (হতাশার) বিস্তীর্ণ মরুতে পড়ে আছে। অর্থাৎ, তার দু'টি সন্তান আছে যারা তার থেকে অনেক দূরে রয়েছে। তাদের চিন্তায় এখন সে বড়ই বিচলিত।

উপসংহার : এসব হলো আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারির এমন সব ফন্দি যার দ্বারা সে টাকা-পয়সা কামাই করতে চায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ بَقَلَ-এতক্ষেণে বিকশিত হল, অস্তাচলে উপনীত হলো, وَجْهُ النَّهَارِ-দিনের চেহারা (তথা বিদা ভাগ), وَاَخْضَرَ-এবং সবুজাভ হয়ে পড়লো, جَانِبُه-উহার এক পার্শ্ব। فَلَمَّا اغْتَمَضَ-যখন বিমুদিত হলো, جَفَنُ اللَّيْلِ-রাতের আঁখিপট, وَطَرَّ-এবং বের হলো, বিকশিত হলো, অঙ্কুরিত হলো, شَارِبُه-তার গোঁফ, فَرَعَ-নাড়া দিল বা করাঘাত করল, عَلَيْنَا الْبَابَ-আমাদের দরজায়, فَقُلْنَا-আমরা বললাম, مَنِ الْقَارِعُ-করাঘাতকারী তুমি কে? الْمُنْتَابُ-বারবার আগমনকারী, হঠাৎ আগমনকারী।

فَقَالَ-অতঃপর সে বললো, وَقْدُ اللَّيْلِ-নিশাকালীন আগন্তুক, وَبَرِيْدُه-এবং উহার বার্তাবাহক, وَفَلٌّ الْجُوْعِ-আর ক্ষুধাপীড়িত, وَطَرِيْدُه-এবং ক্ষুধা কর্তৃক তাড়িত ব্যক্তি, وَحُرٌّ-এবং স্বাধীন ব্যক্তি তথা সম্ভ্রান্ত, قَادَهُ-তাকে চালিত করেছে, اَلضُّرُّ-দুঃখ-কষ্ট, وَالزَّمَنُ الْمُرُّ-এবং তিক্ত কাল তথা সময়ের চক্র বা দুঃসময়, ضَيْفٌ-এবং এমন এক মেহমান, وَطْؤُه-যার চলা, حَفِيْفٌ- ধীর পদবিক্ষেপিত, وَضَالَّتُه-তার হারানো সম্পদ হলো, رَغِيْفٌ-একখানা রুটি, وَجَارٌ-এবং এমন প্রতিবেশী, يَسْتَعْدِىْ-সে সাহায্য চায়, عَلَى الْجُوْعِ ক্ষুধায়, وَالْجَيْبُ الْمَرْقُوْعُ-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পোশাক, وَغَرِيْبٌ-এবং এমন অপরিচিত ব্যক্তি, اُوْقِدَتِ-জ্বালানো হয়েছে, اَلنَّارُ-আগুন, عَلٰى سَفَرِه-তার ভ্রমণ পথে, نَبَحَ-ঘেউ ঘেউ করেছে, الْعُوَاءُ-চিৎকারকারী কুকুর, عَلٰى اَثَرِه-পার পেছনে পেছনে, وَنَبَذَتْ-আর নিক্ষেপ করা হয়েছে, خَلْفَه-তার পেছন দিক হতে الْحَصَيَاتُ-কুঁচিসমূহ, وَكَنَسَتْ-এবং ঝাড়ু দেয়া হয়েছে, بَعْدَه-তার গৃহত্যাগ করার পরে, الْفَرْصَاتُ-আঙ্গিনাসমূহে, فَنَضُوْهُ-তার চলার গতি, طَلَيَحَ-দুর্বল হয়ে গেছে, وَعِيْشُه-এবং তার জীবিকা, تِبْرِيْحٌ-কঠিন হয়ে পড়েছে, وَمَنْ دَوَّنَ فَرَخَيْهِ-আর সন্তান-সন্ততির থেকে দূরে রয়েছে, فَيْحٌ مَهَامَه-প্রশস্ত বিস্তীর্ণ হা-হুতাশ।

প্রশ্ন-২০ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

قَالَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ فَقَبَضْتُ مِنْ كِيْسِيْ قَبْضَةَ اللَّيْثِ وَبَعَثْتُهَا اِلَيْهِ وَقُلْتُ زِدْنَا سُؤَالًا نَزِدْكَ نَوَالًا فَقَالَ مَاعُرِضَ عُرْفُ الْعُوْدِ عَلٰى أَحَرَّ مِنْ نَارِ الْجُوْدِ وَلَا لُقِيَ وَفْدُ الْبِرِّ بِاَحْسَنَ مِنْ بَرِيْدِ الشُّكْرِ وَمَنْ مَلَكَ الْفَضْلَ فَلْيُوَاسِ يَذْهَبِ الْعُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ النَّاسِ وَاَمَّا اَنْتَ فَحَقَّقَ اللهُ اٰمَالَكَ وَجَعَلَ الْيَدَ الْعُلْيَا لَكَ.

[শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : উৎস : একথা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য অংশটুকু বিখ্যাত লেখক বদিউয্যামান আল-হামাযানি বিরচিত «اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ» থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ অংশে ঈসা ইবনে হিশাম দরজায় করাঘাতকারীকে সাহায্য প্রদান করার পর তাদের উভয়ের মাঝে যা সংঘটিত হয়েছিল তা বর্ণনা করেছে।

অনুবাদ : ঈসা ইবনে হিশাম বলেন, (আগন্তুক ব্যক্তির পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলো শুনে) আমি আমার টাকার থলি হতে সিংহের থাবার মতো একমুষ্ঠি টাকা নিলাম অর্থাৎ, পুরোপুরি থাবা-ভর্তি একমুঠো টাকা হাতে তুলে নিলাম। এরপর তা তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম, তুমি আমাদের কাছে আরো চাও আমরা তোমাকে আরো অধিক দানে ভূষিত করবো।

অতঃপর আগন্তুক বললো, বংশগত যশ-গৌরব আমার নিকট দান-দক্ষিণার অনল অপেক্ষা অধিক দহনকারী কিছু নেই। অর্থাৎ, আমাকে দান করলে আমি যতটা বিদগ্ধ হই বংশীয় সুনাম-সুখ্যাতিতে ততটা হই না, যেমনটি সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এমন কোনো কল্যাণ বাহকের সাক্ষাত মিলে না যে কৃতজ্ঞতার ফেরিওয়ালার চেয়ে উত্তম।

যারা আল্লাহর ব্যাপারে বলে (আমি দোয়া করি) আল্লাহ তায়ালা আপনার মনের সব বাসনা বাস্তবায়িত করুন এবং সদা-সর্বদা আপনার জন্যে উঁচু হাত স্থায়ী করুন তথা আল্লাহ আপনাকে দানশীল করুন।

মন্তব্য : কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করে। কখনো সে ধনীদের পোশাকে আবার কখনো দরিদ্রদের পোশাকে আবির্ভূত হয়। কখনো জ্ঞানীদের পোশাকে আবার কখনো অজ্ঞ-মূর্খদের পোশাকে প্রকাশিত হয়। আবুল ফাতাহ ইসকান্দারি ওদেরই একজন।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ-বললো, عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ -ঈসা ইবনে হিশাম, فَقَبَضْتُ-অতঃপর আমি এক মুঠো নিলাম, مِنْ كِيْسِيْ-আমার থলে হতে, قَبْضَةَ اللَّيْثِ-সিংহের থাবার ন্যায় এক থাবা, বজ্র, মুষ্ঠি, وَبَعَثْتُهَا-এবং উহা পাঠিয়ে দিলাম, اِلَيْهِ-তার কাছে, وقُلْتُ-এবং বললাম, زِدْنَا-আমাদের কাছে বৃদ্ধি কর, سُؤَالًا-দাবি, চাওয়া, نَزِدْكَ نَوَالًا-তাহলে আমরা তোমাকে আরো অধিক প্রদান কর।

فَقَالَ-অতঃপর সে বললো, مَاعَرْضٌ-সম্মান নয়, عَرْفُ الْعُوْدِ-অভিজাত কাঠের সুগন্ধি তথা বংশগত সুনাম, عَلَيَّ-আমার কাছে, اَحَرَّ-অধিক দহনকারী, مِنْ نَارِ الْجُوْدِ-দানের আগুনের চেয়ে, وَلَالَقِيَ-এবং সাক্ষাত মিনে না, وَفْدَ الْبِرِّ-দানের বাহকের, بِاَحْسَنَ-অধিক উত্তম, مِنْ بَرِيْدِ الشُّكْرِ-কতজ্ঞতার ফেরিওয়ালার চেয়ে, وَمَنْ-আর যে ব্যক্তি, مَلَكَ-অধিকারী হয়েছে, الْفَضْلَ-অনুগ্রহীত ধন-সম্পদের, فَلْيُوَاسِ-সে যেন সহানুভূতি প্রদর্শন করে, يَذْهَبُ -তবেই যাবে, অর্থাৎ, ছড়িয়ে পড়বে, الْعَرْفُ-এর যশোখ্যাতি, بَيْنَ اللهِ-আল্লাহর কাছে, وَالنَّاسِ-এবং মানুষের মাঝে, وَاَمَّا اَنْتَ-আর আপনি এমন ব্যক্তি, فَحَقَّقَ-বাস্তবায়িত করুক, اللهُ-আল্লাহ তায়ালা, اَمَالَكَ-আপনার সব আশা আকাঙ্ক্ষা, وَجَعَلَ-আর করুক, الْيَدَ الْعُلْيَا-উঁচু হাত তথা দানের হাত, لَكَ-আপনার জন্য।

প্রশ্ন-২১ : নিম্নোক্ত আরবি ইবারতের অনুবাদ করুন :

قَالَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ فَفَتَحْنَا لَهُ الْبَابَ وَقُلْنَا اُدْخُلْ فَاِذَ هُوَ وَاللهِ شَيْخُنَا اَبُوْ الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ : يَا اَبَا الْفَتْحِ شَدَّ مَا بَلَغتْ مِنْكَ الْخَصَاصَةُ وَهَذَا الزِّيُّ خاصَّةٌ فَتَبَسَّمَ وَأَنْشَاَ يَقُوْلُ :

١. لَايَغُرَّنَّكَ الَّذِيْ * اَنَا فِيْهِ مِنَ الطَّلَبِ

٢. اَنَا فِيْ ثَرْوَةٍ تَشِيْقُ * لَهَا بَرْدَةُ الطَّرْبِ

٣. اَنَا لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ * سُقُوْفًا مِنَ الذَّهَبِ.

উত্তর : উৎস : এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য অংশটুকু বিখ্যাত লেখক বদিউয্যামান আল-হামাদানি বিরচিত الْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ অংশে ঈসা ইবনে হিশাম দরজায় করাঘাতকারীকে সাহায্য প্রদান করার পর তাদের উভয়ের মাঝে যা সংঘটিত হয়েছিল তা বর্ণনা করেছে।

অনুবাদ : ঈসা ইবনে হিশাম বলেন, অতঃপর আমি তার দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে প্রবেশ করতে বললাম। প্রবেশ করার পর দেখলাম, এ তো আমাদের শায়খ আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারি। অতঃপর তাকে বললাম, হে আবুল ফাতাহ! তোমার পুরাতন পোশাকাদি তোমার প্রকট অভাবের ওপর প্রমাণ বহন করেছে। ঈসা ইবনে হিশামের কথা শুনে আবুল ফাতাহ মুচকি হেসে দিল এবং কবিতার কয়েকটি পংক্তি বলতে আরম্ভ করলো যার অর্থ দাঁড়ায়-

হে ঈসা! তুমি আমার অধিক হাতপাতা ও মন্দ অবস্থার বর্ণনা শুনে প্রতারিত হয়ো না। মূলতঃ আমি দরিদ্রও নই অভাবীও নই; বরং আমি ধনী, আমি আমার অধিক ধন-দৌলতের ফলে আনন্দে নাচতে থাকি। এমনকি যে চাদর পরে আমি নাচি তা নাচতে নাচতে ছিঁড়ে যায়। আমি যদি চাইতাম তাহলে এমন এক সুন্দর ঘর তৈরি করতে পারতাম যার ছাদ হতো সোনার।

মন্তব্য : কোনো কোনো লোক সম্পদ অর্জনের উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করে।

২. পদ্যাংশের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

[২টি অংশ দেয়া থাকবে : ১টির আরবিতে ব্যাখ্যা লিখতে হবে- ৫×১ = ৫]

مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرْ سَعِيْدٍ لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ

পোর্ট সাইদ বালিকা বিদ্যালয়- কবি হাফেজ ইবরাহিম

প্রশ্ন-১ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

لَهْفِيْ عَلَيكِ مَتَى أَرَاكِ طَلِيْقَةً * يَحْمِيْ كَرِيْمَ حِمَاكِ شَعْبٌ رَاقِيْ

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ السُّوَالِ مَأْخُوْذٌ مِنَ الْعُنْوَانِ ذِيْ الشَّأْنِ وَالْبَيَانِ الْمُسَمّٰى بِـ«مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِلشَّاعِرِ النَّبِيْلِ حَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ الْمِصْرِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ اَظْهَرَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ حُزْنَهٗ عَلَى الْاَحْوَالِ السَّيِّئَةِ وَالْبِيْئَةِ الْعَجِيْبَةِ لِوَطَنِهٖ وَتَمَنّٰى لَهٗ اَجْيَالًا رَاقِيَةً فَاضِلَةً اَلَّذِيْنَ يَسُوْقُوْنَ الْوَطَنَ اِلَى الْعُرُوْجِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ النَّبِيْلُ خِطَابًا لِوَطَنِهِ الْعَزِيْزِ يَا مِصْرُ عَلَيْكَ حَسْرَتِيْ وَتَأَسُّفِيْ فَاِنَّكَ تُعَانِيْ اَلْاٰنَ مَشَاكِلَ مُخْتَلِفَةً وَصُعُوْبَاتٍ شَتّٰى، فَمَتٰى اَرَاكَ وَطَنًا مُسْتَقِلًّا وَبِلَادًا سَالِمًا وَاَحْوَالَ سُكَّانِكَ جَيِّدَةً وَخُلُقَهُمْ فَاضِلَةً شَرِيْفَةً وَوُجُوْهَهُم مُسْتَبْشِرَةً وَمُشْرِقَةً وَمَتٰى اَجِدُ اَجْيَالَكَ رَاقِيَةً وَذَا شَرَفٍ وَحَسَبٍ وَذَا خَصْلَةٍ حَسَنَةٍ وَيَحْفَظُوْنَ اَرْضَكَ الطَّيِّبَةَ حُمَاةً حُفَّاظًا عنِ الْاَعْدَاءِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ وَيَحْصُلُ الْوَطَنُ الْاَمَانَ الْكَامِلَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

اَلْحَاصِلُ : قَدْ عَلِمْنَا بِما ذَكَرْنَا اَنَّهٗ يَجِبُ لِكُلِّ مَوَاطِنٍ اَنْ يَّتَمَنّٰى تَقَدُّمَ الْوَطَنِ وَتَطَوُّرَهٗ كَيْ يَقْدِرَ عَلٰى اَنْ يَّعِيْشُوْا عِيْشَةً رَاضِيَةً وَيَحْفَظُوْا الْوَطَنَ عَنْ كُلِّ الْاَعْدَاءِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ.

উত্তরঃ উৎস : আলোচ্য পংক্তিটি হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহিম বিরচিত 'مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ' নামক কবিতা হতে সংকলিত। বুর সাঈদ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় কবি মাদ্‌রাসার সাহায্যার্থে এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে তার মাতৃভূমি মিশরের প্রতি স্বীয় ভালবাসার উল্লেখ পূর্বক স্বদেশের দুরবস্থায় আত্ম-বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষণ : এ ছত্রে কবি স্বীয় মনে বহনকৃত স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় পাঠক ও দেশপ্রেমিকদের সম্বোধন করে বলেন, তারা যেন নিজেরা স্বদেশের জন্য ওঠে পড়ে লাগার জন্য উৎসাহিত হন। অতঃপর কবি বলেন- হে মিশর! তোমার ওপর আমার দুঃখ, তুমি এখন বিভিন্ন সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত, কবে তোমাকে উন্নত একটি দেশ হিসেবে আমি দেখতে পাব। কবে তোমার অধিবাসীদের উত্তম অবস্থায় এবং তাদের চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পাবো- এ অপেক্ষায় আছি। কবে তোমার জাতিকে মর্যাদাবান, সম্মানিত ও গৌরববান্বিত দেখতে পাবো- যারা তোমার পবিত্র ভূমিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু থেকে রক্ষা করবে।

উপসংহার : মিশরের অতীত গৌরব বিলুপ্তিতে অনুশোচনার প্রকাশ এবং দেশপ্রেমিক বীর মুজাহিদদের প্রশংসা। আর প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য স্বদেশ ও স্বদেশীর ব্যথায় এরূপ ব্যথিত হওয়া।

প্রশ্ন-২ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

مَا الْبَابِلِيَّةُ فِيْ صَفَاءِ مِزَاجِهَا * وَالشُّرْبُ بَيْنَ تَنَافُسٍ وَسِبَاقِ.

اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ الْمَرْسُوْمُ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ«مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظ اِبْرَاهِيْمَ اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِاِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : قَدْ فَضَّلَ الشَّاعِرُ فِيْهِ الْاَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ عَلَى الْخَمْرِ الْبَابِلِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ اَخْلَصُ الْخَمْرِ فِيْ مَمَالِكِ الْعَرَبِ وَاَلَذُّهَا.

اَلتَّشْرِيْحُ : رَفَعَ الشَّاعِرُ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فَضِيْلَةَ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيْمَةِ صَفَاءً عَلَى الْخَمْرِ الْبَابِلِيَّةِ الْمَصَفّٰى فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ الْبَابِلِيَّةَ الصَّافِيَةَ الْمَمْزُوْجَةَ مِنْ اَشْيَاءَ طَيِّبَةٍ حِيْنَمَا يَتَنَافَسُ الشَّارِبُوْنَ فِيْ شُرْبِهَا وَيَتَسَابَقُوْنَ فِيْ تَنَاوُلِهَا هٰذَا لَيْسَ بِاَلَذَّ يُمْنٰى وَاَحْسَنَ مِنْ خُلُقٍ كَرِيْمٍ.

اَلْحَاصِلُ : فَلَا شَيْءَ اَخْلَصُ وَاَحْسَنُ مِنَ الْاَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَهِيَ اَثْمَنُ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُزَيَّنُ بِهَا الْمَرْءُ بَيْنَ النَّاسِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পংক্তিটি হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহিম বিরচিত 'مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ' নামক কবিতা হতে সংকলিত। বুর সাঈদ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় কবি মাদ্‌রাসার সাহায্যার্থে এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রসঙ্গ : কবি এ কবিতাংশে উত্তম চরিত্রকে বেবিলনের ঐ মদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন যা আরব সাম্রাজ্যে অতি খাঁটি ও সুস্বাদু বলে বিবেচ্য।

বিশ্লেষণ : আলোচ্য পংক্তিতে কবি স্বচ্ছতার দিক বিচারে বেবিলনীয় মদের ওপর উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। অতঃপর কবি বলেন, উত্তম জিনিস দ্বারা প্রস্তুতকৃত স্বচ্ছ বেবিলনীয় মদ যখন পানকারীরা তা পান করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তা আদৌ উত্তম চরিত্র হতে অধিক সুস্বাদু তথা উত্তম নয়।

উপসংহার : মদের মধ্যে উপকার ও অপকার উভয়টাই নিহিত রয়েছে; কিন্তু উত্তম চরিত্র সদা সর্বদা মানুষের উপকার করে কখনো অপকার করে না।

প্রশ্ন-৩ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَالعِلْمُ إِن لَم تَكْتَنِفْهُ شَمَائِلُ * تُعْلِيْهِ كَانَ مَطِيَّةَ الإِخْفَاقِ

اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ الْمَرْسُوْمُ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ«مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظ اِبْرَاهِيْمَ اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِاِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَلْعِلْمُ نُوْرٌ وَاَفْضَلُ الْعِنَايَةِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى اِلٰى عِبَادِهٖ لٰكِنْ ذَكَرَ الشَّاعِرُ اَنَّ الْعِلْمَ بِدُوْنِ شِيْمَةِ الْكَرِيْمَةِ وَاَخْلَاقِ الْحَمِيْدَةِ لَمْ يَكُنْ مُفِيْدَةً لِاَحَدٍ قَطُّ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَتَوَجَّهُ الشَّاعِرُ اِلٰى بَيَانِ كَيْفَ يَكُوْنُ الْعِلْمُ مُفِيْدًا وَعَمَّ تَأْثِيْرُ فِي النَّاسِ وَعَزَّ صَاحِبُه فِيْ الْاِجْتِمَاعِ، فَقَالَ : بِاَنَّ حُصُوْلَ الْعِلْمِ يَسِيْرٌ وَلٰكِنَّ تَحَفُّظَهٗ عَسِيْرٌ؛ لِاَنَّ الْعِلْمَ اِنْ لَمْ تَحْفَظْهُ بِالشَّمَائِلِ الْمَحْمُوْدَةِ وَالْاَخْلَاقِ الشَّرِيْفَةِ الَّتِيْ تُعْلِيْه اِلٰى الْمَجْدِ وَالْكَرَامَةِ لَمْ يَكُنْ مُفِيْدًا لَهٗ وَلَهُمْ بَلْ هُوَ ثِقْلٌ عَلَيْهِ لَايَثْمُرُ لَهٗ حَمْلُهٗ شَيْئًا اِلَى الْاَبَدِ بَلْ هُوَ خَيْبَةُ السَّعْيِ فَقَطْ.

اَلْحَاصِلُ : اَلْعِلْمُ لَا يُفِيْدُ النَّاسَ اِلَّا بِاِصْلَاحِ الْخُلُقِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে কবি উল্লেখ করেছেন, সৎ ও প্রশংসনীয় চরিত্র ব্যতীত শিক্ষা কারো জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

বিশ্লেষণ : কবি এখানে এ কথা বর্ণনার প্রয়াস চালিয়েছেন যে, ইলম বা বিদ্যা কিভাবে সবার জন্যে উপকারী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, আর কিভাবে এর সুদৃঢ় প্রভাব লোক সমাজে বিস্তার লাভ করবে এবং কিভাবে স্বয়ং সে বিদ্যার মালিক তথা বিদ্বান ব্যক্তি জনসমাজে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেতে পারে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদ্যা অর্জন করা একটি অতি সহজ ব্যাপার, কিন্তু তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করাই বড় কঠিন। কেননা, যদি তুমি বিদ্যাকে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দানকারী সৎ স্বভাব ও প্রশংসনীয় চরিত্র দ্বারা সুসংহত ও হেফাজত না কর, তাহলে বিদ্যা তোমার এবং সমাজবাসীর জন্যে কোনো কল্যাণ ও অগ্রগামিতা বয়ে আনবে না বা আনতে পারে না। আর এভাবে চরিত্রহীন হয়ে এ বিদ্যার ভার বহন তার জন্যে ভবিষ্যতেও কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না; বরং সে বৃথা চেষ্টায় জীবন কাটাল মাত্র।

উপসংহার : চরিত্র সংশোধন ব্যতীত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা মানুষ কখনও উপকৃত হতে পারে না।

প্রশ্ন-৪ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

لَا تَحْسَبَنَّ الْعِلْمَ يَنْفَعُ وَحْدَهٗ * مَا لَمْ يَتَوَّجْ رَبُّهٗ بِخَلَاقِ

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ الْمَرْسُوْمَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ «مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِاِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَلْعِلْمُ نُوْرٌ وَاَفْضَلُ الْعِنَايَةِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلٰى عِبَادِهٖ لٰكِنَّ ذَكَرَ الشَّاعِرُ اَنَّ الْعِلْمَ بِدُوْنِ الشِّيْمَةِ الْكَرِيْمَةِ وَالْاَخْلَاقِ الْحَمِيْدَةِ لَمْ يَكُنْ مُفِيْدَةً لِاَحَدٍ قَطُّ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يُبَيِّنُ الشَّاعِرُ مُخَاطَبًا اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ لَا تَحْسَبَنَّ الْعِلْمَ بَعْدَ الْحُصُوْلِ عَلَيْهِ اَنَّهٗ يُفِيْدُكَ فِيْ اَنْحَاءِ حَيَاتِكَ، وَيَكُوْنُ ذَرِيْعَةَ الشَّرَافَةِ وَالْكَرَامَةِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، لَا يُمْكِنُ هٰذَا اِلٰى اَنْ تَحَفَّظْتَ الْعِلْمَ الْمَحْصُوْلَ بِالْاَخْلَاقِ الْحَمِيْدَةِ وَتَزَيَّنْتَهٗ بِالشِّيَمِ الْفَاضِلَةِ، لِاَنَّهٗ لَهٗ صِلَةٌ اِلٰى طِبَاعِ النَّاسِ، فَاَصْلِحْهُ، فَيَكُوْنُ الْعِلْمُ مُفِيْدًا فِيْ اَنْحَاءِ حَيَاتِكَ.

اَلْحَاصِلُ : اَلْعِلْمُ لَا يُفِيْدُ النَّاسَ اِلَّا بِاِصْلَاحِ الْخُلُقِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ» কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি আলোচ্য শ্লোকে উল্লেখ করেছেন, সৎ ও প্রশংসনীয় চরিত্র ব্যতীত শিক্ষা কারো জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

বিশ্লেষণ : কবি প্রতিটি মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন, ইলম বা বিদ্যা অর্জন করে নেয়ার সাথে সাথে তুমি এ কথা কখনো ভাববে না যে, অর্জিত বিদ্যা তোমার জন্যে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে উপকারী হবে, এবং এ বিদ্যা তোমার জন্যে জনসমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্তির কারণ হবে। এটা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না তুমি অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যাকে সৎচরিত্র দ্বারা সুসংহত না করবে। কেননা, বিদ্যা বা শিক্ষা মানুষের চরিত্রের সাথে একটা সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই সেটাকেও বিশুদ্ধ করে নিতে হবে, তাহলে শিক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনবে।

উপসংহার : চরিত্র সংশোধন ব্যতীত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা মানুষ কখনো উপকৃত হতে পারে না।

প্রশ্ন-৫ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَفَقِيْهٍ قَوْمٍ ظَلَّ يَرْصُدُ فِقْهَهُ * لِمَكِيْدَةٍ أَوْ مُسْتَحَلِّ طَلَاقِ.

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ الْمَرْسُوْمُ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ «مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِإِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : ذَكَرَ الشَّاعِرُ فِيْهِ عَنِ الْخِصَالِ الْمَذْمُوْمَةِ وَالْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَذُمُّ الشَّاعِرُ فِيْهِ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ لَا يَسْتَعْمِلُوْنَ فِقْهَهُمْ لِخِدْمَةِ النَّاسِ وَالْمُجْتَمَعِ وَلَا يُعَالِجُوْا بِهٖ مَشَاكِلَ النَّاسِ بَلْ يَسْتَعْمِلُوْنَهٗ مَرْصَدًا لِخِدَاعِ النَّاسِ بِالْفَتَاوَى الْفَاسِدَةِ، وَيَسْتَعْمِلُوْنَهٗ لِتَحْلِيْلِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ وَلِكُلِّ اَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فِيْ الطَّرِيْقِ لَابِسِيْنَ لِبَاسَ الْاِسْلَامِ وَيَلْبَسُوْنَ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ عَمَائِمَ طَوِيْلَةً مُرْتَفِعَةً تَرٰى مِنَ الْبَعِيْدِ كَالْبَيْتِ الْبُرْجِ وَالرَّفِيْعِ وَلٰكِنَّهَا وُضِعَتْ عَلٰى رِجَالِهِمْ فِيْ الْوَاقِعِ هُمْ مُنَافِقُوْنَ عَمَلًا وَفِعْلًا وَهُمْ يُظْهِرُوْنَ الْاِسْلَامَ وَفِيْ بَاطِنِهِمْ خِلَافُ ذٰلِكَ وَتَدُلُّ اَلْسِنَتُهُمْ اَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ حَقِيْقَةً وَلٰكِنَّهُمْ فِيْ حَقِيْقَةِ الْاَمْرِ مُنَافِقُوْنَ قَدْ غَطَّتِ الْعَمَائِمُ نِفَاقَهُمْ وَخِدَاعَهُمْ.

اَلْحَاصِلُ : بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَشْغُوْلُوْنَ فِيْ حُصُوْلِ الْاَمْوَالِ وَلِذٰلِكَ يَخْتَارُوْنَ الطَّرِيْقَةَ الْفَاسِدَةَ وَالْبَاطِلَةَ وَيَتْرُكُوْنَ حَقِيْقَةَ الْاِسْلَامِ وَهٰذَا لَا يَجُوْزُ لَهُمْ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পংক্তিটি হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহিম বিরচিত «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ» নামক কবিতা হতে সংকলিত। বুর সাঈদ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় কবি মাদ্‌রাসার সাহায্যার্থে এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে কিছু সংখ্যক ফকিহের খারাপ স্বভাব ও কু-কর্মের কথা উল্লেখ করেন।

বিশ্লেষণ : কবি এখানে কিছু সংখ্যক ফকিহের নিন্দা করে বলেন, বর্তমান যুগে এমন অনেক ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ রয়েছেন যারা তাদের ফিক্‌হশাস্ত্রকে মানুষ তথা সমাজের খেদমতের জন্য ব্যবহার

করে না এবং এর দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান করে না; বরং এর সাহায্যে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে তাদের অবান্তর ফতুয়া দ্বারা। তারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে হালাল করার জন্য ব্যবহার করে এবং সকল অবৈধ কাজকে হালাল করার জন্য ব্যবহার করে।

তারা ইসলামি পোশাক পরিধান করে রাস্তায় চলা-ফেরা করে এবং তাদের মাথায় এমন লম্বা ও সুউচ্চ পাগড়ি পরিধান করে, দূর থেকে উচ্চ ঘরের মত মনে হয়। কিন্তু এ পাগড়িগুলো এমন লোকের মাথায় রাখা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারা হলো মুনাফিক, তারা ইসলামকে মুখে প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রমাণ করে যে, তারা প্রকৃত মুসলমান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা হলো কপট, পাগড়ির প্যাঁচে তাদের কপটতা ও ধোঁকা লুকিয়ে রয়েছে।

উপসংহার : কতিপয় ফকিহ সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। তাই তারা অবৈধ পন্থা বেছে নিয়েছে এবং প্রকৃত ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছে অথচ এটা তাদের জন্য বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৬ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ.

اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ الْمَرْسُوْمَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ«مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِاِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : حَثَّ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ حَافِظُ اِبرَاهِيْمَ هُنَا الْأُمَّةَ الْمُسْلِمَةَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْبَنَاتِ وَتَرْبِيَتِهَا مَعَ ذِكْرِ خَدَمَاتِ الْأُمَّهَاتِ فِيْ هٰذَا الْمَجَالِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : بِنْتُ الْيَوْمَ يَصِيْرُ أُمًّا فِي الْمُستَقْبلِ، فَالْاَوْلَادُ يَأْخُذُوْنَ جَمِيْعَ الْاٰدَابِ وَالْاَخْلَاقِ مِنْ اُمَّهَاتِهِمْ وَمِنْ هٰذِهِ النَّاحِيَةِ تَصِيْرُ الْأُمُّ مَدْرَسَةً لِلْاَوْلَادِ فَهٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْاُمُوْمِيَّةُ تَكُوْنُ مُستَفَادَةً اِذَا كَانَتِ الْأُمُّ صَالِحَةً عَالِمَةً مُعِدَّةً وَمُسْتَعِدَّةً نَفْسَهَا مِنْ قَبْلُ لِلْأُمَّةِ فَهِيَ تُرَبِّيْ اَوْلَادَهَا تَرْبِيَةً حَسَنَةً فَالشَّيْءُ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ هُوَ تَصْلِيْحُ الْبِنْتِ اِذَا صَلُحَتِ الْبِنْتُ صَلُحَتِ الْأُسْرَةُ اِذَا صَلُحَتِ الْأُسْرَةُ صَلُحَ الشَّعْبُ فَصَلَاحِيَّةُ الشَّعْبِ مَوْقُوْفَةٌ عَلٰى صَلَاحِيَّةِ الْبِنْتِ.

اَلْحَاصِلُ : حِضْنُ الْأُمَّهَاتِ مَدْرَسَةٌ لِلْاَوْلَادِ فَلِمَنْ لَهُ اُمٌّ ذُوْ عِلْمٍ وَاَخْلَاقٍ حَسَنَةٍ يَكُنْ شَعْبًا صَالِحًا حَسَنًا.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدَ» কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। কেননা নারী হলো সন্তানদের প্রথম বিদ্যালয়।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, বিদ্যালয় যেমন তার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের শিক্ষিত ও ভদ্র বানায়, তদ্রূপ মা তার শিশুদের লালনপালন করে, তাদের শিক্ষিত বানায় ও ভদ্র বানায়। তাই মা বিদ্যালয়ের মতো। যদি তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত হন, তাহলে তিনি একটি জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করতে পারেন।

উপসংহার : তাই আমাদের উচিত নারীশিক্ষা ও তাদেরকে সভ্য-ভদ্র করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া, যাতে তারা তাদের শিশুদের প্রকৃত শিক্ষিকা হতে পারেন।

প্রশ্ন-৭ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

كَمْ ذَايُكَابِدُ عَاشِقٌ وَيُلَاقِيْ * فِيْ حُبِّ مِصْرَ كَثِيْرٌ وَالْعُشَّاقُ

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ الْمَرْسُوْمَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ الْمُسَمّٰى بِـ«مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْشَدَهَا الشَّاعِرُ فِيْ حَفْلِ مَدْرَسَةِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ لِاِعَانَةِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : ظَهَرَ فِيْهِ الشَّاعِرُ لَهْفَتَهُ وَحَسَرَتِهِ عَلَى الْحَالَةِ الْبَيِّنَةِ لِوَطْنِهِ مِصْرَ مَعَ ذِكْرِ حُبِّهِ لَهُ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ حَافِظَ اِبْرَاهِيْمَ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ تَاْثِيْرَ حُبِّ الْوَطَنِ فِيْ قُلُوْبِ الْمُوَاطِنِ خَاصَّةً حُبَّ عاشِقِيْ مِصْرَ اِلَيْهَا، اَنَّهُ قَالَ كَثِيْرٌ مِنْ مُوَاطِنِ مِصْرَ يُقَابِلُوْنَ الْأَلَمَ وَالْاَذٰى فِيْ عِشْقِ مِصْرَ وَيَحْمِلُوْنَ الْمَشَقَّاتِ فِيْ حُبِّهَا؛ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اَيْدِى اللَّائِمِيْنَ الْحَاقِدِيْنَ وَهِيَ كَانَتْ مَطْرُوْحَةً وَهٰذِهِ الْحَالَةُ تُؤْذِ الْمُوَاطِنَ وَالشَّاعِرَ اَشَدَّ مِنَ الَّذِيْ يُحْمِحِمُ فِي الْمَشَقَّاتِ لِمَحَبَّةِ وَطْنِهِ مِصْرَ.

اَلْحَاصِلُ : اِظْهَارُ الْحَسَرَةِ لِفَوْتِ الْمَجْدِ وَتَمْدِيْحِ لِلرِّجَالِ الْمُجَاهِدِيْنَ لِبِلَادِ مِصْرَ، وَهٰذَا يَنْبَغِيْ لِكُلِّ مُوَاطِنٍ اَنْ يَّتَاَلَّمَ بِاَلَمِ الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে তার মাতৃভূমি মিশরের প্রতি স্বীয় ভালোবাসার উল্লেখ পূর্বক স্বদেশের দুরবস্থা, আত্ম-বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষণ : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে কবি হাফেজ ইবরাহিম দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের প্রভাব বর্ণনার ইচ্ছা করেন। বিশেষ করে মিশরের প্রতি তাঁর প্রেমিকদের প্রেমের প্রভাব। তিনি বলেন, অসংখ্য দেশপ্রেমিক মিশরের প্রেমে অনেক দুঃখ যাতনার মোকাবেলা করছে এবং উহার প্রেমে অনেক কষ্ট বহন করে যাচ্ছে। কারণ, তখন মিশর ছিল হিংসুটে ছোট লোকদের শাসনাধীন। আর এটা ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। এ অবস্থা দেশবাসীকে দারুণ কষ্ট দিত। কবি তাদেরই একজন, যারা স্বীয় মাতৃভূমি মিশরের প্রেমে যাতনার সমুদ্রে প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছেন।

উপসংহার : মিশরের অতীত বিলুপ্তিতে অনুশোচনার প্রকাশ এবং দেশপ্রেমিক বী মুহাজিদের প্রশংসা। আর প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য স্বদেশ ও স্বদেশীর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া।

প্রশ্ন-৮ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

إِنِّيْ لَأَحْمِلُ فِيْ هَوَاكَ صَبَابَةً * يَا مِصْرُ قَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْأَطْوَاقِ.

[হে মিশর! আমি তোমার প্রেম-ভালোবাসায় এমন নিদারুণ বিরহ জ্বালা বহন করছি যা বহন করা আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।]

اَلْإِجَابَةُ: اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ «مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَظْهَرَ فِيْهِ الشَّاعِرُ حَسْرَتَهُ عَلَى الْحَالَةِ السَّيِّئَةِ لِوَطْنِهِ مِصْرَ مَعَ ذِكْرِ حُبِّهِ لَهُ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ عَنْ تَضْحِيَةِ الصَّبَابَةِ وَالْحُبِّ لِلْوَطْنِ وَاَظْهَرَ اَنَّهُ قَدْ لَبِسَ اَلْوَانًا مِنْ حُبِّ الْوَطْنِ وَالصَّبَابَةِ وَتَحَمَّلَ الْاَحْزَانَ وَالصَّبَابَةَ فِيْ مُخْتَلِفِ الْاَوْقَاتِ وَالْاَزْمَانِ، لِاَنَّ مِصْرَ كَانَتْ تَنْتَظِرُ التَّحَرُّرَ مِنَ الْقُيُوْدِ الرَّقِيَّةِ وَالْحُدُوْدَ الْخَبِيْثَةِ مِنْذُ اَيَّامٍ فَاِنَّهُ قَالَ يَا مِصْرُ اَنَا اُحِبُّكَ كَثِيْرًا.

وَأَتَحَمَّلُ فِيْ حُبِّكَ اَنْوَاعًا مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْمَتَاعِبِ ـ فَلَا اَسْتَطِيْعُ الْاٰنَ اَنْ اَتَحَمَّلَهَا لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ اسْتِطَاعَتِيْ وَطَاقَتِي.

اَلْحَاصِلُ : يَنْبَغِيْ لِكُلِّ مُوَاطِنٍ اَنْ يَظْهِرَ الْحَسْرَةَ لِفَوْتِ الْمَجْدِ وَيَمْدَحَ لِلرِّجَالِ الْمُجَاهِدِيْنَ لِبِلَادِ مِصْرَ وَيَتَاَلَّمَ بِاَلَمِ الْوَطْنِ وَالْمَوَاطِنِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে তার মাতৃভূমি মিসরের প্রতি স্বীয় ভালোবাসার উল্লেখপূর্বক স্বদেশের দূরবস্থায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষণ : এ লাইনে কবি স্বদেশের জন্যে উৎসর্গিত প্রেম ও অনুরাগের কথা বলেছেন এবং তিনি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি স্বদেশের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছেদ বেদনার বোঝা বয়ে স্বদেশপ্রেমের অনেক রঙের পোশাক পরিধান করেছেন। কেননা, মিশর অনেক দিন ধরে বাধা বন্ধন এবং নিকৃষ্ট সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির অপেক্ষা করে আসছে। হে মিসর! আমি তোমাকে অত্যধিক ভালোবাসি এবং তোমার প্রেমে নানা রকম দুঃখ-বেদনা সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু এখন ঐসব ব্যথা-বেদনা আর সইতে পারছি না। কেননা, তা আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে।

উপসংহার : প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য অতীত গৌরব বিলুপ্তিতে অনুশোচনা এবং দেশপ্রেমিক বীর মুজাহিদদের প্রশংসা করা। আর স্বদেশ ও স্বদেশীর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া।

প্রশ্ন-৯ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَالْمَالُ اِنْ لَمْ تَدَّخِرْهُ مُحْصَنًا * بِالعِلْمِ كَانَ نِهَايَةَ الْاِمْلَاقِ.

[আর সম্পদ যদি তুমি বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সঞ্চিত না কর, তাহলে তার শেষ পরিণাম হবে দারিদ্র্যতা।]

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ «مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ فِيْهِ الشَّاعِرُ بِاَنَّ الْمَالِ اِنْ لَمْ يحص بالعلم كان سببه الفقر.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَدْ بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامَ فِى هٰذَا الْبَيْتِ عَنْ حِفْظِ الْاَمْوَالِ الَّتِىْ قَدْ تَؤَدِّي بِالنَّاسِ اِلَى الْهَلَاكِ وَالْخُسْرَانِ اِنْ لَمْ تَحْفَظْ بِالْعِلْمِ لِاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى قَدْ اَشَارَ اِلٰى أَنَّ الْاَمْوَالَ وَالْاَوْلَادَ فِتْنَةٌ وَمِنَ الْوَاضِحِ اَنَّ هٰذَا الْاَمْوَالَ وَالْاَوْلَادَ تَكُوْنُ فِتْنَةً حِيْنَ تُكْسِبُ وَتُصَانَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ حَرَامًا كَانَ اَوْ حَلَالًا فَلَا قِيْمَةَ لِلْمَالِ اِلَّا اَنْ يُحْصَنَ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، اَيُّهَا الْاَخُ! اِنْ جَمَعْتَ الْمَالَ وَلَا يُرَاعِيْهِ الْعِلْمَ وَلَايَصُوْنُهُ الْعَقْلُ يَعْنِىْ اِنَّكَ اَنْ كُنْتَ ذَامَالَ وَثَرْوَةٍ وَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ يُعْتَبَرُ غَنَاءِكَ فَقْرًا وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى بِدُوْنِ اَخْلَاقٍ حَسَنَةٍ وَعِلْمٍ وَعَقْلٍ سَلِيْمٍ لِاَنَّ الْغَنِيَّ الْجَاهِلَ يَسْرَفُ الْمَالَ وَيَبْذِرُهٗ فِى اَمَاكِنَ غَيْرِ مَشْرُوْعَةٍ فَيَنْتَهِىْ مَالُهٗ وَيُصْبِحُ فِى الْاَخِيْرِ فَقِيْرًا.

اَلْحَاصِلُ : يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَتَّصِفُوْا بِالْاَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالْخِصَالِ الْمَحْمُوْدَةِ وَاَنْ يَتَحَصَّلُوْا الْعِلْمِ مَعَ اَكْتِسَابِ الْمَالِ وَاَنَّ الْمَالِ بِدُوْنِ الْعِلْمِ لَايَبْقٰى وَلَا يَدُوْمُ.

উত্তরঃ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে কবি বর্ণনা করেন, সম্পদ যদি জ্ঞান দ্বারা সংরক্ষিত না হয়, তাহলে এর পরিণতি হবে দারিদ্র্য।

বিশ্লেষণ : কবি এ শ্লোকে মানুষকে সেই সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, যদি না তা জ্ঞান দ্বারা রক্ষিত হয়। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা সেদিকে ইশারা করে বলেন– নিশ্চয় সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি সমস্যা ও ফেতনা। ফলে ইলম ব্যতীত এ সম্পদ ও সন্তান যেখানে রাখা হোক না কেন হারাম পন্থায় হোক আর হালাল পন্থায়, তা ফেতনায় পরিণত হবে। কাজেই, উত্তম স্বভাব, ইলম ও হিকমাত দ্বারা যে সম্পদ সংরক্ষিত নয়, সে সম্পদের কোনোই অর্থ নেই।

হে বন্ধুবর! তুমি যদি সম্পদ সঞ্চয় কর আর তা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হয়, অর্থাৎ, তুমি যদি সম্পদশালী হও আর তোমার নিকট জ্ঞান না থাকে, তাহলে তোমার ওই প্রাচুর্যকে নেহায়েত দারিদ্র্য হিসেবেই গণ্য করা হবে। জেনে রাখবে, সম্পদ কখনও জ্ঞান ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া টিকে থাকে না। কেননা, অজ্ঞ সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদকে অপচয় করে ফেলে এবং অবৈধ স্থানে ব্যয় করে। ফলে তার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে দরিদ্রে পরিণত হয়।

উপসংহার : সকল মানুষের উচিত ভালো চরিত্রে ও ভালো স্বভাবে গুণান্বিত হওয়া এবং সম্পদ অর্জনের সাথে সাথে জ্ঞান অর্জন করা। কেননা, বিদ্যা ব্যতীত সম্পদ চিরস্থায়ী হয় না।

প্রশ্ন-১০ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

اَلْأُمُّ أُسْتَاذُ الْأَسَاتِذَةِ الْأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الْآفَاقِ.

[মা হলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষক। তাদের কীর্তি দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত।]

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : إِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ «مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِحَافِظْ إِبْرَاهِيْمِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ عَنْ أَثَرِ تَعْلِيْمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَوْلَادِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ : اَلْأُمُّ أُسْتَاذُ الْاَسَاتِذَةِ لِلْاَطْفَالِ، لِاَنَّهُمْ يَتَعَلَّمُوْنَ كَثِيْرًا مِنَ الْاَشْيَاءِ الضَّرُوْرِيَّةِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ كَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْاَخْلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ مُهَذِبَةً يَكُنِ الْاَطْفَالُ مُهَذِبًا وَإِنْ كَانَتْ سَيِئَةً يَكُوْنُوْا سَيِئًا، الْاَطْفَالُ مَتَّبِعُوْنَ لِلأُمَّهَاتِ فِيْ الْخَيْرِ وَالشَّرِ، فَالْأُمَّهَاتُ أُسْتَاذُ الْاَسَاتِذَةِ لِلْأَطْفَالِ.

اَلْحَاصِلُ : لِمَّا كَانَ الْاَطْفَالَ مُتَّبِعِيْنَ لِلْأُمَّهَاتِ فِيْ الْخَيْرِ وَالشَّرِ فَتَلْزَمُ لِلْأُمَّهَاتِ اَنْ يَكُنْ مُهَذِّبَةً كَالْاَسَاتِذَةِ الْعِظَامِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেজ ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি অত্র পঙক্তিতে সন্তানের ওপর মায়ের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, মা হলেন শিশুদের শিক্ষকদের শিক্ষক। তারা মায়েদের থেকে অনেক জরুরি বিষয়াবলি শিক্ষা করে থাকে। যেমন– আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও চরিত্র ইত্যাদি। সুতরাং মা যদি ভদ্র হন, তাহলে সন্তানও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে মা যদি মন্দ হয়, তাহলে সন্তানও মন্দ হয়। ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে শিশুরা মায়েদের অনুগামী। তাই মায়েরা হলেন সন্তানদের জন্যে শিক্ষকদের শিক্ষকস্বরূপ।

উপসংহার : শিশুরা যেহেতু ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে মায়েদের অনুগামী, তাই মহান শিক্ষকগণের মতো মায়েদের সভ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-১১ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

رَبُّوا الْبَنَاتِ عَلَى الْفَضِيْلَةِ إِنَّهَا * فِي الْمُوْقِفِيْنَ لَهُنَّ خَيْرَ وَثَاقِ.

[তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে মর্যাদার ওপর প্রতিপালন করো।
নিশ্চয় তা দু'অবস্থার মাঝামাঝি রয়েছে, যেটা তাদের জন্যে সুদৃঢ় কল্যাণকর।]

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : إِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَصِيْدَةِ «مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِحَافِظْ إِبْرَاهِيْمِ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ بَيَّنَ هُنَا عَنْ اَهَمِّيَّةِ تَرْبِيَةِ الْبَنَاتِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اَرْشَدَ الشَّاعِرَ الْعَلَّامُ فِيْ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ إِرْشَادًا تَامًّا فِي أُمُوْرِ النِّسَاءِ وَهُوَ اَنْ لَايَدَعَ الرِّجَالِ النِّسَاءِ سَوَافِرَ يَجُلْنَ بَيْنَ الرِّجَالِ فِي الْاَسْوَاقِ وَيَدْرُجْنِ حَيْثَ أَرَدْنَ بِلَا وَازِعٍ بَلْ لِهُنَّ شُئُوْنَ فِيْ الْبُيُوْتِ يَفْعَلْنَهَا فِيْهَا، كَذٰلِكَ لَا يَنْبَغِى لِلرِّجَالِ اَنْ يُسْرِفُوْا فِيْ الْحَجْبِ وَالتَّضْيِيقِ وَالْاَرْهَاقِ لِاَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَتْ حُلِيَ وَجَوْاهِرَ تُصَانَ فِيْ الْاَحْقَاقِ خَوْفِ الضَّيَاعَ وَلَيْسَت اَثَاثًا يُقْتَنٰى فِي الدَّوْرِ بَيْنَ مَخَادِعٍ وَطَبَاقٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَرْبُوْا النِّسَاءَ عَلَى الْفَضِيْلَةِ وَهِىَ الْوَسْطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ فِيْ أُمُوْرِ النِّسَاءِ.

اَلْحَاصِلُ : فَعَلَيْنَا اَنْ نَأْخُذُ الْاَمْرَ الْوَسْطَ فِيْ اَمُوْرِ النِّسَاءِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি হাফেয ইবরাহিম বিরচিত مَدْرَسَةُ اَلْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি এখানে মেয়েদের প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : বিজ্ঞ কবি আলোচ্য কবিতায় মহিলাদের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা পেশ করেছেন। সেটা হলো, পুরুষরা মহিলাদের এত স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবে না যে, তারা বাজারে পুরুষদের সাথে ঘুরাফেরা করবে এবং কোনো নিয়ন্ত্রক ব্যতীত যেখানে খুশি চলাফেরা করবে; বরং ঘরেই তাদের অনেক কাজ রয়েছে, যা তারা সেখানে সম্পাদন করবে। তদ্রূপ পুরুষদের উচিত নয় লুকিয়ে রাখা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। কেননা মহিলারা অলংকার ও মণিমুক্তা নয় যে, তাকে নষ্ট হওয়ার ভয়ে সিন্দুকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আসবাবপত্র নয় যে, তাকে ঘরের শয়নকক্ষে সাজিয়ে রাখতে হবে। কাজেই পুরুষদের কর্তব্য হলো নারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের ওপর প্রতিপালন করা। আর সেটা হলো মহিলাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা।

উপসংহার : আমাদের উচিত মহিলাদের বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

قَصِيْدَةُ الْبُرْدَةِ فِيْ مَدْحِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

কাসিদায়ে বুরদাহ : নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (স)-এর প্রশংসায়

প্রশ্ন-১২ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيٰى الظَّلَامَ إِلٰى * اَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمِ

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مُقْتَبَسٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ لِلْبُوْصِيْرِيِّ» رحمه الله

اَلْمُنَاسَبَةُ : مَدَحَ الشَّاعِرُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ اِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا بِتَرْكِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهٗ اَحْيَ الظَّلَامَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فِي الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً فِيْ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ قِيَامًا طَوِيْلًا وَلَمْ يَسْتَرِحِ اللَّيْلَةَ اِلَّا قَلِيْلًا حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ بِمَشَقَّةِ الْقِيَامِ، فَكَاَنَّمَا اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ التَّكَالِيْف مِنَ الْوَرِمِ. وَاِنِّيْ لَا اَعْمَلُ كَذٰلِكَ بَلْ اَنَامُ كُلَّ اللَّيْلَةِ نَوْمًا عَمِيْقًا.

اَلْحَاصِلُ : عَلَيْنَا اَنْ نَتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كُلِّ اُمُوْرِ الدِّيْنِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالتَّهَجُّدِ وَالنَّوَافِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.

উত্তর॥ উৎস : উল্লিখিত পংক্তিটি আল্লামা বুসিরী রচিত "কাসিদায়ে বুরদা" হতে চয়িত।

প্রসঙ্গ : এ পংক্তি দ্বারা কবি মানবতার কাণ্ডারি রাসূল (স)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : তিনি বলেন, আমি রাসূলের সুন্নতকে পরিত্যাগ করে আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। তিনি অন্ধকার রজনীতে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকতেন। রাতে তিনি বেশি বিশ্রাম নিতেন না। অধিক দণ্ডায়মান হওয়ার কারণে তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। এতে উভয় পা খুব কষ্ট অনুভব করতো। অথচ আমি অনুরূপ আমল করছি না; বরং সারা রাত গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি।

উপসংহার : ধর্মীয় প্রত্যেক কাজে মহামানব রাসূল (স)–এর সুন্নাত অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে সালাত, সিয়াম, তাহাজ্জুদ ও নফল ইত্যাদি ইবাদতে রাসূলের অনুসরণ করা কর্তব্য।

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড-১১ (খ)

প্রশ্ন-১৩ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ * عَنْ نَفْسِهِ فَاَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتِ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ لِلْبُوْصِيْرِيِّ» رَحِمَهُ اللّٰهُ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِيْ هٰذَا الْبَيْتُ بَيَّنَ الشَّاعِرُ اقتراح الجبال لِلنَبِيِّ ورفض النبي عنه.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ فِيْ تَرْكِ الرَّسُوْلِ الْحِرْصَ اِلٰى اَمْتِعَةِ الدُّنْيَا بِاِخْتِيَارِ الْفَقْرِ وَالْمَخْمَصَةِ حَتّٰى قَالَتِ الْجِبَالُ الْعَالِيَةُ : يَا مُحَمَّدُ! لِمَاذَا تَتَأَثَّمُ وَاَنْتَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ لَوْ اَرَدْتَ اَنْ تُصِيْرَ الْجِبَالُ ذَهَبًا لِصَارَتْ، فَاَنْكَرَ الرَّسُوْلُ ﷺ ذٰلِكَ وَاَعْرَضَ عَنْهَا وَاَرَاهَا هِمَّةً عَالِيَةً وَصِفَةً حَمِيْدَةً لَايُدْرِكُهَا الْعَقْلُ وَتَتَحَيَّرُ فِيْهِ الْعُقُوْلُ وَاجَابَ اَيْضًا بِاَنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَكُلَ يَوْمًا فَاَشْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاجُوْعُ يَوْمًا فَاَصْبِرُ عَلَيْهِ فَلَا اَمِيْلُ اِلٰى اَمْتِعَةِ الدُّنْيَا وَثَرْوَتِهَا.

اَلْحَاصِلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ وَصِفَةٍ حَمِيْدَةٍ فَلِذَا وَدَعَ اِقْتِرَاحَ الْجِبَالِ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পংক্তিটি আল্লামা বুসিরী রচিত 'বুরদা' কবিতা হতে চয়িত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে পাহাড় কর্তৃক নবীকে যে প্রস্তাব দিয়েছে এবং নবীজী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তার বর্ণনা করেন।

বিশ্লেষণ : কবি নবী কারিম (স)-এর পার্থিব সুখের লোভ বর্জন করতঃ দরিদ্র ও ক্ষুধা অবলম্বন সম্পর্কে বলেন, উচ্চ পাহাড় শ্রেণি রাসূলকে বলল, হে মুহাম্মদ (স)! তুমি কেন এত কষ্ট করছ অথচ তুমি হলে সকল নবীর সর্দার। তুমি যদি চাও পাহাড়গুলো স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাক। তাহলে হয়ে যাবে। রাসূল তা অস্বীকার করলেন এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তিনি এমন উচ্চ সাহসিকতা ও উত্তম গুণ দেখালেন, যা মানুষ উপলব্ধি করতে অপারগ। তিনি উত্তরে বললেন, আমি একদিন ভক্ষণ করব এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং একদিন উপবাস থাকব এবং ধৈর্যধারণ করব, তবুও আমি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের দিকে ধাবিত হব না।

উপসংহার : রাসূল (স) ছিলেন উচ্চ সাহসিকতা ও উত্তম গুণাবলির অধিকারী। তাই তিনি পাহাড়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

প্রশ্ন-১৪ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ * وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ فِيْ مَدْحِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ» لِلْعَلَّامَةِ شَرَفِ الدِّيْنِ اَلْبُوْصِيْرِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَشَارَ هُنَا الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ اِلٰى اَوْصَافِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ. كَالسِّيَادَةِ وَالْاِمَامَةِ وَالشَّرَفِ. وَهُوَ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ اَىْ اِمَامُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَسَيِّدُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَسَيِّدُ الْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. وَلَا يُمَاثِلُ اَحَدٌ فِيْ سِيَادَتِهِ وَاِمَامَتِهِ وَلَا فِيْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. وَهُوَ سَيِّدُ الدَّارَيْنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

উত্তর॥ প্রশ্নে উল্লিখিত পংক্তিটি আল্লামা শরফুদ্দিন বুসিরীর কসিদা বুরদা নামক কবিতা হতে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : এ কবিতা দ্বারা কবি রাসূল (স)-এর প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : আমাদের প্রিয় নবী (স) বিভিন্ন উত্তম গুণাবলি দ্বারা ভূষিত ছিলেন। যেমন– নেতৃত্ব, ভদ্রতা ও বদান্যতা ইত্যাদি। তিনি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের সর্দার, এমনিভাবে মানব-দানব, আরব-অনারব সকলের নেতা। কেউ-ই নেতৃত্ব ও মর্যাদায় তাঁর সমকক্ষ নয়।

উপসংহার : মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে রাসূলদের নেতা, সর্বশেষ নবী, মানব-দানবের ও মুত্তাকীদের সরদার বানিয়েছেন। তিনি উভয় জগত এবং আরব-অনারব উভয় সম্প্রদায়ের নেতা।

প্রশ্ন-১৫ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

نَبِيُّنَا الْاٰمِرُ النَّاهِيْ فَلَا اَحَدٌ * اَبَرَّ فِيْ قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ الْقَصِيْدَةِ الْمُسَمَّاةِ بـ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْبُوْصِيْرِيِّ».

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ ذَكَرَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ بَعْضَ مَحَامِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَصِفَاتِهِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : مَدَحَ الشَّاعِرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ إِلَيْنَا اٰمِرًا يَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ أَمْثَالِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَمِنْ الْمَسَائِلِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ لِنَكُوْنَ مِنَ الْفَائِزِيْنَ الْكَامِلِيْنَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَكَانَ الرَّسُوْلُ ﷺ مُلَائِمًا فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنَ الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ فَلَا يَتَبَرَّأُ مِنْهُ اَحَدٌ اِذَا قَالَ لَا فِيْ اَمْرٍ مِنَ الْاُمُوْرِ بَلْ يَسُرُّ بِهٖ كَمَا يَسُرُّهُ قَوْلُ نَعَمْ. فَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحْسَنَ وَاَصْدَقَ مِنْهُ فِيْ قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمْ.

اَلْخَاتِمَةُ : عَلِمْنَا مِنَ الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اٰمِرًا وَنَاهِيًا وَاَبَرَّ فِيْ قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمْ.

উত্তর॥ উৎস : উল্লিখিত পংক্তিটি আল্লামা বুসিরী বিরচিত "কাসিদায়ে বুরদা" নামক কবিতা থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে রাসূল (স) এর কিছু প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি রাসূল (স)-এর প্রশংসা করে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আদেশদাতা হিসেবে। তিনি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতেন। যেমন– ফরয, ওয়াজিব এবং দ্বীনি ও পার্থিব মাসয়ালা পালন করতে নির্দেশ দিতেন এবং বিভিন্ন অশ্লীল-অপকর্ম, হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ হতে নিষেধ করতেন, যাতে আমরা ইহকাল-পরকালে পরিপূর্ণ সফলকাম হতে পারি। আর রাসূল (স) কথা ও কাজে এবং যাবতীয় আচরণে মার্জিত ছিলেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে 'না' বলতেন তখন কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারতো না; বরং তার 'না' উক্তিতে প্রত্যেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতো তদ্রূপ তাঁর 'হ্যাঁ' প্রত্যেককেই আনন্দ দিত। সুতরাং তাঁর 'হ্যাঁ' ও 'না' উক্তির চাইতে অন্য কারোর উক্তিতে এতো উত্তম ও অধিক সভ্যতা ছিল না।

উপসংহার : আমরা উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম যে, নবী করীম (স) ছিলেন সত্যিকার অর্থে আদেশদাতা, নিষেধকারী এবং 'না' ও 'হ্যাঁ' উক্তিতে অধিক সত্যবাদী।

প্রশ্ন-১৬ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ * لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلشِّعْرُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ فِى مَدْحِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ لِلْبُوْصِيْرِيِّ».

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ بَعْضَ مَحَامِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ اِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ هُوَ حَبِيْبُ اللهِ الْحَقِيْقِيُّ وَالْمَحْبُوْبُ الَّذِىْ تُؤْمَلُ شَفَاعَتُهٗ فِى مَصَائِبَ شَتّٰى خَاصَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ اَلْاَهْوَالِ الشَّدِيْدَةِ. لِاَنَّ اللهَ تَعَالٰى اَعْطَاهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ فَيَكُوْنَ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا لِاُمَّتِهٖ يَجِدُ شَفَاعَتَهٗ كَثِيْرٌ مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ. اِنَّ الرُّسُلَ وَالْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَايَشْفَعُوْنَ قَبْلَ شَفَاعَةِ رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ. وَاِنَّ اللهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِجْتَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ حَبِيْبًا لَهٗ وَجَعَلَهٗ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ النَّبِيُّ الْمَحْمُوْدُ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ.

উত্তরঃ উৎস : আলোচ্য শ্লোকটি আল্লামা বুসিরী বিরচিত "বুরদা" নামক কবিতা হতে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : এ পংক্তিটিতে মহান কবি নবীজীর কিছু প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি বলেন, মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু। আর এমন প্রিয়ভাজন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিপদাপদে তাঁর সুপারিশের আশা করা যায়। বিশেষ করে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায়। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদ দান করেন, যেখানে উপবিষ্ট হয়ে তিনি উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে। তাঁর সুপারিশে অসংখ্য গুনাহগার মুমিন কিয়ামতের দিন কঠিন মুসিবত ও শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করবে। যেমন রাসূল বলেছেন, আমার সুপারিশ কবিরা গুনাহ অর্জনকারী উম্মতদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং আমাদের নবীর পূর্বে অন্য নবী ও রাসূলগণ সুপারিশ করার অনুমতি পাবেন না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন করেছেন এবং তাঁকে সুপারিশকারী ও তাঁর সুপারিশ গৃহীত হওয়া নির্ধারণ করেছেন।

উপসংহার : মুহাম্মদ (স) হলেন প্রশংসনীয় নবী, সুপারিশকারী এবং যার সুপারিশ গৃহীত।

প্রশ্ন-১৭ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

دَعَا اِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ * مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله».

اَلْمُنَاسَبَةُ : مدح الشاعر رسول الله ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا النَّاسَ اِلٰى عِبَادَةِ اللهِ وَتَرَكَ عِبَادَةَ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَدَعَا اِلَى الْاِمْتِثَالِ بِاَوَامِرِ اللهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ بِهٖ فَمَنْ اَجَابَ دَعْوَتَهٗ وَاَطَاعَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ مِنَ الْفَائِزِيْنَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هُوَ الدَّاعِى اِلَى اللهِ وَكَانَ يَدْعُوْ النَّاسَ اِلَى اللهِ فَمَنْ اَجَابَ دَعْوَتَهٗ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

উত্তর॥ উৎস : উল্লিখিত পংক্তিটি কবি বুসিরীর "কাসিদায়ে বুরদা" হতে চয়িত।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে রাসূল (স)-এর প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : রাসূল (স) মানব জাতিকে আল্লাহর ইবাদত করতে ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দেয়ার দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আদেশসমূহ মান্য করা এবং তার ওপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি আহ্বান করেছেন। অতএব, যে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করেছে, সে এমন মজবুত রশি আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো পৃথক বা ছিন্ন হওয়ার নয়। কিয়ামতের দিন সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মুত্তাকীদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

উপসংহার : রাসূল (স) হলেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে সে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

প্রশ্ন-১৮ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِى خَلْقٍ وَفِى خُلُقٍ * وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِىْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» فِى مَدْحِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ لِلْبُوْصِيْرِىْ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامِ فِيْهِ سِيَادَةَ الرَّسُوْلِ وَقِيَادَتَهُ فِىْ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ وَفِى الْخَلْقِ وَالْكَرَمِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الصُّوْفِى اَلْعَلَّامَةُ الْبُوْصِيْرِيُّ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَفَضَّلَ وَتَفَوَّقَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْعِظَامِ مِنْ نَاحِيَةِ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالْعَادَةِ وَالْوَصْفِ وَالْجُوْدِ وَالسَّخَاوَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْحَسَنَةِ وَالْاَقْوَالِ اللَّيِّنَةِ. وَكَذَا تَفَوَّقَ فِىْ حُسْنِ السِّيْرَةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالرَّأْفَةِ وَالشَّفْقَةِ وَالشَّرَافَةِ وَالْبَذَالَةِ وَالْغِنَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ يَعْنِى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ تَفَوَّقَ فِىْ الْكَمَالَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَلَمْ يُسَاوِيْهِ اَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِىْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. كَمَا جَاءَ فِىْ الْحَدِيْثِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ لَا فَخْرَ.

اَلْحَاصِلُ : كَانَ الرَّسُوْلُ ﷺ فَائِقًا عَلَى الرُّسُلِ كُلِّهِمْ خَلْقًا وَخُلُقًا وَعِلْمًا وَكَرَمًا.

উত্তর॥ উৎস : উল্লিখিত শ্লোকটি আল্লামা বুসিরী বিরচিত "কাসিদায়ে বুরদা" নামক কবিতা হতে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মহান কবি এখানে প্রিয় রাসূল (স)-এর জ্ঞান-গরিমা, চরিত্র ও বদান্যতার কারণে যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : সুফী কবি আল্লামা বুসিরী বলেন, আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (স) সমস্ত নবী ও রাসূলের ওপর আকৃতি, চরিত্র, স্বভাব, গুণ, বদান্যতা, উত্তম লেনদেন ও উত্তম কথায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। এমনিভাবে তিনি জ্ঞান, কর্ম, বদান্যতা, সম্মান, দয়া ও কোমলতা ইত্যাদি উত্তম গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিকে যথার্থ বৈশিষ্ট্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোনো নবী জ্ঞানে ও বদান্যতায় তার সমকক্ষ হতে পারেন নি। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে– রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বোত্তম দানশীল, বিশেষ করে রমযান মাসে। রাসূল আরো বলেন, আমি আদম সন্তানের সর্দার, এতে কোনো গর্ব নেই।

উপসংহার : আমাদের প্রিয় রাসূল সকল নবী ও রাসূলের ওপর আকৃতি, চরিত্র, জ্ঞান ও বদান্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

প্রশ্ন-১৯ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ * غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الشَّعْرَ الْمَذْكُوْرَ مُقْتَبَسٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ فِي الشِّعْرِ الْمَذْكُوْرِ مَدْحَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَقُوْلُ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ اَنَّ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسِلِيْنَ مُحْتَاجُوْنَ اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْمًا وَخُلُقًا مَجْدًا وَكَرَامَةً وَلِذَا هُمْ يَلْتَمِسُوْنَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِقْدَارَ غَرْفٍ مِنْ بَحْرِ عُلُوْمِهٖ وَاَعْمَالِهٖ اَوْ شَيْئًا يَسِيْرًا مِنْ مَطَرِهِ الْكَثِيْرِ الدَّائِمِ وَزَيَّنُوْا اَنْفُسَهُمْ بِهٖ.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ كُلُّهُمْ مُلْتَمِسُوْنَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الظَّاهِرَةِ وَفُيُوْضَاتِهِ الدَّائِمَةِ شَيْئًا يَسِيْرًا.

উত্তরঃ উৎস : উল্লিখিত পংক্তিটি আল্লামা বুসিরী রচিত "বুরদা" শীর্ষক কবিতা হতে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : উক্ত পংক্তির মাধ্যমে কবি মহানবী (স)-এর প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি বলেন, সমস্ত নবী-রাসূল জ্ঞান, স্বভাব, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর মুখাপেক্ষী। এজন্য তাঁরা সকলে প্রিয় নবীর বিদ্যাসাগর হতে এক কোষ পাওয়ার আবেদনে রত বা তাঁর অবিরাম বৃষ্টি হতে সামান্য পানি সংগ্রহ করার অপেক্ষায় আছেন, যাতে তাঁদের জীবনকে সুন্দর করতে পারেন।

উপসংহার : সকল নবী-রাসূল প্রিয় নবী (স)-এর প্রকাশ্য মু'জিযা এবং অবিরাম দান হতে সামান্য পরিমাণ সংগ্রহ করার আশাবাদী।

প্রশ্ন-২০ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

فَهُوَ الَّذِيْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهٗ * ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنْ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله.

اَلْمُنَاسَبَةُ : مَدَحَ الشَّاعِرُ الْبُوْصِيْرِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْهِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اَفْضَلَ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ اٰدَمَ صُوْرَةً وَ سِيْرَةً . وَوَاضِحٌ اَنَّهٗ قَدْ بَلَغَ بِكَمَالِيَّتِهِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ اَقْصٰى مَرَاتِبَ الْكَمَالِ لِاَنَّ اللهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا ﷺ اَفْضَلَ الْخَلَائِقِ وَانْتَخَبَهٗ وَاخْتَارَهٗ حَبِيْبًا مِنْ سَائِرِ الرُّسُلِ.

اَلْحَاصِلُ : اَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ هُوَ الَّذِيْ كَمَلَتْ سِيْرَتُهٗ وَصُوْرَتُهٗ اَقْصٰى غَايَاتِ الْكَمَالِ. وَجَعَلَهُ اللهُ حَبِيْبًا وَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهٖ.

উত্তরঃ উৎস : উপরিউক্ত কবিতাংশটি কবি বুসিরী বিরচিত 'বুরদাহ' নামক কবিতা হতে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে প্রিয় নবীর প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : নিশ্চয়ই রাসূলে করিম (স) হযরত আদমের যুগ হতে আকৃতি ও স্বভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মহাপুরুষ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি স্বীয় প্রকাশ্য ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দ্বারা পূর্ণাঙ্গতার শীর্ষে উপনীত হয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে (স) সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল রাসূলের চেয়ে অতি প্রিয় করে নির্বাচিত করেছেন।

উপসংহার : প্রিয় রাসূল (স)-এর স্বভাব, চরিত্র ও বাহ্যিক দিক পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রিয় ও আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন-২১ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهٖ * فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْعَلَّامَةِ الْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ بَيَّنَ الشَّاعِرُ عَظِيْمَ فَضْلِهٖ وَاَصْلَ حُسْنِهٖ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْمَوْصُوْفُ فِيْ بَيَانِ مَحَاسِنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الَّذِيْ اِجْتَمَعَ فِيْهِ جَمِيْعُ مَحَاسِنِ الْخَلْقِ. لَامَثِيْلَ لَهٗ وَلَاشَرِيْكَ لَهٗ فِيْ مَحَاسِنِهٖ. فَاِنَّهُ الْفَرْدُ الْوَحِيْدُ الصَّاحِبُ لِمَحَاسِنِ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ. وَكَانَتْ اَقْوَالُهٗ حَسِيْنَةً وَاَعْمَالُهٗ جَمِيْلَةً. وَاَصْلُ الْحُسْنِ مُنْحَصِرٌ فِيْهِ لَايَنْقَسِمُ حُسْنُهٗ اَبَدًا وَلَا يُسَاوِيْ اَحَدٌ فِيْ اَصْلِ حُسْنِهٖ بَلْ كُلٌّ يَسْتَفِادُ مِنْ حُسْنِهٖ. وَلَقَدْ نُوِّرَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِهٖ وَحَسَّنَهٗ بِاَحْسَنِ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ حَيْثُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ».

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْرَهٗ اَعْلٰى مِمَّا تَصَوَّرْنَاهُ وَاسْمٰى مِمَّا بَيَّنَّاهُ.

উত্তর॥ উৎস : আলোচ্য পংক্তিটি আল্লামা বুসিরী বিরচিত 'বুরদা' নামক কবিতা হতে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এখানে কবি মহানবী (স)-এর মহান মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : মহানবী (স)-এর সৌন্দর্য ও গুণাবলি বর্ণনায় কবি বলেন, মুহাম্মদ (স) এমন নবী, যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সৌন্দর্যের মধ্যে আর কেউ সমকক্ষ ও অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সুন্দরতম ইবাদত, অভ্যাস, গুণাবলি, লেনদেন ও আচার-আচরণের অধিকারী। তাঁর সৌন্দর্য সর্বকালে বিভক্তির ঊর্ধ্বে। তাঁর গুণাবলি সমতুল্য কেউ নেই; বরং সকলেই তাঁর গুণাবলি থেকে আদর্শ আহরণ করে। এজন্য শেখ সাদী তাঁর প্রশংসায় বলেন, মুহাম্মদ (স) স্বীয় কামালিয়াত দ্বারা মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। স্বীয় আলো-ছায়া, অন্ধকারকে দূরীভূত করলেন, তার সব কাজেই সৌন্দর্যমণ্ডিত। আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে স্বীয় মারিফাত দ্বারা আলোকিত করেছেন এবং সৃষ্টিকুল ও চরিত্রের মধ্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান"।

উপসংহার : সত্যিই রাসূলের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের কল্পনার অনেক ঊর্ধ্বে এবং আমাদের বর্ণনারও অনেক ওপরে।

প্রশ্ন-২২ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ نَبِيِّهِمِ * وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ قَدْ اُخِذَ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله

اَلْمُنَاسَبَةُ : فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ بَيَّنَ الشَّاعِرُ بَعْضَ اَوْصَافِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبْطَلَ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ مُخَاطِبًا لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ : اُتْرُكْ مَا قَالَتِ النَّصَارٰى مَدْحًا فِيْ شَأْنِ نَبِيِّهِمْ عِيْسٰى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنَّهٗ اِبْنُ اللّٰهِ اَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْاٰلِهَةِ الثَّلَاثَةِ وَهٰذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُرَّهٌ وَمُنَزَّهٌ عَنْ ذٰلِكَ تَنْزِيْهًا شَدِيْدًا. لِاَنَّهٗ تَعَالٰى مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.

اَيُّهَا الْمُخَاطَبُ : وَقُلْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ فِيْ شَأْنِ رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ وَامْدَحْ فِيْهِ مَدْحًا كَبِيْرًا بِمَا يَرْضٰى بِهِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَاَحْكُمْ فِيْهِ وَتَمَسَّكْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاضْبُطْ عَلَيْهَا. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ.

اَلْحَاصِلُ : فَعَلٰى كُلِّ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَتْرُكَ فِيْ شَأْنِ نَبِيِّهَا مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ شَأْنِ نَبِيِّهِمْ.

উত্তর॥ **উৎস :** আলোচ্য শ্লোকটি আল্লামা বুসিরী (র) রচিত 'বুরদা' নামক কবিতা হতে চয়িত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে রাসূলের কিছু প্রশংসা বর্ণনা করেছেন এবং খ্রিস্টানরা তাদের নবী ঈসা (আ) কে যে অপবাদ দিয়েছিল তা খণ্ডন করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি মুহাম্মদ (স)–এর উম্মতকে সম্বোধন করে বলেন, হে মুমিন! খ্রিস্টানরা যেভাবে তাদের নবী ঈসাকে অপবাদ দিয়েছিলো যে, তিনি আল্লাহর পুত্র অথবা তিনি তিন ইলাহের একজন, তোমরা তোমাদের প্রিয়নবী (স) সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করো না, তাদের উক্ত কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আল্লাহ এর থেকে একেবারেই পুতঃপবিত্র। কেননা, তিনি কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না।

হে মুমিন! নবীর শানে যত বৈধ প্রশংসা করা সম্ভব তা কর, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশি হন এবং রাসূলের সুন্নতের প্রতি অটল থাকো, সীমালংঘনকারী হয়ো না।

উপসংহার : সুতরাং প্রত্যেক উম্মতের উচিত, নাসারারা তাদের নবীকে যে অপবাদ দিয়েছে তারা যেন তাদের নবীকে সে অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকে।

প্রশ্ন-২৩ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَانْسَبْ اِلٰى ذَاتِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ * وَانْسَبْ اِلٰى قَدْرِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ.

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ * حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ مُقْتَبَسَانِ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله.

اَلْمُنَاسَبَةُ : يَمْدَحُ بِهِمَا الشَّاعِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

اَلتَّشْرِيْحُ : فَقَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ اَيُّهَا الْمُخَاطَبُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَهُ اللّٰهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ. لَايُمَاثِلُهُ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِي الشَّرَفِ وَالْكَمَالِ وَالْعِلْمِ وَالنَّسَبِ. فَلِذَا عَلَيْكَ اَنْ تُنْسِبَ اِلٰى ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ عُلُوَّ شَرَفٍ وَمَجْدٍ مَا تُرِيْدُهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ؛ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ فَضَّلَهُ بِفَضْلٍ لَا يُمْكِنُ لِاَحَدٍ اَنْ يُّبَيِّنَ ذٰلِكَ الْفَضْلَ. حَيْثُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى «اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ».

اَلْحَاصِلُ : فَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يُّنْسِبَ اِلٰى ذَاتِهٖ مَاشَاءَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ؛ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَّفَهُ بِالْكَمَالَاتِ كُلِّهَا.

উত্তর॥ **উৎস :** উল্লিখিত পংক্তি দুটি আল্লামা বুসিরী বিরচিত "বুরদা" শীর্ষক কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি এখানে মুহাম্মদ (স)–এর প্রশংসা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি বলেন, হে শ্রোতা! মহানবী (স)– এমন মহান সত্তা যাঁকে মহান আল্লাহ রাসূলদের নেতা ও সর্বশেষ নবী রূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমার উচিত যত ইচ্ছা হয় তাঁর গুণকীর্তন ও গুণাবলির আলোচনা করা। এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, কেউ তা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী"।

উপসংহার : অতএব মুসলিম জাতির উচিত, রাসূলের সত্তার প্রতি তাঁর উত্তম গুণাবলির সম্পর্ক করা তথা আলোচনা করা। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সকল পরিপূর্ণতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

প্রশ্ন-২৪ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهٗ اٰيَاتُهٗ عِظَمًا اَحْيَا * اِسْمُهٗ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْبَيْتُ الْمَذْكُوْرُ مَأْخُوْذٌ مِنْ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» لِلْبُوْصِيْرِيِّ رحمه الله.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِيْهِ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَجْدَهٗ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْرَهٗ لَيْسَتْ لَهٗ غَايَةٌ وَلَا يُمْكِنُ لِاَحَدٍ اَنْ يُّبَيِّنَ فَضْلَهٗ وَمَجْدَهٗ بِحَقِّهٖ وَعَظْمَتِهٖ اَعْلٰى مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الَّتِيْ خَرَجَتْ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ وَمُعْجِزَاتُ الرَّسُوْلِ وَاِنْ كَانَتْ عَدِيْدَةً فِي الظَّاهِرِ لٰكِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى فَضَائِلِهٖ نَادِرَةٌ جِدًّا وَمَعْجِزَاتُهٗ قَاصِرَةٌ عَنْ بَيَانِ فَضْلِهٖ وَقَدْرِهٖ.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ فَضَائِلَ وَاَمْجَادَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَتَفَوَّقُ عَلٰى مُعْجِزَاتِهٖ وَيُقَالُ فِيْ حَقِّهٖ اَنَّ لَهٗ فَضْلًا يُعْجِزُ الْاِنْسَانَ عَنْ تَفْهِيْمِهٖ.

উত্তর॥ উৎস : ব্যাখ্যায় উল্লিখিত পংক্তিটি প্রখ্যাত কবি বুসিরী বিরচিত 'বুরদাহ' শীর্ষক কবিতা হতে গৃহীত।
প্রসঙ্গ : কবি এখানে মহানবী (স)-এর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।
বিশ্লেষণ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্মান ও মর্যাদার কোনো সীমারেখা নেই। কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্মান ও মর্যাদা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। তাঁর প্রকাশিত মু'জিযাসমূহ থেকে তাঁর সম্মান অনেক গুণ বেশি। তাঁর মু'জিযাসমূহ সংখ্যায় অনেক হলেও তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সংখ্যা কম। তাঁর অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাঁর মর্যাদা বর্ণনায় অপারগ।
উপসংহার : প্রিয় রাসূল (স)-এর সম্মান ও মর্যাদা তাঁর মু'জিযাসমূহ হতে অনেক ঊর্ধ্বে। তাই বলা যায়, প্রিয় রাসূলের এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যা মানবজাতি অনুধাবন করতে অক্ষম।

مُعَلَّقَةُ زُهَيْرٍ
যুহাইর-এর কবিতা

প্রশ্ন-২৫ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

أَمِنْ أُمِّ أَوْفٰى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ * بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فَالْمُتَثَلَّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِيْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيْ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ بَيَّنَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرَ حَالَةَ دَارِ حَبِيْبَتِهٖ أُمِّ أَوْفٰى بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ حَزِيْنًا عَلٰى فِرَاقِ عَشِيْقَتِهٖ أُمِّ أَوْفٰى أَنَّهَا ظَعَنَتْ مَعَ قَبِيْلَتِهَا اِلٰى مَكَانٍ اٰخَرَ وَتَرَكَتْ اٰثَارَ مَكَانِهَا بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ. فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ تَأَسُّفًا عَلٰى اٰثَارِ الدِّيَارِ يَا صَاحِبِي هٰذَا اٰثَارُ دِيَارِ حَبِيْبَتِيْ أُمِّ أَوْفٰى الَّتِيْ تَقَعُ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَقَامِ الْمُتَثَلِّمِ، سَكَنَتْهَا زَمَانًا طَوِيْلًا ثُمَّ تَرَكَتْهَا وَتَرَكَتْنِي فِيْ فَزَعِ الْهَجْرَانِ.

اَلْحَاصِلُ : هٰذَا تَثْبِيْتُ الشَّاعِرِ بِأُمِّ أَوْفٰى فِيْ قَصِيْدَتِهٖ وَضَعَهَا فِيْ مِدْحَةِ الرَّئِيْسَيْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ وَحَرَمِ بْنِ سِنَانٍ ثُمَّ بَكٰى عَلٰى فِرَاقِ عَشِيْقَتِهٖ.

উত্তর॥ **উৎস :** সাহিত্যিকগণের নিকট অপরিচিত নয় প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে তার প্রেমিকার হাওদার অবস্থা ও দৃশ্য অলঙ্কারপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি তার প্রেমিকা উম্মে আওফার বিচ্ছেদে দুঃখ করে বলেন, সে তার গোত্রের সাথে অন্যত্র চলে গেছে আর তার স্মৃতিচিহ্ন দাররাজে রেখে গেছে। তিনি বাড়ির স্মৃতি চিহ্নের ওপর দুঃখ করে বন্ধুকে বলেন, এটি আমার বান্ধবী উম্মে আওফার বাড়ির স্মৃতি নিদর্শন যা মুতাছাল্লিম স্থানের সাথে ঘেঁষা হাওমানা দাররাজ নামক স্থানে অবস্থিত। সে এ স্থলে দীর্ঘকাল বাস করে তা ছেড়ে চলে যায় আর আমাকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় রেখে যায়।

উপসংহার : কবি গোত্র প্রধান হারিস ও হারামের প্রশংসায় রচিত কাসিদার প্রথমে প্রেমিকা উম্মে আওফার আলোচনা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর এ প্রেমিকার বিচ্ছেদের তিনি ক্রন্দন করেন।

প্রশ্ন-২৬ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا * مَرَاجِيْعُ وَشْمٍ فِيْ نَوَاشِرِ مِعْصَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالُ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى فِيْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعُلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ بَيَّنَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرِ حَالَةَ دَارِ حَبِيْبَتِهٖ أُمِّ أَوْفٰى بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ شَبَّ فِيْ الْبَيْتِ اٰثَارَ مَنَازِلِ حَبِيْبَتِهٖ بِالْوَشْمِ بِبَيَانٍ قَصِيْرٍ، أَنَّهٗ حَضَرَ مَنَازِلَ حَبِيْبَتِهٖ بَعْدَ أَوْقَاتٍ طَوِيْلَةٍ وَنَظَرَ اٰثَارَهَا فَقَالَ مَنَازِلَ حَبِيْبَتِيْ. بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِيْ نَوَاشِرِ مَعْهُمْ لَا يَمْسَحُ اٰثَارَ مَنَازِلِ حَبِيْبَةِ الشَّاعِرِ كَمَا لَا يَمْسَحُ اٰثَارَ الْوَشْمِ.

اَلْحَاصِلُ : هٰذَا تَشْبِيْثُ الشَّاعِرِ بِأُمِّ أَوْفٰى فِيْ قَصِيْدَتِهٖ وَضَعَهَا فِيْ مِدْحَةِ الرَّئِيْسَيْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ وَحَرَمِ بْنِ سِنَانٍ ثُمَّ بَكٰى عَلٰى فِرَاقِ عَشِيْقَتِهٖ.

উত্তর॥ **উৎস :** সাহিত্যিকগণের নিকট অপরিচিত নয় প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে তার প্রেমিকার হাওদার অবস্থা ও দৃশ্য অলঙ্কারপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি প্রেমিকার বাড়ির অবশিষ্টাংশকে সংক্ষেপে তুলির সাথে তুলনা করেন। তিনি দীর্ঘদিন পর প্রেমিকার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সেটির স্মৃতিচিহ্ন দেখে বলেন, আমার প্রেমিকার বাড়ি দু পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত, তা দেখতে যেন কবজির মাঝ ভাগে উল্কির চিহ্নের মত হয়ে আছে। হাতের উল্কি যেমন অশোচনীয়, তদ্রূপ কবির প্রেমিকার বাড়ির চিহ্নও অশোচনীয়।

উপসংহার : কবি গোত্র প্রধান হারিস ও হারামের প্রশংসায় রচিত কাসিদার প্রথমে প্রেমিকা উম্মে আওফার আলোচনা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর এ প্রেমিকার বিচ্ছেদের তিনি ক্রন্দন করেন।

প্রশ্ন-২৭ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

بِهَا الْعَيْنُ وَالْاٰرَامُ يَمْشِيْنَ خَلْفَهٗ * وَاَعْلَاوُهَا يَنْهَضُ مِنْ كُلِّ مُجَثَّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ السُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِى الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ وَالْاَدِيْبُ الْفَهَّامُ فِى الْقِطْعَةِ اَلْمَذْكُوْرَةِ حَالَ مَكَانِ بَيْتِ حَبِيْبَتِهٖ بَعْدَ اِنْتِقَالِهَا وَوُقُوْفِ الشَّاعِرِ بَيْنَ فَصِيْمٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ صَارَ مَكَانُ دَارِ حَبِيْبَتِهٖ كَالْمَرْعٰى. لِبَقَرٍ وَحْشٍ وَاسِعَاتِ الْعُيُوْنِ وَظِبَاءٍ بَيْضٍ يَمْشِيْنَ بِهَا خَلْفَاتِ بَعْضُهَا بَعْضًا وَأَوْلَادُهَا يَنْهَضُ مِنْ مَرَابِضِهَا لِتُرْضِعَهَا أُمَّهَاتُهَا اَلْاٰنَ يَنْبُتُ فِى الْمَرْعٰى الْعُشْبُ وَالنَّبَاتُ وَالْغُصْنُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ النَّبَاتِ.

اَلْحَاصِلُ : نَقُوْلُ فِى الْخِتَامِ أَنَّ مُرُوْرَ الزَّمَانِ قَلَّبَ صُوْرَةَ مَسْكَنِ عَشِيْقَةِ الشَّاعِرِ فَلَمَّا نَزَلَ فِيْهِ الشَّاعِرُ لَمْ يَعْرِفْهَا اِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِى اٰثَارِ الدِّيَارِ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِى سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি উল্লিখিত কবিতাংশে প্রেমিকা চলে যাওয়ার পর তার বাড়ির অবস্থা এবং কবির সেখানে দাঁড়ানোর বিষয় অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, তার প্রিয়সীর প্রশস্ত চোখবিশিষ্ট বাড়ি বন্য গরু ও সাদা হরিণের চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ পানিগুলো একের পেছনে অপরটি (সারিবদ্ধ) হেঁটে চলেছে। তাদের বাচ্চাগুলো স্তন্যপানের জন্য শয়নস্থল হতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে। এখন তার প্রেমিকার বাড়িতে ঘাস-তৃণলতা ইত্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, কালের পরিক্রমায় কবির প্রিয়সীর বাড়ির চিহ্ন পরিবর্তীত হয়ে গেছে, অতঃপর এখানে এসে কবি তার বাড়ির স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর তা চিনতে পেরেছেন।

প্রশ্ন-২৮ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِيْنَ حِجَّةً * فَلَا يَا عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ السُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِى الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ وَالْاَدِيْبُ الْفَهَّامُ فِى الْقِطْعَةِ اَلْمَذْكُوْرَةِ حَالَ مَكَانِ بَيْتِ حَبِيْبَتِهٖ بَعْدَ اِنْتِقَالِهَا وَوُقُوْفِ الشَّاعِرِ بَيْنَ فَصِيْمٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِى الْبَيْتِ الثَّانِى أَنَّهٗ وَقَفَ مَكَانَ دَارِ حَبِيْبَتِهٖ بَعْدَ عِشْرِيْنَ عَامًا اَوْ صَارَتْ تِلْكَ الدَّارُ غَابَةً فَلَمْ يَعْرِفْهَا فِى أَوَّلِ نَظْرَةٍ بَلْ اِخْتَلَطَ ذِهْنُهٗ فِى عِرْفَانِهَا ثُمَّ تَأَمَّلَ وَقْفَةً طَوِيْلَةً فِى اٰثَارِهَا فَعَرَفَ أَنَّهَا دَارُ عَشِيْقَتِهِ الَّتِى تَرَكَتْهَا قَبْلَ عِشْرِيْنَ عَامًا.

اَلْحَاصِلُ : نَقُوْلُ فِي الْخِتَامِ أَنَّ مُرُوْرَ الزَّمَانِ قَلَّبَ صُوْرَةَ مَسْكَنِ عَشِيْقَةِ الشَّاعِرِ فَلَمَّا نَزَلَ فِيْهِ الشَّاعِرُ لَمْ يَعْرِفْهَا اِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِيْ اٰثَارِ الدِّيَارِ.

উত্তরঃ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি উল্লিখিত কবিতাংশে প্রেমিকা চলে যাওয়ার পর তার বাড়ির অবস্থা এবং কবির সেখানে দাঁড়ানোর বিষয় অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, তিনি তার প্রেমিকার বাড়িতে বিশ বছর পর এসে দেখতে পান তা জাঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছি, যার কারণে প্রথম দৃষ্টিতে তা চিনতে পারেননি, বরং তা চিনতে গিয়ে মন এলোমেলো হয়ে গেছে, তারপর দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে চিনতে পারেন, এটি তার প্রেমিকার সে বাড়ি, যা সে বিশ বছর আগে ছেড়ে গেছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলবো, কালের পরিক্রমায় কবির প্রিয়সীর বাড়ির চিহ্ন পরিবর্তীত হয়ে গেছে, অতঃপর এখানে এসে কবি তার বাড়ির স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর তা চিনতে পেরেছেন।

প্রশ্ন-২৯ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

اَثَافِيْ سُفْعًا فِيْ مِعْرَسِ مِرْجَلٍ * نُؤْيًا لِجِذْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَنْثَلِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ السُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِي الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : أَظْهَرَ الشَّاعِرُ فِي الْبَيْتَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ دِقَّةَ عِرْفَانِ دَارِ عَشِيْقَتِهِ الَّتِيْ تَرَكَتْهَا قَبْلَ زَمَنٍ طَوِيْلٍ بَعْدَ مَا تَأَمَّلَ فِيْ اٰثَارِهَا.

اَلتَّشْرِيْحُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِي الْبَيْتِ الثَّانِيْ طُرُقَ تَعْرِيْفِ مَنَازِلِ حَبِيْبَتِهِ. أَنَّهُ حَضَرَ مَنَازِلَ حَبِيْبَتِهِ بَعْدَ أَوْقَاتٍ طَوِيْلَةٍ وَمُدَّةٍ عَدِيْدَةٍ وَلٰكِنْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْرِفَ أَثَرَ مَنَازِلِهِ ثُمَّ يَعْرِفُ مُنَازِلَهُ بِحِجَارَةٍ سُوْدٍ وَانْتَصَبَ عَلَيْهَا الْقِدْرَ وَعَرَفَ نُهَيْرًا كَانَ حَوْلَ بَيْتٍ أُمِّ أَوْفٰى فِيْ غَيْرِ مُتَثَلِّمٍ.

اَلْحَاصِلُ : نَقُوْلُ فِيْ الْخِتَامِ أَنَّ مُرُوْرَ الزَّمَانِ قَلَّبَ صُوْرَةَ مَسْكَنِ عَشِيْقَةِ الشَّاعِرِ فَلَمَّا نَزَلَ فِيْهِ الشَّاعِرُ لَمْ يَعْرِفْهَا اِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِيْ اٰثَارِ الدِّيَارِ.

উত্তরঃ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : দীর্ঘকাল পূর্বে প্রিয়াসীর ছেড়ে যাওয়া বাড়ি স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে ভাবনার পর চিনতে যে কষ্ট হয়েছে কবি তা উল্লিখিত পংক্তিতে প্রকাশ করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, প্রেমিকার বাড়ি চেনার পন্থা বর্ণনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল পর তার বাড়িতে হাজির হন; কিন্তু বাড়িটি চিনতে পারছেন না। অতঃপর উনুনের পাতিল রাখার পাথর এবং উম্মে আওফার বাড়ির পাশ্বের চৌবাচ্চা দেখে তা চিনতে সক্ষম হন।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলবো, কাল-পরিক্রমায় কবির বাড়ির আকৃতি পরিবর্তীত হয়ে গেছে, তাই কবি সেখানে অবতরণের পর বাড়ির নিদর্শনাবলিতে ভালোভাবে চিন্তা করে চিনতে পেরেছেন।

প্রশ্ন-৩০ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

تَبَصَّرْ خَلِيْلِيْ هَلْ تَرٰى مِنْ ظَعَائِنَ * تَحْمِلْنَ بِالْعُلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتَ حَالَةَ الْهَوْدَجِ لِحَبِيْبَتِهِ وَمَنْظَرِهَا بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : أَنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ ذَكَرَ فِىْ الْبَيْتِ حِرْمَانَهُ عَنْ مَحْبُوْبَتِهِ وَتَأَسَّفَ عَلٰى قَطْعِ الْمُوَاصَلَةِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتّٰى عَزَمَ لِاَنْ يَصِلَ اَلَيْهَا عِنْدَ مَا أَرَادَتِ الْمَعْشُوْقَةُ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ مَقَامِهَا اِلٰى اٰخَرَ. فَقَالَ خِطَابًا لِصَدِيْقِهِ مُبَيِّنًا أَحْوَالَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِىْ يَسْلُكْنَ فِىْ الطَّرِيْقِ الْعُلْيَاءِ مِنْ جُرْثُمٍ رَاكِبَاتٍ عَلَى الْاِبِلِ قَاصِدَاتٍ اِلٰى مَوْضَعٍ أَخَرَ، يَاأَيُّهَا الصَّدِيْقُ الْمُخْلِصُ أُنْظُرْ اِلَى الطَّرِيْقِ الْعُلْيَا مِنْ جُرَثُمٍ بِنَظْرٍ فَحِيْصٍ وَبَصَرٍ عَمِيْقٍ هَلْ تَرٰى الرَّاكِبَاتِ عَلَى الْاِبِلِ اللَّوَاتِىْ يَسْلُكْنَ فِي الطَّرِيْقِ الصَّعْبِ وَسُلُوْكُ الْمُحَبُوْبَةِ فِىْ طَرِيْقِ الْعُلْيَا مَعَ صَوَاحِبِهَا رَاكِبَةً عَلَى الْاِبِلِ أَحَبُّ الْمُنَاظِرِ عِنْدَ الْحَبِيْبِ، فَارَادَ أَنْ يَجْذِبَ اِلَيْهَا نَظْرُ الصَّدِيْقِ فَعِنْدَ ذٰلِكَ سَأَلَهُ الشَّاعِرُ هَلْ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى أَنْ يَرٰى الْمَنْظَرَ الْمَذْكُوْرَ أَمْ لَا.

اَلْحَاصِلُ : وَفِى الْاَخِيْرِ نَقُوْلُ إِنَّ الشَّاعِرَ الْبَلِيْغَ عَاشِقٌ اِلٰى اِمْرَأَةٍ حَسِيْنَةٍ بَدَنًا نَزَعَ صَوْرَةَ ارْتِحَالِهَا مَعَ النِّسَاءِ الرَّاكِبَاتِ عَلَى الْهَوَادِجِ وَاَرٰى صَاحِبَيْهِ مَنَاظِرَ رُكُوْبِهِنَّ عَلَى الطَّرِيْقِ الْعُلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُمٍ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে প্রেমিকার হাওদার অবস্থা ও দৃশ্য অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি এ চরণে প্রেমিকাকে না পেয়ে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, তার সাথে প্রেমিকার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য দুঃখ করেন। প্রেমিকা অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে কবি তার সাথে মিলিত হওয়ার সংকল্প করেন।

সুতরাং বন্ধুকে সম্বোধন করে জুরসুম জলাধারের ওপর দিয়ে উঠে আরোহণ করে অন্যত্র গমণকারিণীর অবস্থা বর্ণনা করতে চান। কবি বলেন, হে বন্ধু! জুরসুমের উঁচু রাস্তার প্রতি ভালোভাবে গভীর দৃষ্টি দাও, তুমি কি উটে চড়ে কঠিন পথ অতিক্রমকারিণী কাফেলাকে দেখতে পাচ্ছ? প্রেমিকার উষ্ট্রারোহী নারীদের সাথে উঁচু পথে চলার দৃশ্য প্রেমীকের নিকট খুবই প্রিয়, তাই তিনি বন্ধুর দৃষ্টি আকর্শন করতে চেয়েছেন। সেজন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন সে কি সে (অপরূপ) দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে কিনা।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলবো, কবি এক সুন্দরী রমণীকে ভালোবেসেছেন। হাওদাসীন মহিলাদের সাথে তার চলে যাওয়ার দৃশ্য তিনি তুলে ধরেন, দুই বন্ধুকে তাদের জুরসুমের উঁচু রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখান।

প্রশ্ন-৩১ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَجَعَلْنَا الْقِنَانَ عَنْ يَمِيْنٍ حَزَنَهٗ * وَكَمْ بِالْقِنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحَرِّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَ الْبَيْتَ حَالَةَ الْهَوْدَجِ لِحَبِيْبَتِهٖ وَمَنْظَرِهَا بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : اِنَّ الشَّاعِرَ الْفَهَّامَ بَيَّنَ فِىْ الْبَيْتِ كَيْفِيَّةَ مِشْيَةِ حَبِيْبَتِهٖ وَصَدِيْقَاتِ الْحَبِيْبَةِ فَقَالَ مُخَاطَبًا لِصَدِيْقِهٖ اِنَّهُمْ يَسْلُكْنَ الْقِنَانَ عَنْ يَمِيْنٍ وَالْطَّرِيْقَ الصَّعَبَ وَفِىْ الْقِنَانِ كَثِيْرٌ مِنَ الْعَدَدِ دِمَائُهُمْ حَلَالٌ وَكَثِيْرٌ مِنَ الصَّدِيْقِ دِمَائُهُمْ حَرَامٌ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِى الْاَخِيْرِ نَقُوْلُ إِنَّ الشَّاعِرَ الْبَلِيْغَ عَاشِقٌ اِلٰى اِمْرَأَةٍ حَسِيْنَةٍ بَدَنًا نَزَعَ صَوْرَةَ ارْتِحَالِهَا مَعَ النِّسَاءِ الرَّاكِبَاتِ عَلَى الْهَوَادِجِ وَاَرٰى صَاحِبَيْهِ مَنَاظِرَ رُكُوْبِهِنَّ عَلَى الطَّرِيْقِ الْعُلْيَاءِ مِنْ فَوْقَ جُرْثُمٍ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিদ্বয় লেখক আল্লামা যাওযানি এর প্রসিদ্ধ শরাহ مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِىْ سَلْمٰى-এর অন্তর্গত شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে প্রেমিকার হাওদার অবস্থা ও দৃশ্য অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি এ পংক্তিতে কবি প্রেমিকা ও তার সখীদের হাঁটার স্টাইল বর্ণনা করেছেন। তিনি বন্ধুদের সম্বোধন করে বলেন, তার কেনানকে ও কঠিন ভূমিকে ডান পাশ্বে রেখে পথ চলছি।

কেনানে অনেক শত্রু আছে যাদের রক্ত নেয়া হালাল এবং অনেক বন্ধু আছে যাদের রক্ত নেয়া হারাম।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলবো, কবি এক সুন্দরী রমণীকে ভালোবেসেছেন। হাওদাসীন মহিলাদের সাথে তার চলে যাওয়ার দৃশ্য তিনি তুলে ধরেন, দুই বন্ধুকে তাদের জুরসুমের উঁচু রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখান।

প্রশ্ন-৩২ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

عَلَوْنَ بِاَنْمَاطِ عِتَاقٍ وَكِلَّةٍ * وَ رَادَ حَوَاشِيْهَا مُشَاكَهَةُ الدَّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَ الْبَيْتَ حَالَةَ الْهَوْدَجِ لِحَبِيْبَتِهٖ وَمَنْظَرَهَا بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ فِىْ الْبَيْتِ : هُنَّ سَدَلْنَ عَلَى الْهَوْدَجِ الثِّيَابِ الْاُجُوْدَ وَالْحِجَابَ الْوَرْدِيَّ الَّذِىْ جَوَانِبُهٗ فَقْرُ الدَّمِ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِى الْاَخِيْرِ نَقُوْلُ أَنَّ الشَّاعِرَ الْبَلِيْغَ عَاشِقٌ اِلٰى اِمْرَأَةٍ حَسِيْنَةٍ بَدَنًا نَزَعَ صُوْرَةَ ارْتِحَالِهَا مَعَ النِّسَاءِ الرَّاكِبَاتِ عَلَى الْهَوَادِجِ وَاَرٰى صَاحِبَيْهِ مَنَاظِرَ رُكُوْبِهِنَّ عَلَى الطَّرِيْقِ الْعُلَيَاءِ مِنْ فَوْقَ جُرْثُمٍ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি এ পংক্তিতে প্রেমিকার হাওদার অবস্থা ও দৃশ্য অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, রমণীগণ হাওদার ওপর উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় ও হাল্কা গোলাপি পর্দা ছড়িয়ে দিচ্ছে যার (পর্দার) প্রান্ত-ভাগসমূহ রক্তিমাভ।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলবো, কবি এক সুন্দরী রমণীকে ভালোবেসেছেন। হাওদাসীন মহিলাদের সাথে তার চলে যাওয়ার দৃশ্য তিনি তুলে ধরেন, দুই বন্ধুকে তাদের জুরসুমের উঁচু রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখান।

প্রশ্ন-৩৩ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

عَظِيْمَيْنِ فِىْ عُلْيَا مَعْدٍ هَدَيْتُمَا * وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يُعَظِمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِى وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِى سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَلشَّاعِرُ الْعَلَّامُ وَصَفَ أَحْوَالَ الْقَائِدِيْنَ وَ الزَّاعِيْمِيْنَ بِبَيَانٍ غَرِيْبٍ وَبِلَفْظٍ جَدِيْدٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ شَبَّهَ فِيْهِ الْقَائِدِيْنَ وَ الزَّاعِمِيْنَ مَعَ قَبِيْلَةِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانِ أَعْنِى أَنَّ مَعْدَ بْنَ عَدْنَانِ كَانَ عَظِيْمًا بِقُوَّةِ جِسْمٍ وَ مَالٍ وَفَضِيْلَةٍ وَأَنَّ الْقَائِدِيْنِ وَ الزَّاعِمِيْنَ أَيْضًا مَرْتَبَتُهُمَا كَثِيْرَةٌ عَظِيْمَةٌ كَبِيْرَةٌ وَالْقَائِدَانِ هُمَا كَانَا فِىْ الْهِدَايَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَهٰذَا قَوْلٌ مَشْهُوْرٌ مِنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا امِنَ الْمَجْدِ يُعَظَّمُ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِىْ اَلْاٰخِيْرِ نَقُوْلُ أَنَّ الْقَائِدِيْنَ هُمَا فِىْ الْهِدَايَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَفِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ مِثْلُ قَبِيْلَةِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি দু'জন নেতার অবস্থা দুর্লভভাবে উপযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি এ পংক্তিমালায় দু'নেতাকে সা'দ বিন আদনান গোত্রের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ সাদ বিন আদনান দেহে-সম্পদে ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দু নেতার মর্যাদাও অনেক বড়। তারা হেদায়াত ও নসিহতপ্রাপ্ত এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর একথা প্রসিদ্ধ যে, যে সম্মান দেয় সে সম্মান পায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, দু'নেতা হেদায়াত ও কল্যাণের পথে আছে তারা ইসলাম ধর্মের নীতিতে।

প্রশ্ন-৩৪ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

تُعْفِى كُلُوْمَ بِالْمِئِيْنَ فَأَصْبَحَتْ * يُنَجِّمُهَا مَنْ لَيْسِ فِيْهَا بِمُجْرِمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاَدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مُقْتَبَسٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : اَلشَّاعِرُ الْعَلَّامُ وَصَفَ أَحْوَالَ الْقَائِدِيْنَ وَ الزَّاعِيْمِيْنَ بِبَيَانٍ غَرِيْبٍ وَبِلَفْظٍ جَدِيْرٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ الْبَيْتِ تُمْحٰى وَ تَزَالُ الْجَرَاحُ بِالْمِئِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَاَصْبَحَتِ الْاِبِلُ يُعْطِيْهَا نُجُوْمًا مَنْ هُوَ بَرِئَ السَّاحَةَ وَبَعُدَ عَنِ الْجُرْمِ. فِىْ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ يُرِيْدُ الشَّاعِرُ أَنَّهُمَا بِمَعْزِلٍ عَنْ أَرِاقَةِ الدِّمَاءِ وَقَدْ ضَمِنَا، إِعْطَاءَ الدِّيَاتِ وَ وَفِيَا بِهِ وَادْنَيَا نُجُوْمَهَا وَكَذٰلِكَ تُعْطَى الدِّيَاتُ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِىْ اَلْاَخِيْرِ نَقُوْلُ أَنَّ الْقَائِدِيْنَ هُمَا فِىْ الْهِدَايَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَفِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ مِثْلُ قَبِيْلَةِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি দু'জন নেতার অবস্থা দুর্লভভাবে উপযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, শত শত উট দ্বারা ক্ষত মুছা হয়। যারা নিরপরাধ তারা উটের কিস্তি দিয়েছে। অর্থাৎ এ দু'নেতা রক্তপাতে জড়িত না থাকলেও দিয়াত প্রদান করেছে এবং কিস্তি পরিশোধ করেছি। দিয়াত কিস্তিতেই পরিশোধ হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, দু'নেতা হেদায়াত ও কল্যাণের পথে আছে তারা ইসলাম ধর্মের নীতিতে।

প্রশ্ন-৩৫ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

فَاَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِىْ طَافَ حَوْلَهُ * رِجَالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُرْهُمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاُدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مُقْتَبَسٌ مِنْ زُهَيْرِ مُعَلَّقَةِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعَ لِلْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : شَرَعَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ اَصْلَ مَقْصَدِهِ الَّذِىْ عَلَيْهِ قَصِيْدَتُهُ فَارَادَ أَنْ يُؤَكِّدَ مَا يَقُوْلُهُ بِالْقَسْمِ عَلٰى اسْمِ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ أَيُّهَا السَّامِعُوْنَ أَنِّىْ أَقُوْلُ لَكُمْ مَا أَقُوْلُ قَسْمًا بِبَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ الَّذِىْ بَنَتْهُ قَبِيْلَةُ جُرْهُمٍ، فَقَبِيْلَةُ قُرَيْشٍ ثُمَّ طَافُوْا جَمِيْعًا حَوْلَهُ إِعْظَامًا وَاِجْلَالًا لَهُ فَاِنِّىْ اُقْسِمُ لَكُمْ بِاِسْمِ ذٰلِكَ الْبَيْتِ الْمُشَرَّفِ الْمُبَارَكَ وَأَقُوْلُ لَكُمْ مَا أُرِيْدُ أَنْ أَقُوْلَ فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوْا قَوْلِىْ.

اَلْحَاصِلُ : أَخَذَ الشَّاعِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِىْ مَقْصَدِهِ مَعَ التَّوْكِيْدِ بِالْقَسْمِ عَلٰى اِسْمِ بَيْتِ اللّٰهِ الحَرَامِ.

উত্তরঃ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবিকে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কবিতাটি রচনা করেছেন। সে মূল উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা শুরু করেন। সুতরাং তিনি বাইতুল্লাহর নামে শপথ করে যা বলতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে চান।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, হে শ্রোতাবৃন্দ! আমি তোমাদের নিকট বাইতুল্লাহর শপথ করে বলছি, যে ঘরটি কুরাইশদের ও জুরহুম গোত্র নির্মাণ করে মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ তাওয়াফ করে সে সম্মানিত ঘরের নামে শপথ করে তোমাদেরকে যা বলতে চাচ্ছি, তো তোমাদেরকে বলছি, সুতরং তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর।

উপসংহার : কবি তার উদ্দেশ্যকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাইতুল্লার নামে শপথ করার পথ গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন-৩৬ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

يَمِيْنًا لِنِعْمَ السَّيِّدَانِ وَجَدْتُمَا * عَلٰى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِيْلٍ وَمُبْرَمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : لَا يَخْفٰى عَلَى الْاَدَبَاءِ أَنَّ الْبَيْتَيْنِ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مُقْتَبَسٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى اَلْمَذْكُوْرَةِ فِىْ الْكِتَابِ الشَّهِيْرِ شَرْحِ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ لِلْمُؤَلَّفِ الْعَلَّامِ الزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : شَرَعَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ اَصْلَ مَقْصَدِهِ الَّذِىْ عَلَيْهِ قَصِيْدَتُهُ فَارَادَ أَنْ يُؤَكِّدَ مَا يَقُوْلُهُ بِالْقَسْمِ عَلٰى اسْمِ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ الْبَيْتِ حَلَفْتُ حَلَفًا نِعْمَ السَّيِّدَانِ وَجَدْتُمَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ ضَعِيْفِهِ وَحَالِ قَوِيِّهِ لَقَدْ وَجَدْتُمَا كَامِلَيْنِ مُسْتَوْفَيْنِ فِىْ حَالٍ يَحْتَاجُ فِيْهَا اِلٰى مُمَارَسَةِ الشَّدَائِدِ وَحَالٍ يَفْتَقِرُ فِيْهَا اِلٰى مَانَاهُ النَّوَائِبُ وَأَرَادَ بِالسَّيِّدَانِ : هَرِمَ بْنَ سِنَانٍ وَالْحَارِثَ بْنَ عَوْفٍ.

اَلْحَاصِلُ : أَخَذَ الشَّاعِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِىْ مَقْصَدِهِ مَعَ التَّوْكِيْدِ بِالْقَسْمِ عَلٰى اسْمِ بَيْتِ اللّٰهِ الحَرَامِ.

উত্তরঃ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবিকে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কবিতাটি রচনা করেছেন। সে মূল উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা শুরু করেন। সুতরাং তিনি বাইতুল্লাহর নামে শপথ করে যা বলতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে চান।

ব্যাখ্যা : কবি চরণে বলেন, তারা দুজন দুর্বল ও শক্ত সর্বাবস্থায় উত্তম নেতা বলে আমি শপথ, করে বলছি বিপদ-আপদে তোমাদের দুজনকে সম্মান ও মর্যাদা বিশিষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে। কবি দু'নেতা দ্বারা হারাম বিন সিনান ও হারেছ বিন আউফকে উদ্দেশ্য করেছেন।

উপসংহার : কবি তার উদ্দেশ্যকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাইতুল্লার নামে শপথ করার পথ গ্রহণ করেছেন।

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড-২৩ (খ)

প্রশ্ন-৩৭ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

فَلَا تَكْتُمُنَّ اللّٰهَ مَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ * لِيَخْفٰى وَمَهْمَا يُكْتَمُ اللّٰهَ يَعْلَمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ حَثَّ اِلٰى حِفَاظَةِ الْعَهْدِ بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ : لَا تُخْفُوْا مِنَ اللّٰهِ مَا تُضْمِرُوْنَ مِنَ الْغَدَرِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ لِيَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ وَمَهْمَا يُكْتُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٌ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنَّ اللّٰهَ عَالِمٌ بِالْخَفِيَّاتِ وَالسَّرَائِرِ. وَلَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ضَمَائِرِ الْعِبَادِ فَلَا تُضْمِرُوْا الْغَدْرَ وَ نَقْضَ الْعَهْدِ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَضْمَرْتُمُوْهُ عَلِمَهُ اللّٰهُ.

اَلْحَاصِلُ : نَقُوْلُ فِي الْخِتَامِ كُلُّ عَمَلٍ مَحْفُوْظٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি তার উচ্চ বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, তোমরা প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা ভঙ্গ করার যে কথা গোপন করছো তা আল্লাহর নিকট গোপন রাখার উদ্দেশে গোপান রেখো না, কেননা যা কিছু আল্লাহর কাছে গোপন রাখা হয় তা তিনি জানেন। কবি একথা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত। বান্দার কোনো গোপনীয় বিষয় আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না, সুতরাং প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার বিষয় গোপন রেখো না। কেননা তোমরা তা গোপন করলেও আল্লাহ তা জেনে যান।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলবো, প্রতিটি আমল বিচার দিবসের উদ্দেশে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন-৩৮ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

يُؤَخَّرُ فَيُوْضَعُ فِيْ كِتَابٍ فَيُدَّخَرُ * لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَوْيُعَجَّلُ فَيَنْقِمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ حَثَّ اِلٰى حِفَاظَةِ الْعَهْدِ بِبَيَانٍ بَلِيْغٍ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ فِي الْبَيْتِ يُؤَخَّرُ عِقَابُهُ وَيُرْقَمُ فِيْ كِتَابِهِ فَيُدَّخِرُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يَعْجَلُ الْعِقَابَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ اَلْمَصِيْرِ اِلَى الْاٰخِرَةِ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ بَدَلًا مِنْ عِقَابِ الذَّنْبِ اٰجِلًا أَوْ عَاجِلاً.

اَلْحَاصِلُ : نَقُوْلُ فِي الْخِتَامِ كُلُّ عَمَلٍ مَحْفُوْظٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি তার উচ্চ বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করে আমলনামায় লিখে বিচার দিবসের জন্য একত্রিত করে রাখেন। অথবা পরকালে যাত্রা করার পূর্বে ইহকালে শাস্তি প্রদান করেন।

উপসংহার : প্রতিটি আমল বিচার দিবসের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন-৩৯ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

لَدَىَّ أَسَدٌ شَاكِيْ السِّلَاحِ مُقْذِفٌ * لَهُ لَبَدٌ أَظْفَارٌ لَمْ تُقْلَمِ.

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْفَهِيْمَ بَيَّنَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرِ حَالَةَ الْقَاتِلِ وَشَبَّهَهُ بِالْاَسَدِ ذِى السِّلَاحِ وَالْأَظْفَارِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : أَنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ ذَكَرَ فِيْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ حَالَةَ وَاقِعَةِ الْقَتْلِ أَعْنِيْ أَنْ حُسَيْنَ بْنِ زَمْزَم قَتَلَ رَجُلًا بِغَيْرِ جُرْمٍ فِي مَوْضَعٍ صَعْبٍ وَحَالُهُ عِنْدَ الْقَتْلِ كَأَسَدٍ مُقْذِفٍ بِالسِّلَاحِ وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْقُوَّةُ الْعَمِيْقَةُ الْجَيِّدَةُ. وَأَنْ حُسَيْنَ بْنَ زَمْزَمَ كَانَتْ لَهُ مَهَارَةٌ عَمِيْقَةٌ وَحِكْمَةٌ بَلِيْغَةٌ لِقَتْلِ النَّاسِ لِذَا قَتَلَ النَّاسَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَجُرْمٍ وَشَبَّهَ فِيْهِ حُسَيْنَ بْنَ زَمْزَمَ اِلَى الْاَسَدِ الْمُقْذِفِ بِالسِّلَاحِ لِاَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَيْضًا قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ نَادِرَةٌ كَالاَسَدِ الْمُلَمَّعِ بِالْاَسْلِحَةِ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِي الْاَخِيْرِ نَقُوْلُ إِنَّ حُسَيْنَ بْنَ زَمْزَمَ كَانَ رَجُلًا شَدِيْدًا عَظِيْمَ الْجِسْمِ كَبِيْرَ الشَّأنِ يَقْتُلُ النَّاسَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَجُرْمٍ لِذَا يُشَبِّهُهُ بِالْاَسَدِ ذِىْ السِّلَاحِ وَالْأَظْفَارِ لَمْ تُقْلَمْ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِيْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে। شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিতে হত্যাকারীর অবস্থা বর্ণনা করেন এবং তাকে দাপটে সিংহের সাথে তুলনা করেন।

ব্যাখ্যা : কবি উক্ত চরণে হত্যা অবস্থা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, হুসাইন ইবনে জমজম জনৈক ব্যক্তিকে সা'ব নামক স্থানে বিনা অপরাধে হত্যা করেন। হত্যার সময় তার অবস্থা ছিল। স্বসস্ত্র সিংহের ন্যায়। অর্থাৎ গভীর শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মানুষ হত্যায় হুসাইন বিন জমজমের গভীর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা রয়েছে যার কারণে সে কোনো অপরাধ ছাড়াই মানুষকে হত্যা করতো। কবি এখানে হুসাইন বিন জমজমকে অস্ত্রসহ ছুঁড়ে দেওয়া সিংহের সাথে তুলনা করেন। কেননা স্বসস্ত্র সিংহের ন্যায় তারও বিরল মহাশক্তি রয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হুসাইন বিন জমজম একজন কঠোর, শক্তিধর, বিশাল দেহী, ও বিরাট ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অপরাধ ব্যতীত মানুষকে হত্যা করতেন। যার কারণে কবি তাকে নখর বিশিষ্ট বাঘের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন-৪০ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

جَرْئٌ مَتٰى يُظْلَمْ لَعَاقِبٌ بِظُلْمِهِ * سَرِيْعًا وَاِلَّا يَبْدِ الظُّلْمَ يَظْلِمُ.

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْفَهِيْمَ بَيَّنَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرِ حَالَةَ الْقَاتِلِ وَشَبَّهَهُ بِالْاَسَدِ ذِى السِّلَاحِ وَالْأَظْفَارِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامَ فِيْ اَلْبَيْتِ : هُوَ شُجَاعٌ مَتٰى ظَلَمَ عَاقَبَ الظَّالِمَ بِظُلْمٍ سَرِيْعًا وَاِنْ لَمْ يَظْلِمْهُ أَحَدٌ ظَلَمَ النَّاسَ إِظْهَارً لِلْفَنَاءِ وَحُسْنِ بِلَائِهِ وَالْبَيْتِ فِيْ صِفَةِ أَسَدٍ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ قَبْلَهُ.

اَلْحَاصِلُ : وَفِي الْاَخِيْرِ نَقُوْلُ إِنَّ حُسَيْنَ بْنَ زَمْزَمَ كَانَ رَجُلًا شَدِيْدًا عَظِيْمَ الْجِسْمِ كَبِيْرَ الشَّأْنِ يَقْتُلُ النَّاسَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَجُرْمٍ لِذَا يُشَبِّهُهُ بِالْاَسَدِ ذِىْ السِّلَاحِ وَالْأَظْفَارِ لَمْ تُقْلَمْ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিতে হত্যাকারীর অবস্থা বর্ণনা করেন এবং তাকে দাপটে সিংহের সাথে তুলনা করেন।

ব্যাখ্যা : কবি বলেন, তিনি এমন এক বাহাদুর যখনি অপরাধী জুলুম করে তিনি তার জুলুমের জন্য দ্রুত শাস্তি প্রদান করেন, আর যদি কেউ তার প্রতি জুলুম নাও করে সে মানুষের ওপরে আক্রমণ করে বসে তার ক্ষমতা দেখানোর উদ্দেশে পরের এ চারটি পূর্বের চরণে উল্লিখিত সিংহের জ্ঞানাবলি সমৃদ্ধ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হুসাইন বিন জমজম একজন কঠোর, শক্তিধর, বিশাল দেহী, ও বিরাট ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অপরাধ ব্যতীত মানুষকে হত্যা করতেন। যার কারণে কবি তাকে নখর বিশিষ্ট বাঘের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন-৪১ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَمَا الْحَرْبُ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمَا * وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيْثِ الْمُرَجَّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِيِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : حَذَّرَ فِيْهِ الشَّاعِرُ الْقَوْمِيْنِ الْمُحَارِبَيْنِ بِسُوْءِ نَتَائِجِ الْحَرْبِ وَنَصَحَهُمْ بِالْاِمْتِنَاعِ عَنْهَا.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَقُوْلُ الشَّاعِرُ : أَيُّهَا الْقَوْمَانِ الْمُتَحَارِبَانِ قَدْ عَلِمْتُمْ مَا الْحَرْبُ وَمَا شِرَارُهَا وَمَا مَسَاوِيْهَا وَقَدْ ذُقْتُمْ مُرَارَةَ الْحَرْبِ.وَشَاهَدْتُمْ هَلَاكَهَا وَاشِهًا عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَهٰذَا لَيْسَ حَدِيْثٌ مَكْذُوْبٌ وَكَلَامٌ غَيْرُ وَاقِعٍ فَاَنْتُمْ مَتٰى تَشْعَلُوْا نِيْرَانَ الْحَرْبِ تَشْعَلُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَمَتٰى أَقِيْمُوْا الصُّلْحَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَتَعِيْشُوْا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنِ.

اَلْحَاصِلُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ حَذَّرَ فِىْ الْبَيْتِ عَنِ الْحَرْبِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَمَسَاوِيْهَا وَأَفْسَادِهَا.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি বলেন, হে দুই পরস্পর বিরোধী যুদ্ধা সম্প্রদায় তোমরা জেনে গেছো যে, যুদ্ধ কি জিনিস, এর মন্দ ও অশুভ পরিণতি কি। তোমরা যুদ্ধের তিক্ততা স্বাদ-আস্বাদন করেছ এবং যুদ্ধের ধবংস দেখেছ এবং সমাজের ওপরে তার বিরোপ প্রভাব দেখেছে। এটি মিথ্যা বা অবাস্তব কথা নয়। তোমরা যখন যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলন কর তখন তা বহুগুণে প্রজ্বলন করো। আর যখন তোমাদের মাঝে শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা কর তখন তোমরা শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করো।

উপসংহার : বিজ্ঞ কবি পংক্তিদ্বয়ে যুদ্ধ ও যুদ্ধের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন।

প্রশ্ন-৪২ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

مَتٰى تَبْعَثُوْهَا ذَمِيْمَةً * وَتَضْرِى إِذَا ضَرَيْتُمُوْهَا فَتُضْرَمُ.

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : حَذَّرَ فِيْهِ الشَّاعِرُ الْقَوْمَيْنِ الْمُحَارِبَيْنِ بِسُوْءِ نَتَائِجِ الْحَرْبِ وَنَصَحَهُمْ بِالْإِمْتِنَاعِ عَنْهَا.

اَلتَّشْرِيْحُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ الْبَيْتِ نَتِيْجَةَ الْحَرْبِ فَقَالَ مَتٰى تَبْعَثُوْا الْحَرْبَ تَبْعَثُوْهَا مَذْمُوْمَةً أَىْ تَذُمُّوْنَ عَلٰى اثَارَتِهَا وَيَشْتَدُّ حِرْصُهَا إِذَا حَمَلْتُمُوْهَا عَلٰى شِدَّةِ الْحِرْصِ فَتَلْتَهِبُ نِيْرَانُهَا يَعْنِىْ أَنَّكُمْ إِذَا أَوْقَدْتُمْ نَارَ الْحَرْبِ ذُمْتُمْ وَمَتٰى اَثَرْتُمُوْهَا ثَارَتْ وَوَهَجْتُمُوْهَا هَاجَتْ يَحُثُّهُمْ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالصُّلْحِ وَيُعَلِّمُهُمْ سُوْءَ عَاقِبَةِ إِيْقَادِ نَارِ الْحَرْبِ.

اَلْحَاصِلُ : إِنَّ الْشَاعِرَ الْعَلَّامَ حَذَّرَ فِىْ الْبَيْتِ عَنِ الْحَرْبِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَمَسَاوِيْهَا وَأَفْسَادِهَا.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى তে-شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি বলেন, যুদ্ধের পরিণতি বর্ণনা দিয়ে বলেন, যখনি তোমরা যুদ্ধ মিশনে বের হও, নিন্দিতভাবেই যুদ্ধ লাগাও। অর্থাৎ, নিন্দিতভাবে যুদ্ধকে উস্কে দাও ও যুদ্ধ করার তীব্র লোভ পোষণ কর। আর যখন তোমরা তীব্র লোভের সাথে যুদ্ধে জড়াও তখন যুদ্ধের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ, তোমরা যখন যুদ্ধকে উস্কে দাও তখন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আর যখন তোমরা উত্তেজনা সৃষ্টি করে যুদ্ধকে উস্কে দাও তখন যুদ্ধের আগুনে জ্বলার অশুভ পরিণতি জানতে পেরে শানিত চুক্তিতে উদ্বুদ্ধ কর।

উপসংহার : বিজ্ঞ কবি পংক্তিদ্বয়ে যুদ্ধ ও যুদ্ধের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন।

প্রশ্ন-৪৩ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَإِنَّ شِفَاءَ التَّيْخِ لَاحِلْمَ بَعْدَهُ * وَأَنَّ الْفَتٰى بَعْدَ السَّفَاحَةِ بِحِلْمِ.

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ اَلْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مَعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْفَهَّامَ بَيَّنَ فِى الْبَيْتِ اَلْمَذْكُوْرِ أَنَّ كَثْرَةَ اَلسُّؤَالِ سَيَرْتَحِلُ إِلٰى حَالَةِ الْقَبِيْحَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ إِذَا كَانَ الشَّيْخُ فِيْهَا لَمْ يَرْجُ حِلْمُهُ لِاَنَّهُ لَا حَالَ بَعْدَ الشَّيْبِ إِلَّا اَلْمَوْتُ وَإِنْ كَانَ نَزِقًا سَفَهًا أَكْسَبَهُ شَيْبُهُ حِلْمًا وَوَقَارا أَوْ مِثْلَهُ كَمَا حَدَثَ فِىْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ وَالشَّيْخُ لَايَتْرُكُ اَخْلَاقَهُ. إِنَّ الشَّاعَرَ الْبَلِيْغَ قَدْ بَيَّنَ فِيْهِ حَالَ الْإِنْسَانِ الَّذِيْنَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ صَرَاحَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِعُذْرٍ صَغِيْرٍ وَأَظْهَرَ الشَّاعِرُ فِيْهِ وَجَدَتُ الْأَشْيَاءَ الَّذِىْ سَأَلْتُ وَأَعْطَيْتُمْ الْأَشْيَاءَ الَّذِىْ يُسْأَلُ إِلَيْكُمْ.

عُدْنَا الْاَشْيَاءَ الَّذِىْ عُدْتُمْ وَلٰكِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِعَادَةٍ مَقْبُوْلَةٍ بَلْ عَادَةٌ شَرِيْرَةٌ وَهُوَ لَايَجُوْزُ فِىْ شَرِيْعَةِ الْاِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. كَمَا يُقَالُ وَلَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَجَاءَ فِىْ الْحَدِيْثِ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

اَلْحَاصِلُ : وَفِى الْاَخِيْرِ نَقُوْل : إِنَّ كَثْرَةَ السُّؤَالِ يُضْعِفُ التَّعَلُّقَ بِالْاٰخِرِ لِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَحْتَرِزَ عَنْهَا.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিদ্বয়ে বর্ণনা করেন, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ মন্দ অবস্থায় পৌছে দেয়।

ব্যাখ্যা : বিজ্ঞ কবি বলেন, যখন বৃদ্ধ এমন বয়সে পৌছে যায় তখন কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। কেননা বার্ধক্যের পর মৃত্যু ছাড়া কোনো অবস্থা নেই, যদিও বাধর্ক্যের পর মূর্খতা ধৈর্য ও সম্মানে রূপ নেয়। যেমন– সালেহ বিন অব্দুল কুদ্দুসের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কবি সে সকল লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন যারা কোনো ধরনের সমস্যা ব্যতীত বা ছোট সমস্যার কারণে মানুষের নিকট হাত পাতে। কবি তাতে প্রকাশ করেন যে, হে নেতা! আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি। তোমাদের নিকট যাই চাওয়া হয় তাই দান করো। আমরা তোমাদের কাছে পুনরায় চাইলে তোমরা পুনরায় দান কর। কিন্তু পুনঃপুন চাওয়া গ্রহণীয় স্বভাব নয় বরং মন্দ স্বভাব। ইসলামি শরিয়তে সমস্যা ব্যতীত পুনঃপুন চাওয়া জায়েয নয়। যেমন হাদিসে এসেছে ওপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলব, অধিক চাওয়া অন্যের সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো তা থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্ন-৪৪ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعَدْنَا فَعُدْتَمُ * وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسَاءَلَ يَوْمًا سَيُرْحَمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ السُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْفَهَّامَ بَيَّنَ فِىْ الْبَيْتِ الْمَذْكُوْرِ أَنَّ كَثْرَةَ السُّؤَالِ سَيَرْتَحِلُ اِلٰى حَالَةِ الْقَبِيْحَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ ذَا كَانَ الشَّيْخُ فِيْهَا لَمْ يَرُجْ حِلْمُهُ لِاَنَّهُ لَا حَالَ بَعْدَ الشَّيْبِ اِلَّا اَلْمَوْتُ وَاِنْ كَانَ نَزِقًا سَفِهًا أَكْسَبَهُ شَيْبُهُ حِلْمًا وَوَقَارًا أَوْ مِثْلَهُ كَمَا حَدَثَ فِىْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ وَالشَّيْخُ لَايَتْرُكَ اَخْلَاقَهُ.

اِنَّ الشَّاعِرَ الْبَلِيْغَ قَدْ بَيَّنَ فِيْهِ حَالَةَ الْاِنْسَانِ الَّذِيْنَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ صَرَاحَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِعُذْرٍ صَغِيْرٍ وَأَظْهَرَ الشَّاعِرُ فِيْهِ وَجَدَتُ الْاَشْيَاءَ الَّذِىْ سَاَلْتُ وَأَعْطَيْتُمْ الْاَشْيَاءَ الَّذِىْ يُسْأَلُ اِلَيْكُمْ.

عُدْنَا الْاَشْيَاءَ الَّذِىْ عُدْتُمْ وَلٰكِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِعَادَةٍ مَقْبُوْلَةٍ بَلْ عَادَةٌ شَرِيْرَةٌ وَهُوَ لَايَجُوْزُ فِىْ شَرِيْعَةِ الْاِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. كَمَا يُقَالُ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ أَنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَجَاءَ فِىْ الْحَدِيْثِ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

اَلْحَاصِلُ : وَفِى الْاَخِيْرِ نَقُوْل : إِنَّ كَثْرَةَ السُّؤَالِ يُضْعِفُ التَّعَلُّقَ بِالْاٰخِرِ لِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَحْتَرِزَ عَنْهَا.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিতে বর্ণনা করেন, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ মন্দ অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

ব্যাখ্যা : বিজ্ঞ কবি বলেন, যখন বৃদ্ধ এমন বয়সে পৌঁছে যায় তখন কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। কেননা বার্ধক্যের পর মৃত্যু ছাড়া কোনো অবস্থা নেই, যদিও বাধর্ক্যের পর মূর্খতা ধৈর্য ও সম্মানে রূপ নেয়। যেমন– সালেহ বিন অব্দুল কুদ্দুসের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কবি সে সকল লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন যারা কোনো ধরনের সমস্যা ব্যতীত বা ছোট সমস্যার কারণে মানুষের নিকট হাত পাতে। কবি তাতে প্রকাশ করেন যে, হে নেতা! আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি। তোমাদের নিকট যাই চাওয়া হয় তাই দান করো। আমরা তোমাদের কাছে পুনরায় চাইলে তোমরা পুনরায় দান কর। কিন্তু পুনঃপুন চাওয়া গ্রহণীয় স্বভাব নয় বরং মন্দ স্বভাব। ইসলামি শরিয়তে সমস্যা ব্যতীত পুনঃপুন চাওয়া জায়েয নয়। যেমন হাদিসে এসেছে ওপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলব, অধিক চাওয়া অন্যের সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো তা থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্ন-৪৫ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوْفَ مِنْ دُوْنِ عِرْضِهٖ * يَفِرُّهٗ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : اَلْمَعْرُوْفِ إِنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِبْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَوَائِدَ الْاَوْصَافِ الْحَمِيْدَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَقُوْلُ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ الْبَيْتِ مَنْ جَعَلَ مَعْرُوْفَهٗ ذَابًّا ذَمَّ الرِّجَالِ عَنْ عِرْضِهٖ وَ جَعَلَ اِحْسَانَهٗ وَافِيًا عِرْضَهٗ وَفَرَ مَكَارِمُهٗ وَمَنْ لَا يَتَّقِ شَتْمَ النَّاسِ شُتِمَ اِيَّاهُ يُرِيْدُ اَنَّ مَنْ يُذِلُّ مَعْرُوْفَهٗ ضَانَ عِرْضُهٗ وَ مَنْ بَخِلَ بِمَعْرُوْفِهٖ عَرَضَ عِرْضُهٗ لِلذَّمِ وَالشَّتْمِ وَفَرَتْ لِلشَّيْءِ وَفَرَا لِكَثْرَتِهٖ وَ وَفَرَتْهُ وَفُوْرًا.

اَلْحَاصِلُ : اَخِيْرًا يُقَالُ : اِنَّ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مُحَمَّدًا لَدَى النَّاسِ وَ بِالْمُقَابِلِ الْاَعْمَالَ الشَّيِنْعَةِ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مَذْمُوْمًا لَدَى النَّاسِ.

প্রশ্ন-৪৬ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلُ بِفَضْلِهٖ * عَلٰى قَوْمٍ يَسْتَغْنِ عَنْهُ وَيُذَمِّمِ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىِّ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَوَائِدَ الْاَوْصَافِ الْحَمِيْدَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : فِىْ الْبَيْتِ يَقُوْلِ الشَّاعَرُ مَنْ كَانَ ذَا فَضْلٍ وَ مَالٍ فَبَخِلَ بِهٖ اِسْتَغْنٰى عِنْهُ وَذَمَّ فَاَظْهَرَ التَّضْعِيْفَ عَلٰى لُغَةِ اَهْلِ الْحِجَازِ لِاَنَّ لُغَتَهُمْ اِظْهَارُ التَّضْعِيْفِ فِىْ مَحَلِّ الْجَزْمِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْوَقْفِ.

اَلْحَاصِلُ : اَخِيْرًا يُقَالُ : اِنَّ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مُحَمَّدًا لَدَى النَّاسِ وَ بِالْمُقَابِلِ الْاَعْمَالَ الشَّيِنْعَةِ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مَذْمُوْمًا لَدَى النَّاسِ.

উত্তর॥ উৎস : সাহিত্যিকগণের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত পংক্তিটি লেখক আল্লামা যাওযানি-এর প্রসিদ্ধ শরাহ شَرْحُ مُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ-এর অন্তর্গত مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ ابْنِ اَبِىْ سَلْمٰى হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিতে বর্ণনা করেন, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ মন্দ অবস্থায় পৌছে দেয়।

ব্যাখ্যা : বিজ্ঞ কবি উল্লিখিত পংক্তিদ্বয়ে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কার্পন্যতা করে লোকেরা তার থেকে বিমুখ হয় এবং নিন্দাজ্ঞাপন করে। কবি এখানে আহলে হিজাজের ভাষায় তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। তাদের ভাষায় যা দুর্বলতা বুঝায় তাই নিশ্চয়তা।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলব, অধিক চাওয়া অন্যের সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো তা থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্ন-৪৭ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيْقَهٗ * وَ مَنْ لَمْ يُكْرِمْ نَفْسَهٗ لَمْ يُكْرَمْ .

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىْ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَوَائِدَ الْاَوْصَافِ الْحَمِيْدَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : يَقُوْلُ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِى الْبَيْتِ الْاَوَّلِ مَنْ سَافَرَ وَاغْتَرَبَ حَسِبَ الْاَعْدَاءَ أَصْدِقَاءَ لِأَنَّهٗ لَمْ يُجَرِّبِهِمْ فَتَوَقَّفَهُ التَّجَارُبُ عَلٰى ضَمَائِرِ صُدُوْرِهِمْ وَمَنْ لَمْ يُكْرِمْ نَفْسَهٗ بِتَجَنُّبِ الدَّنَايَا لَمْ يُكْرِمْهُ النَّاسُ.

اَلْحَاصِلُ : اَنَّهٗ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأِ اَنْ يُكْرِمَ نَفْسَهٗ وَاَنْ يُحَسِّنَ اَخْلَاقَهٗ.

প্রশ্ন-৪৮ : আরবিতে ব্যাখ্যা করুন।

وَ مَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ * وَ اَنْ خَالَهَا تَخْفٰى عَلَى النَّاسِ تَعْلَمُ.

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَأْخَذُ : أَنَّ الْبَيْتَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِىْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالِ مَأْخُوْذٌ مِنْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِىْ سَلْمٰى لِلزَّوْزَنِىْ.

اَلْمُنَاسَبَةُ : بَيَّنَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَوَائِدَ الْاَوْصَافِ الْحَمِيْدَةِ.

اَلتَّشْرِيْحُ : قَالَ الشَّاعِرُ فِى الْبَيْتِ : وَمَهْمَا كَانَ لِلْاِنْسَانِ مِنْ خُلُقٍ فَظَنَّ اَنَّهٗ يَخْفٰى عَلَى النَّاسِ عِلْمٌ وَلَمْ يَخْفَ. وَالْخُلُقِ وَالْخَلِيْقَةُ وَاحِدٌ. أَىْ لَا يُمْكِنُ لَهٗ اَنْ يَخْفٰى خَلْقُهٗ عَنْ النَّاسِ. لِاَنَّ الْاَخْلَاقَ وَالتَّخَلُّقَ لَا تَخْفٰى كَمَا لَا تَبْقٰى.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّهٗ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأِ اَنْ يُكْرِمَ نَفْسَهٗ وَاَنْ يُحَسِّنَ اَخْلَاقَهٗ.

৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

৪টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে, তন্মধ্যে দুটির আরবিতে উত্তর লিখতে হবে– ৫×২ = ১০

خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَلْقَاهَا فِيْ اَوَّلِ جُمْعَةٍ بِقُبَا

রাসূল (স)-এর কোবায় প্রদত্ত প্রথম জুমুয়ার ভাষণ

اَلسُّؤَالُ (١) : مَتٰى اَلْقَى الرَّسُوْلُ ﷺ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ؟

প্রশ্ন-১ : রাসূল (স) কখন সর্বপ্রথম জুমার ভাষাণ প্রদান করেন?

اَلْإِجَابَةُ : خَطَبَ الرَّسُوْلُ ﷺ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لِاَوَّلِ مَرَّةٍ فِيْ اَوَّلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِقُبَا عِنْدَ قُدُوْمِهِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرًا اِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ فِي الثَّامِنِ عَشَرَ اَوْ فِي الثَّانِيْ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ عَلٰى رَأْسِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ عَشَرَ مِنْ نُبُوَّتِهِ، وَبِاعْتِبَارِ الْهِجْرَةِ كَانَ فِي السَّنَةِ الْاُوْلٰى.

উত্তর : রাসূল (স) নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের প্রথম দিকে মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকালে রবিউল আউয়াল মাসের ১৮ কিংবা ১২ তারিখে কুবায় সর্বপ্রথম জুমার সালাতে প্রথম জুমার ভাষণ প্রদান করেন। হিজরি হিসেবে এটা ছিল প্রথম বর্ষ।

اَلسُّؤَالُ (٢): اَيْنَ اَلْقَى الرَّسُوْلُ ﷺ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لِاَوَّلِ مَرَّةٍ؟

প্রশ্ন-২ : রাসূল (স) কোথায় জুমার প্রথম ভাষণ প্রদান করেন?

اَلْإِجَابَةُ : اَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ اَلْقٰى خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لِاَوَّلِ مَرَّةٍ فِيْ مَسْجِدِ قُبَا الَّذِيْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى فِيْ قَبِيْلَةِ بَنِيْ سَالِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ.

উত্তর : রাসূল (স) জুমার সর্বপ্রথম ভাষণটি কুবা নামক মসজিদে প্রদান করেন। যেটি পবিত্র মদিনায় বনি সালেম ইবনে আমর ইবনে আওফ (রা) গোত্রে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بِدَايَةِ خُطْبَتِهِ بِقُبَا؟

প্রশ্ন-৩ : মহানবি (স) কুবায় উপস্থাপিত ভাষণের সূচনাপর্বে কী বললেন?

اَلْإِجَابَةُ : بَدَأَ النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَتَهُ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالٰى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ، وَدَعَا الْمَغْفِرَةَ وَالْهِدَايَةَ ثُمَّ شَهِدَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالٰى.

উত্তর : নবী কারিম (স) মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দ্বারা তাঁর ভাষণটি আরম্ভ করেন। এরপর তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন এবং মাগফিরাত ও হেদায়াত প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করেন।

اَلسُّؤَالُ (٤) : مَا مَعْنَى الْحَمْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন-৪ : حَمْدٌ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

اَلْإِجَابَةُ : اَلْحَمْدُ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ سَمِعَ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ اَلْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ.

وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ : هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ نِعْمَةً كَانَتْ اَوْ غَيْرَهَا.

উত্তর : حَمْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় حَمْدٌ হলো কারো সৌন্দর্যের ওপর মুখনিঃসৃত প্রশংসা, চাই তা নেয়ামতের বদলে হোক বা অন্য কিছুর বদলে।

প্রশ্ন-৫ : فَتْرَةٌ শব্দের অর্থ কী?

اَلسُّؤَالُ (٥) : مَا مَعْنَى الْفَتْرَةِ؟

اَلْاِجَابَةُ : اَلْفَتْرَةُ فِى اللُّغَةِ سُكُوْتُ حَرَكَةِ شَىْءٍ، يُقَالُ : فَتَرَ الشَّيْءُ يَفْتُرُ اِذَا سَكَتَ حَرَكَتُهُ اَوْ صَارَ اَقَلَّ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَهِىَ تَطْلِقُ عَلٰى مَعْنَى الْاِنْقِطَاعِ. وَفِى الْاِصْطِلَاحِ هِىَ الْمُدَّةُ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ. وَذُكِرَ فِى الْخَطِيْبِ سُمِّيَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ فَتْرَةً لِفُتُوْرِ الدَّوَاعِىْ فِى الْعَمَلِ بِتَرْكِ الشَّرَائِعِ.

উত্তর : فَتْرَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– কোনো বস্তুর নড়াচড়া বন্ধ হওয়া। কোনো বস্তুর নড়াচড়া বন্ধ হলে অথবা পূর্বের তুলনায় কমে গেলে বলা হয় فَتَرَ الشَّيْءُ يَفْتُرُ; শব্দটি বিচ্ছেদ ও বিরতি অর্থেও প্রযোজ্য। আর পারিভাষিক অর্থে নবীগণের মধ্যবর্তী সময়কে ফাতরাত বলে।

খতীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মধ্যবর্তী সময়টাকে فَتْرَةٌ এজন্য বলা হয় যে, শরিয়তের বিধিবিধান ছেড়ে দেয়ার কারণে তখন মানুষের মধ্যে কর্মবিরতি ও দুর্বলতা এসে যায়।

اَلسُّؤَالُ (٦) : مَاذَا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَوْلِهِ : عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ؟

প্রশ্ন-৬ : রাসূল (স) তাঁর বাণী عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন?

اَلْاِجَابَةُ : اَنَّ الرُّسُلَ كَانَتْ تَتْرٰى بَعْدَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ اِنْقِطَاعٍ اِلٰى زَمَنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ لَمْ تَكُنْ غَيْرَ اِنْقِطَاعٍ بَعْدَ عِيْسٰى اِلٰى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ. وَقَدْ كَانَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ خَمْسَ مَائَةٍ وَتِسْعٍ وَسِتُّوْنَ سَنَةً. فَقَدْ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِهٰذَ الْقَوْلِ.

উত্তর : মুসা (আ) থেকে শুরু করে ঈসা (আ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে একাধারে নবী রাসূলদের আগমন ঘটে। কিন্তু ঈসা (আ)-এর পরবর্তীসময় থেকে আমাদের নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। আর উক্ত মধ্যবর্তী সময়টি ছিল ৫৬৯ বছর ব্যাপী। তাই নবী (স) তাঁর এ উক্তি দ্বারা এটা উদ্দেশ্য করেছেন।

اَلسُّؤَالُ (٧) : بِمَاذَا اَرْسَلَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ اِلَى النَّاسِ؟

প্রশ্ন-৭ : আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে কি দিয়ে মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেন?

اَلْاِجَابَةُ : اَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالنَّصِيْحَةِ لِاِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ.

উত্তর॥ আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (স)-কে হেদায়াত, সত্যদ্বীন, নূর, উত্তম উপদেশাবলি ও নসিহত-সহকারে প্রেরণ করেন যাতে তিনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

اَلسُّؤَالُ (٨) : فِيْ أَيِّ حَالَةٍ اَرْسَلَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلَهُ؟

প্রশ্ন-৮ : আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (স)-কে কখন কোন অবস্থায় প্রেরণ করলেন?

اَلْاِجَابَةُ : بَعَثَ اللهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ رَسُوْلًا عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ. وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ اَىْ الْقِيَامَةِ وَقُرْبٍ مِنَ الْاَجَلِ.

উত্তর : আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী মুহাম্মদ (স)-কে এক যুগসন্ধিক্ষণে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। যখন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা মুলতুবি, জ্ঞান ছিল নিতান্ত স্বল্প, মানুষ নিমজ্জিত হয়েছিল পথভ্রষ্টতার গহ্বরে, সময় ছিল বিচ্ছিন্ন, মহাপ্রলয় ছিল কাছাকাছি এবং প্রাণীকুলের মৃত্যু ছিল অত্যাসন্ন।

اَلسُّؤَالُ (٩) : مَا مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيْ حَقِّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟

প্রশ্ন-৯ : আল্লাহর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কী?

اَلْاِجَابَةُ : مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيْ حَقِّ اللهِ تَعَالٰى : اَلشَّهَادَةُ فِيْ حَقِّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الْاِيْمَانُ بِاللهِ عَنْ صِدْقٍ وَيَقِيْنٍ مُعْتَرِفًا بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى. وَالتَّجَرُّدُ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا اَمَرَ بِهِ مَنِ اتِّبَاعِ اَمْرِ اللهِ. وَالْاِجْتِنَابِ عَنْ نَوَاهِيْهِ قَوْلًا وَعَمَلًا.

উত্তর : আল্লাহর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ : আল্লাহর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে– সততা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। তার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া, আল্লাহর ইবাদাত ভিন্ন অন্যের ইবাদতকরণ থেকে নিজেকে বিমুখ করা– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এ সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এটা বাস্তবায়িত হবে কথা ও কাজে আল্লাহর নির্দেশনাবলি পালন করা এবং তার নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বিরত থাকার মধ্য দিয়ে।

اَلسُّؤَالُ (١٠) : مَا مَعْنَى شَهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟

প্রশ্ন-১০ : 'মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্যদানের তাৎপর্য কী?

اَلْاِجَابَةُ : مَعْنَى شَهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :

١. اِنَّ الشَّاهِدَ يَعْتَقِدُ اِعْتِقَادًا جَازِمًا بِاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرْسَلَهُ اللهُ اِلَى الثَّقَلَيْنِ. كَمَا قَالَ تَعَالٰى : «وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ»

٢. يَعْتَقِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرِسَالَتُهُ خَاتِمَةُ الرِّسَالَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ».

٣. يَعْتَقِدُ اَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ شَرَّفَهُ اللهُ تَعَالٰى بِحَمْلِ الرِّسَالَةِ اِلَى الْعَالَمِ. كَمَا قَالَ تَعَالٰى : «وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ الخ».

উত্তর : মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের তাৎপর্য :

১. সাক্ষ্যদাতা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাঁকে একটি পরিপূর্ণ রেসালাতের মিশনসহ জিন ইনসান উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর অমীয় বাণী, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

২. সে আরো বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর রেসালাত সর্বশেষ রেসালাত। যেমন আল্লাহর বাণী, «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ» الخ

৩. সে আরো বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর একজন বান্দাহ। আল্লাহ তাঁকে রেসালাতের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী, «وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا الخ»

اَلسُّؤَالُ (١١) : اُكْتُبْ بِالْعَرَبِيَّةِ تَعْلِيْمَاتِ هٰذِهِ الْخُطْبَةِ فِيْ حَيَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

প্রশ্ন-১১ : মুসলমানদের জীবনে এ খুব তার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আরবিতে লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : تَعْلِيْمَاتُ هٰذِهِ الْخُطْبَةِ : تَعْلِيْمَاتِ هٰذِهِ الْخُطْبَةِ فِيْ حَيَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَثِيْرَةٌ، فَمِنْهَا مَايَلِى :

١. اَلْفَوْزُ وَالسَّعَادَةُ يَحْصُلُ بِتَقْوَى اللهِ. ٢. اِنَّ تَقْوَى اللهِ تُوْقِى الْعَبْدَ مَقْتَهٗ وَعُقُوْبَتَهٗ وَسَخَطَهٗ.

٣. اِنَّ تَقْوَى اللهِ تُنَوِّرُ الْوُجُوْهَ وَتَرْضِىْ الرَّبَّ. ٤. وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ سُبُلَ السَّلَامِ فِىْ كِتَابِهٖ.

٥. اَلْاِحْسَانُ عَلَى الْخَلَائِقِ اَمْرٌ لَابُدَّ. ٦. اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ شِعَارِ الْمُؤْمِنِ.

٧. اَلْاِكْثَارُ بِذِكْرِ اللهِ أَمْرٌ مَمْدُوْحٌ. ٨. إِنَّ اللهَ يَقْضِىْ عَلَى الْعِبَادِ وَلٰكِنَّهُمْ لَايَقْضُوْنَ عَلَيْهِ.

উত্তর : এ খুতবার শিক্ষা : মুসলমানদের জীবনে এ খুতবার অনেক শিক্ষা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নরূপ–

১. সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জন করা যায় আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে।
২. আল্লাহ ভীরুতা বান্দাহকে তার গোস্বা, শাস্তি ও অসন্তুষ্টি হতে হেফাজত করে।
৩. পরহেযগারী মানুষের চেহারাকে সমুজ্জ্বল করে ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।
৪. আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সঠিক পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন।
৫. সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুকম্পা অত্যাবশ্যক কাজ।
৬. আল্লাহর রাহে জেহাদ করা মুমিনের আলামত।
৭. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা প্রশংসনীয় কাজ।
৮. আল্লাহ বান্দাহর ওপর ফায়সালা করেন, বান্দাহ আল্লাহর ওপর ফয়সালা করে না।

اَلسُّؤَالُ (١٢) : مَاهِىَ نَتِيْجَةُ صِدْقِ الْقَوْلِ وَاِنْجَازَ الْوَعْدِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ؟

প্রশ্ন-১২ : কুরআনের আলোকে সত্যবাদিতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ফলাফল কী?

اَلْاِجَابَةُ : اَلْاِفْتِتَاحُ : اِنَّ الصِّدْقَ وَ وَفَاءَ الْوَعْدِ صِفَتَانِ مُهِمَّتَانِ لِلْمُسْلِمِيْنَ. وَالْكِذْبَ وَاِخْلَافَ الْوَعْدِ خَصْلَتَانِ مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِيْنَ.

نَتِيْجَةُ صِدْقِ الْقَوْلِ وَاِنْجَازِ الْوَعْدِ : وَعَدَ اللهِ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاَوْفُوْا عُهُوْدَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ اَجْرِهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. ذٰلِكَ اَنْ يُعِزَّهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ. اِنَّ اللهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى لَنْ يُخْلِفَ وَعْدَهٗ. كَمَا قَالَ تَعَالٰى فِيْهِم : «لِيَجْزِىَ اللهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ».

وَاَيْضًا قَالَ تَعَالٰى : «اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ».

اَلْخَاتِمَةُ : فَعَلَيْنَا اَنْ نَكُوْنَ صَادِقِيْنَ فِى اَقْوَالِنَا وَمُنْجِزِيْنَ وَعُوْدَنَا اِذَا وَعَدْنَا.

উত্তর॥ ভূমিকা : সত্য কথা বলা এবং ওয়াদা পূরণ করা মুসলমানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর মিথ্যা কথা বলা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের দুটি স্বভাব।

সত্য কথা বলা এবং ওয়াদা পালনের ফলাফল : যারা সত্যভাষী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী তাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করবেন। উহার প্রতিফলন ঘটবে এভাবে যে, তিনি তাদেরকে বৈষয়িক জীবনে সম্মানিত করবেন এবং পরকালে জান্নাতে স্থান দেবেন। আল্লাহ চিরন্তন স্বভাব এই যে, তিনি কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ তাদের প্রতিফল দানের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে, 'যেন আল্লাহ সত্যাশ্রয়ী লোকদের সত্যতার পুরস্কার দেন। আর মুনাফিকদের ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন। ইচ্ছা হলে তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন।

অন্যত্র বলেছেন, তাদের কর্মনীতি এই যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা পূর্ণ করে থাকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না এবং তারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে ও কঠোর হিসেবের আশঙ্কা রাখে।

উপসংহার : কথায় সত্যবাদী এবং ওয়াদা করলে ওয়াদা পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

اَلسُّؤَالُ (١٣) : مَا هِيَ نَتِيْجَةُ الْاِصْلَاحِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهٖ مِنْ اَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَمَا هِيَ نَتِيْجَةُ عَكْسِهٖ؟

প্রশ্ন-১৩ : আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধনের ফলাফল কী? এবং উহার বিপরীতের ফলাফল কী?

اَلْاِجَابَةُ : نَتِيْجَةُ الْاِصْلَاحِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهٖ : مَنْ يُصْلِحْ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَايَنْوِىْ بِهٖ اِلَّا مَرْضَاةَ اللّٰهِ يَكُنْ ذِكْرًا فِى الْحَيَاةِ وَذُخْرًا فِي الْاٰخِرَةِ. حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ اِلٰى مَا قَدَّمَ.

نَتِيْجَةُ عَدَمِ الْاِصْلَاحِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهٖ : وَاَمَّا مَنْ لَمْ يُصْلِحْ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ يَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اَمَدًا بَعِيْدًا.

উত্তর : আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে সংশোধনের ফলাফল : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যকার গোপন, প্রকাশ্য বিষয়াবলি সংশোধন করবে অর্থাৎ তার নির্দেশমতো কাজ করবে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশা করে না, উহার ফল হবে– ইহা তার বৈষয়িক জীবনে স্মারক এবং পরকালীন জীবনে কঠিন মুহূর্তে পুঁজি হিসেবে কাজে লাগবে। যখন মানুষ তার পূর্বকৃত আমলের মুখাপেক্ষী হবে।

আল্লাহ ও বান্দাহর মাঝে সংশোধন না করার ফলাফল : অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার বান্দাহর মাঝে সংশোধন করবে না, সে কামনা করবে যে, এই দিনটি (হাশরের দিন) যদি তার নিকট হতে বহু দূরে অবস্থিত হত, তার কতই না ভালো হতো।

اَلسُّؤَالُ (١٤) : بَيِّنْ نَتِيْجَةَ التَّقْوٰى وَفَوَائِدَهٗ فِيْ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ.

প্রশ্ন-১৪ : মুসলমানের জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের ফলাফল ও উপকারিতা বর্ণনা করুন।

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدِّمَةُ : اِنَّ التَّقْوٰى وِقَاءٌ عَنْ كُلِّ الْفُحْشِ وَالْمُنْكَرِ فَلَهٗ نَتَائِجُ وَفَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ.

نَتِيْجَةُ التَّقْوٰى وَفَوَائِدَهٗ : اِنَّهَا وَسِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ لِنَيْلِ سَعَادَةِ الدَّارَيْنِ وَذَرِيْعَةٌ كَبِيْرَةٌ لِلنَّجَاةِ عَنِ الْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ . فَمَشَاهِيْرُهَا مَسْطُوْرَةٌ فِيْ التَّالِيَةِ.

١. اِنَّهَا تُبَيِّضُ الْوَجْهَ. ٢. اِنَّهَا تُوْقِى الْعَبْدَ عَنْ مَقْتِ اللّٰهِ.

٣. وَتُرْضِى الرَّبَّ. ٤. اِنَّهَا تَحْفَظُهُ عَنِ الْعُقُوْبَةِ فِى الْاٰخِرَةِ.

٥. اِنَّهَا يُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ. ٦. وَاِنَّهَا تُنْشِئُ الثِّقَةَ فِى حَيَاةِ الْمُسْلِمِ.

٧. اِنَّهَا تُوْقِى الْعَبْدَ عَنْ سَخَطِ اللهِ وَغَضَبِهِ.

٨. وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ وَالرُّتْبَةَ حَتّٰى يَفُوْزَ صَاحِبُهَا فَوْزًا عَظِيْمًا.

فَاِذَا فَقَدَ الْمُسْلِمُ التَّقْوٰى اِنْتَشَرَ الظُّلْمُ وَالْفَسَادُ فِىْ حَيَاتِهِ وَاِذَا حَصَلَ الْمُسْلِمُ فِىْ حَيَاتِهِ التَّقْوٰى يِنَالُهُ الْأَمْنُ وَالسَّلَامُ. فَلِذَا اَوْصَى النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَقْوَى اللهِ.

اَلْحَاصِلُ : اِنَّ التَّقْوٰى مُؤَثِّرٌ فِى الْمَرْءِ فِى اَخْلَاقِهِ كَمَا فِى اَطْوَارِهِ.

উত্তর : ভূমিকা : নিশ্চয়ই তাকওয়া সর্ববিধ অসামাজিক ও ঘৃণ্য কাজসমূহ থেকে রক্ষা কবচ। অতএব এর রয়েছে অনেক ও ফলাফল ও উপকারিতা।

তাকওয়ার ফলাফল ও উপকারিতা : এটা উভয়লৌকিক সৌভাগ্য লাভের জন্যে বিরাট উপায় এবং পারলৌকিক আযাব থেকে মুক্তির বড় মাধ্যম। এসবের প্রসিদ্ধ কয়েকটি সৌভাগ্য ও মুক্তির বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

১. তাকওয়া মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। ২. তা বান্দাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে।
৩. মহান প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। ৪. পরলোকে আল্লাহর আযাব থেকে হিফাজত করে।
৫. যাবতীয় গুনাহের কাফ্ফারা করে। ৬. মুসলিম জীবনে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা সৃষ্টি করে।
৭. তা বান্দাকে আল্লাহর গযব ও রাগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং
৮. তা মানুষের মর্যাদার আসনকে সমুন্নত করে, এমনকি মুত্তাকী ব্যক্তি বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

অতঃপর মুসলিম ব্যক্তি যখন তাকওয়া হারিয়ে ফেলবে তখন তার জীবনে জুলুম ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। আর সে যখন স্বীয় জীবনে তাকওয়া লাভ করবে তখন সে শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। এজন্যে রাসূল (স) মুসলিমদেরকে তাকওয়ার জোর উপদেশ দিয়েছেন।

সমাপনী : তাকওয়া যেমনি প্রতিটি মানুষের পক্ষে তার চরিত্রে প্রভাব বিস্তারকারী তেমনি তার চাল-চলনেও প্রভাব বিস্তারকারী।

اَلسُّؤَالُ (١٥) : مَا هِىَ الْمَقَامَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ **প্রশ্ন-১৫ : مَقَامَةٌ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?**

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدَّمَةُ : لَايَخْفٰى لَدَى الْاُدَبَاءِ بِاَنَّ الْمُقَامَةَ هِىَ قِسْمٌ جَدِيْدٌ مِنْ اَقْسَامِ الْاَدَبِ الْعَرَبِىِّ وَمِنْ اَنْوَاعِهِ الَّذِىْ لَاوُجُوْدَ لَهُ فِى الْعَالَمِ دُوْنَ الْعَرَبِىِّ وَهٰذَا نَشَأَ فِى الْعَصْرِ الْعَبَّاسِى فِى الْعَرَبِيَّةِ وَاَوَّلُ مَنِ اشْتَهَرَ فِىْ اِنْشَاءِ الْمَقَامَةِ هُوَ الْعَلَّامَةُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِى وَهٰذَا الْاَدَبُ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ مِنَ الْاَدَابِ فَبَيَانُ هٰذَا فِى التَّالِى.

مَعْرِفَةُ الْمَقَامَةِ : اَلْمَقَامَةُ هِىَ صِيْغَةُ الظَّرْفِ مِنْ قَامَ يَقُوْمُ بِمَعْنَى الْمَوْضَعِ اَوِ الْوَقْتِ الَّذِىْ تَقَعُ فِيْهَا وَاقِعَةٌ وَيُسْتَعْمَلُ فِىْ مَعْنٰى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اَوِ الْخُطْبَةِ وَالْعِظَةِ اَوِ الْمَجْلِسِ.

وَفِى اِصْطِلَاحِ الْاَدَبِ هِىَ قِصَّةٌ قَصِيْرَةٌ مَسْجُوْعَةٌ تَشْتَمِلُ عَلٰى عِظَةٍ وَسَلَاحَةٍ وَكَانَ الْاُدَبَاءُ يُظْهِرُوْنَ فِيْهَا بَرَاعَتَهُمْ، يَكُوْنُ لَهَا بَطَلٌ وَ رَاوِىٌّ.

اَلْحَاصِلُ : نَعَمْ اَلْمَقَامَةُ هِىَ اَقْوٰى فُرُوْعِ الْاَدَبِ وَاِنْشَاءُهُ صَعْبٌ وَكَلَامُهُ مُرْشِدٌ وَالْقِيَامُ بِهِ مُعْجِزٌ لِرَجُلٍ مُطْلَقٍ.

উত্তর : ভূমিকা : ঐতিহাসিকদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, مَقَامَةٌ আরবি সাহিত্যের
ধারা। আরবি সাহিত্য ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে مَقَامَةٌ জাতীয় সাহিত্যের অ
আব্বাসীয় শাসনামলে এ সাহিত্য ধারা সৃষ্টি হয়। এ প্রকার সাহিত্য সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম
অর্জন করেন তিনি হলেন বদিউযযামান আল-হামাদানি। আরবি সাহিত্যে ইহা একটি
যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল–

মাকামাহ পরিচিতি : مَقَامَةٌ শব্দটি قَامَ يَقُوْمُ হতে اِسْمِ ظَرْف যার অর্থ– এমন স্থান বা
কোন কিছু সংঘটিত হয়। আরবদের ব্যবহারে ইহা জানতার দল, ভাষণ, উপদেশ, সম
ব্যবহৃত হয়। আরবি সাহিত্যিকদের পরিভাষায় মাকামা হলো এমন ছন্দবদ্ধ গল্প-কা
যাতে উপদেশ ও হাস্যরসের সমাবেশসহ সাহিত্যিকদের ভাষাগত পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়।

উপসংহার : হ্যাঁ, 'মাকামাহ' আরবি সাহিত্যের শাখাসমূহের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি
সাহিত্য সৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন। এর বাক্যগুলো উপদেশমূলক এবং সাধারণ ব্যক্তির জন্য তা রচনা করা

(١٦) : مَنْ هُوَ عِيْسَى بْنُ هَشَامٍ؟ وَاَبُوا الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيُّ؟

প্রশ্ন-১৬ : ঈসা ইবনে হিশাম কে? এবং আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারি কে ছিলেন?

اَلْمُقَدَّمَةُ : اِنَّ لِكُلِّ قِصَّةٍ رَجُلًا اَوْ رِجَالًا اَلَّذِيْنَ فَرَضَهُمُ الْكَاتِبُ لِرَوَايَةِ قِصَّتِهٖ وَيُسَمِّيْهِمْ
حَسَنَةٍ لَذِيْذَةٍ بِاقْتِضَاءِ هَوَاهُ. كَمَا اَنَّ لِلْمَقَامَةِ رَجُلَيْنِ فَرْضِيَيْنِ مُسَمَّيَيْنِ بِاِسْمِ عِيْسَى بْنِ
بِيْ الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيْ.

ى بْنَ هِشَامٍ هُوَ الَّذِيْ اَسْنَدَ اِلَيْهِ الْعَلَّامَةُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِيُّ رِوَايَةَ الْقَصَصِ فِيْ جَمِيْعِ
تِ الَّتِيْ كَتَبَهَا كَمَا اَضَافَ الْعَلَّامَةُ الْمَوْصُوْفُ اِلٰى اَبِي الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيِّ نَشَأَتَهَا وَالْحَقُّ
جُلَانِ فَرْضِيَانِ مُتَصَوَّرَانِ لَاوُجُوْدَلَهُمَا فِي الْحَقِيْقِيَةِ. وَمَا لَهُمَا مَعْرِفَةٍ خَاصَّةٌ كَمَا يَكُوْنُ
لنَّاسِ مَعْرِفَةٌ خَاصَّةٌ كَمَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ الْحَرِيْرِي فِيْ شَانِهِمَا فِيْ مُقَدَّمَةِ مَقَامَاتِهٖ
لاهُمَا مَجْهُوْلَانِ لَايُعْرَفَانِ.

ن هٰذِهِ الْمَقَامَةِ اَنَّ عِيْسٰى رَجُلٌ فَتِى السِّنِّ وَالْقُوَّةِ مَوْفُوْرٌ بِالنِّعْمَةِ وَالثَّرْوَةِ نَاعِمُ الْحَالِ فَرِغُ
سَافِرٌ اِلٰى بُلْدَانٍ كَثِيْرَةٍ وَاَدَّى الْحَجَّ وَالزِّيَارَةَ وَاَنَّهٗ رَجُلٌ جَوَّادٌ يَجُوْدُ بِمَالِهٖ عَلَى النَّاسِ بِحَسَبِ
باءِ. وَاَبُو الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِي نَرَاهُ فِي الْمَقَامَةِ رَجُلًا خَادِعًا اَسْفَلَ الْاَخْلَاقِ يَسْأَلُ النَّاسَ مَعَ اَنَّهٗ
ةٍ وَيَحْصُلُ مِنْهُمُ النُّقُوْدَ بِكَلَامِهِ الْمُسَحَّرِ وَيَشْتَكِلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لِحُصُوْلِ الدُّنْيَا كَانَ
حَلَالًا اَوْ حَرَامًا.

لُ : فَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ هٰذِهِ الْمَقَامَةِ اَنَّ خُلُقَ اَبِي الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيُّ مَذْمُوْمٌ وَخُلُقُ عِيْسَى بْنِ
مَحْمُوْدٌ وَلَوْ كَانَ فِيْ شَبَابِهٖ مَاشٍ فِي الْغَوَايَةِ.

উত্তর : ভূমিকা : প্রত্যেককটি গল্পেরই এক বা একাধিক নায়ক থাকে যাদেরকে লেখক তার গল্পের জন্য কল্পনা করে নেন এবং তার নিজের খুশিমতো সুন্দর ও মধুর নাম দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে মাকামার জন্যও দুজন কল্পিত ব্যক্তি রয়েছে যাদের নাম ঈসা ইবনে হিশাম ও আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী।

ঈসা ইবনে হিশাম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লামা বদীউয্যামান হামাদানি তার লিখিত সমস্ত মাকামার বর্ণনাকারী হিসেবে দেখিয়েছেন। যেভাবে তিনি আবুল ফাতাহ ইস্কান্দারীকে সমস্ত ঘটনার নায়ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় জনই কল্পিত ব্যক্তি, যাদের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই আল্লামা হারিবি তার মাকামার মোকাদ্দামায় এই দু'ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছেন। তারা উভয়জনই কল্পিত এবং অস্তিত্ববিহীন ব্যক্তি, যাদের বাস্তব কোনো পরিচয় নেই।

এই মাকামায় দেখতে পাই যে, ঈসা একজন তরুণ বয়সের শক্তিশালী এবং সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছেন এবং হজ ও যিয়ারত আদায় করেছেন। তিনি একজন দানবীর ব্যক্তি। তিনি মানুষকে তার সাধ্য পরিমাণ প্রয়োজন মোতাবেক দান করতেন।

আর আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী মাকামা সাহিত্যে যাকে আমরা একজন নীচু চরিত্রের প্রতারক হিসেবে পাই। সে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিকট ভিক্ষা করে বেড়াতো এবং জাদুময়ী কথা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতো। সে দুনিয়া অর্জনের জন্য হালাল হারাম নির্বিশেষে নানারূপে আত্ম প্রকাশ করতো।

উপসংহার : এ মাকামাহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী মন্দ চরিত্রের লোক এবং ঈসা ইবনে হিশাম প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী, যদিও তিনি যৌবনে ভ্রান্ত পথে গমন করেন।

اَلسُّوَالُ (١٧) : كَيْفَ كَانَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ فِى ابْتِدَاءِ عُمُرِهٖ وَزَمَنِ شَبَابِهٖ.

প্রশ্ন-১৭ : ঈসা ইবনে হিশাম তার তরুণ বয়সে ও যৌবনকালে কেমন ছিলেন?

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدَّمَةُ : لِكُلِّ رَجُلٍ كَامِلٍ شُعُوْبٌ لِحَيَاتِهٖ كَشُعْبَةِ الطُّفُوْلَةِ وَالنَّشَاءَةِ وَشُعْبَةُ الشَّبَابَةِ وَالْفَتَاةِ وَشُعْبَةُ الرُّجُوْلِ وَالْبُطُوْلِ حَتّٰى الْكِبَرِ وَكَذٰلِكَ لَهُمْ جَدِيَّةٌ لِكُلِّ شُعْبَةٍ مِنْ حَيَاتِهِمْ كَمَا اَنَّ عِيْسَى بْنَ هِشَامٍ كَانَ فِىْ بِدَايَةِ عُمْرِهٖ ظَرِيْفًا مُسَافِرًا فِى الْحَيَاةِ.

كَانَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ فِى ابْتِدَاءِ عُمُرِهٖ وَزَمَنِ شَبَابِهٖ صَاحِبَ ثَرْوَةٍ نَاعِمَ الْحَالِ فَارِغَ الْبَالِ يَقْضِى اَوْقَاتَهٗ فِى الْعُطْلَةِ وَالْبُطْلَةِ وَكَانَ يَجُوْلُ مَعَ الاحِبَّاءِ اِلٰى كُلِّ ضَلَالَةٍ وَغَوَايَةٍ.

اَلْحَاصِلُ : فَلَايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْعَلَ شَبَابَهٗ كَشَبَابِ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا قَضَيْتَ شَبَابَكَ فَاِنْ اَفْنَيْتَ حَيَاتَكَ فِى الْخَيْرِ تَفْلُحُ وَاِلَّا تَخْسَرُ.

উত্তর : ভূমিকা : প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবনে রয়েছে অনেকগুলো ধাপ। যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌরুষ ইত্যাদি ধাপ বার্ধক্য পর্যন্ত। এমনিভাবে মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে নতুনত্ব যেমনিভাবে ঈসা ইবনে হিশাম তার প্রাথমিক জীবনে ছিলেন চতুর ও ভবঘুরে।

ঈসা ইবনে হিশাম তার তরুণ বয়সে ও যৌবনকালে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খোশহাল, জামেলা মুক্ত জীবন যাপন করতেন এবং বন্দুবান্ধবদের সাথে মিলিত হয়ে ভ্রষ্ট পথে, অপকর্মে লিপ্ত থাকতেন এবং উদ্দেশ্য বিহীনভাবে দিকবিদিক ঘোরাফেরা করতেন।

উপসংহার : কাজেই ঈসা ইবনে হিশামের ন্যায় যৌবনকে নষ্ট করা সমীচীন নয়। কারণ, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, কোন কাজে তোমার যৌবন কাটিয়েছো? তুমি যদি তোমার জীবন ভাল পথে কাঠিয়ে থাক তখন তুমি মুক্তি পাবে, অন্যথা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সহকারী প্রোডাক্ট
২য় বর্ষ-৪র্থ

اَلسُّوَالُ (١٨) : مَتٰى وَكَيْفَ وَقَعَ اللِّقَاءُ بَيْنَ اَبِى الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيِّ وَ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ؟

প্রশ্ন-১৮ : ঈসা ইবনে হিশামের সাথে কবে কীভাবে আবুল ফাতাহ ইসকান্দারীর সাক্ষাৎ ঘটে?

اَلْاِجَابَةُ : بَعْدَ اَنْ قَضٰى عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ اِبْتِدَاءَ عُمُرِهٖ وَزَمَنِ شَبَابِهٖ شَاغِلًا فِى الْعِمَايَةِ وَالْغَوَايَةِ حَدَثَ خَوْفُ اللّٰهِ وَخَوْفُ الْاٰخِرَةِ فِىْ قَلْبِهٖ فَتَغَيَّرَ فِىْ طَرْزِ الْحَيَاةِ وَخَرَجَ اِلٰى سَفَرِ الْحَجِّ وَالزِّيَارَةِ فَفِىْ اَثْنَاءِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْحَجِّ وَالزِّيَارَةِ اَقَامَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ فِى الْكُوْفَةِ فِىْ دَارِ رَفِيْقِهٖ، فَفِى اللَّيْلِ جَاءَ فَقِيْرٌ وَقَرَعَ بِابَهٗ وَطَلَبَ مِنْهُ النُّقُوْدَ بِلِسَانٍ اَفْصَحَ حَتّٰى حَصَلَهٗ وَعَجَبَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ بَعْدَ سَمَاعِ كَلَامِهٖ ذِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَذِى السَّجَعِ الْيُسْرِ وَدَفَعَ اِلَيْهِ قَبْضَةً مِنَ الدَّنَانِيْرِ ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَدَعَاهُ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ عِيْسَى اَلَا اَنْتَ شَيْخُنَا اَبُوْ الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِىُّ فَاتَّفَقَ اللِّقَاءُ بَيْنَ اَبِى الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيِّ فِىْ صُوْرَةِ فَقِيْرٍ سَائِلٍ مُبْتَغٍ لِلْمُسَاعَدَةِ وَعِيْسَى بْنُ هِشَامٍ عَلٰى حَالِهِ الْمُسَاعِدِ الْمُعْطِىْ.

উত্তর : ঈসা ইবনে হিশাম তার তরুণ বয়স ও যৌবনকাল কুকর্মের মধ্যে অতিবাহিত করার পর যখন তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো এবং তার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও পরকালের ভীতি সৃষ্টি হলো, তখন তিনি ফরয হজ ও যিয়ারত আদায় করার জন্য মক্কা ও মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হজ্জে যাবার পথে ঈসা ইবনে হিশাম কূফায় তার সফরসঙ্গীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর রাতে এক ফকির এসে দরজায় কড়া নাড়লো এবং বিমুগ্ধ ভাষায় তার কাছে টাকা ভিক্ষা চাইলো। শেষ পর্যন্ত টাকা হস্তগত করলো। এদিকে তার অলংকারময় জাদুকরী ভাষা শুনে ঈসা ইবনে হিশাম অবাক হলেন এবং তাকে একমুঠো দিনার প্রদান করে তারপর দরজা খুললেন এবং তাকে গৃহে প্রবেশের আহ্বান করেন। যখনই ভিক্ষুক তার নিকট প্রবেশ করলো ঈসা ইবনে হিশাম বলে উঠলেন, একি! আপনি আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারি নয়!! ফলে, আবুল ফাতাহ-এর সাথে ঈসা ইবনে হিশামের সাক্ষাত ঘটলো যে অবস্থায় আবুল ফাতাহ ছিলো ফকির বেশে এবং ঈসা ইবনে হিশাম ছিলেন দাতার বেশে।

اَلسُّوَالُ (١٩) : مَتٰى وُلِدَ الْعَلَّامَةُ الْهَمَدَانِىُّ وَمَتٰى تَوَفِّىَ؟

প্রশ্ন-১৯ : আল্লামা হামাদানি কবে জন্মগ্রহণ করেন এবং কবে মৃত্যুবরণ করেন?

اَلْاِجَابَةُ : وُلِدَ الْعَلَّامَةُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىُّ فِىْ بَلَدِ هَمَدَانَ مِنْ مُلْكِ فَارِسٍ سَنَةَ ٣٥٣ ه وَقِيْلَ : ٣٥٧ هـوَمَاتَ ٣٩٨ هـ فِى نِيْسَابُوْر وَعُمُرُهٗ بِضْعٌ وَ اَرْبَعُوْنَ.

উত্তর : আল্লামা বদিউয্যামান হামদানি ৩৫৩ হিজরি সনে মতান্তরে ৩৫৭ হিজরি সনে পারস্যের হামাদান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৯৮ হিজরিতে ৪০ বছরের কিছু অধিক বয়সে নিশাপুর শহরে ইন্তেকাল করেন।

اَلسُّوَالُ (٢٠) : مَنْ هُوَ اَبُو الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِىُّ؟ اُكْتُبْ مَا تَعْلَمُ مِنْهُ؟

প্রশ্ন-২০ : আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী কে ছিলেন? তার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : اِنَّ اَبَا الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِىُّ هُوَ رَجُلٌ فَرْضِىٌّ فَرَضَهٗ صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىُّ فَاَضَافَ اِلَيْهِ نَشْاَةَ جَمِيْعِ الْقَصَصِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا فِىْ مَقَامَاتِهٖ كَمَا اَنَّهٗ اَضَافَ اِلٰى عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ رِوَايَةَ

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড-২৪ (খ)

جَمِيْعِ الْقَصَصِ فِيْ مَقَامَاتِهِ وَهُمَا رَجُلَانِ فَرْضِيَّانِ كَمَا قَالَ فِيْهِمَا الْعَلَّامَةُ الْحَرِيْرِيُّ فِيْ مُقَدَّمَةِ مَقَامَاتِهِ اَنَّ الْمَقَامَاتِ الَّتِيْ اِبْتَدَعَهَا بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْعَلَّامَةُ الْهَمَدَانِيْ وَعَزَا اِلٰى عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ رِوَايَتَهَا وَاِلٰى اَبِي الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِيْ نَشْأَتَهَا كِلَاهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُوْلَانِ لَا يُعْرَفَانِ.

উত্তর : বিখ্যাত সাহিত্যিক বদীউয্যামান আল-হামাদানি তার সকল মাকামায় আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারীকে একজন কল্পিত নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ঈসা ইবনে হিশামকে একজন কল্পিত বর্ণনাকরী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। বাস্তবে তাদের কোনো অস্তিত্ব বা পরিচিতি নেই। বিখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা হারীরীও স্বীয় মাকামার ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন যে, বদীউয্যামান আল-হামাদানির মাকামায় ঈসা ইবনে হিশাম ও আবুল ফাতাহ আল ইসকান্দারী উভয়ই যথাক্রমে কল্পিত বর্ণনাকারী ও নায়ক এবং যাদের পরিচিতি কারো জ্ঞাত নেই।

اَلسُّوَالُ (٢١) : مَاذَا كَانَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ يَفْعَلُ فِيْ عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ؟

প্রশ্ন-২১ : ঈসা ইবনে হিশাম যৌবনের প্রারম্ভকালে কী করতেন?

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدَّمَةُ : لِكُلِّ رَجُلٍ كَامِلٍ شُعُوْبٌ لِحَيَاتِهِ كَشُعْبَةِ الطُّفُوْلَةِ وَالنَّشْاءَةِ وَشُعْبَةِ الشَّبَابَةِ وَالْفَتَاةِ وَشُعْبَةِ الرَّجُوْلِ وَالْبُطُوْلِ حَتّٰى الْكِبَرِ وَكَذٰلِكَ لَهُمْ جَدِّيَّةٌ لِكُلِّ شُعْبَةٍ مِنْ حَيَاتِهِمْ كَمَا اَنَّ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ كَانَ فِيْ بِدَايَةِ عُمُرِهٖ ظَرِيْفًا مُسَافِرًا فِي الْحَيَاةِ.

فِيْ عُنْفُوَانِ الشَّبَابِ كَانَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ يَعْمَلُ جَمِيْعَ الْاَعْمَالِ الْخَبِيْثَةِ وَالْاَفْعَالِ الْبَاطِلَةِ حَتّٰى كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِيْ بَحْرِ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ وَكَانَ يَذْهَبُ اِلٰى جَمِيْعِ نَادِيَةِ اللَّذَائِذِ وَالشَّهَوَاتِ الشَّاغِلَةِ عَنْ طَرِيْقِ الْاِعْتِدَالِ.

اَلْحَاصِلُ : فَلَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْعَلَ شَبَابَهٗ كَشَبَابِ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ؛ لِاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا قَضَيْتَ شَبَابَكَ فَاِنْ اَفْنَيْتَ حَيَاتَكَ فِي الْخَيْرِ تُفْلِحُ وَاِلَّا تَخْسِرُ.

উত্তর : ভূমিকা : প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবনে রয়েছে অনেকগুলো ধাপ। যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌরুষ ইত্যাদি ধাপ বার্ধক্য পর্যন্ত এমনিভাবে মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে নতুনত্ব যেমনভিাবে ঈসা ইবনে হিশাম তার প্রাথমিক জীবনে ছিলেন চতুর ভবঘুরে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঈসা ইবনে হিশাম সর্বপ্রকার কদর্য ও অবৈধ কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। পথভ্রষ্টতা আর গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। সত্যপথ বিচ্যুতকারী যাবতীয় ভোগ-বিলাসের অনুষ্ঠানে যেতেন।

উপসংহার : কাজেই, ঈসা ইবনে হিশামের ন্যায় যৌবনকে নষ্ট করা সমীচীন নয়। কারণ, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, কোন কাজে তোমার যৌবন কাটিয়েছ? তুমি যদি তোমার জীবন ভালো পথে কাটিয়ে থাক তখন তুমি মুক্তি পাবে, অন্যথা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اَلسُّوَالُ (٢٢) : اُكْتُبْ اَحْوَالَ اَبِى الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِى الَّتِىْ بَيَّنَهَا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ.

প্রশ্ন-২২ : দরজায় দাঁড়িয়ে ঈসা ইবনে হিশামের প্রশ্নের উত্তরে আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী তার অবস্থার যে বর্ণনায় তা লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّ الْاَحْوَالَ الَّذِاتِيَةَ الَّتِىْ بَيَّنَهَا اَبُوْ الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِى فِىْ جَوَابِ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ هِىَ اَنَّهُ مُسَافِرُ اللَّيْلِ طَرَدَهُ الْجُوْعُ يُعَانِىْ شِدَّةَ الْمَعِيْشَةِ وَيُوَاجِهُ مَصَائِبَ الزَّمَانِ وَحَوَادِثَهَا وَصَارَ ضَعِيْفًا لِكَثْرَةِ السَّفَرِ وَالسَّيْرِ وَهُوَ جَائِعٌ وَعَطْشَانٌ وَلِبَاسُهُ بَالٍ. خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ مُسَافِرًا مُنْذُ زَمَانٍ طَوِيْلٍ لَايُرِيْدُ الرُّجُوْعَ اِلَى الْبَيْتِ وَنَاقَتُهُ صَارَتْ ضَعِيْفَةً وَهُوَ فَقِيْرٌ جِدًّا مَعَ اَنَّهُ كَرِيْمُ الْخُلُقِ وَحَرِيْمُ النَّسْلِ اِضْطَرَّهُ الْجُوْعُ اِلَى السُّوَالِ.

উত্তর : ঈসা ইবনে হিশামের প্রশ্নের উত্তরে আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী তার যে সব অবস্থার অবতারণা করেছেন তা নিম্নরূপ–

তিনি গভীর রজনীতে ভ্রমণকারী ক্ষুধা কর্তৃক বিতাড়িত, জীবন সমস্যায় জর্জরিত এবং যুগের সমস্যাবলীতে হতাশাগ্রস্ত, আর দীর্ঘ ভ্রমণের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং তার পরিধেয় জীর্ণশীর্ণ। অনেক কাল ধরে ঘর থেকে বের হয়েছেন। বাহন অকেজো হয়ে পড়েছে। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র জীবন যাপন করছেন। যদিও সে সম্মানিত ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক তথাপি ক্ষুধা তাকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করেছে।

اَلسُّوَالِ (٢٣) : وَلَا يَغُرَّنَّكَ الَّذِىْ اَنَا فِيْهِ مِنَ الطَّلَبِ مَنْ قَالَ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ وَلِمَنْ قَالَ وَلِمَا قَالَ؟

প্রশ্ন-২৩ : وَلَا يَغُرَّنَّكَ الَّذِىْ اَنَا فِيْهِ مِنَ الطَّلَبِ উক্তি কে, কাকে এবং কেনো বলেছেন?

اَلْاِجَابَةُ : لَايَخْفٰى اَنَّ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مُنْتَخَبَةٌ مِنَ الْمَقَامَةِ الْكُوْفِيَّةِ لِبَدِيْعِ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِى. عِنْدَ مَا رَاى رَاوِى الْمَقَامَةِ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ نَشَأَتَهَا اَبَا الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِى فِىْ لِبَاسِ الْفَقِيْرِ يَسْأَلُ النَّاسَ التُّقُوْدَ حَتّٰى اِلَيْهِ فَعَجِبَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ بِالْاَصْلِ غَنِىٌّ ذُوْ ثَرْوَةٍ فَقَالَ اَبُو الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِىُّ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ مُخَاطِبًا لِعِيْسَى بْنِ هِشَامٍ وَاَرَادَ بِهَا اَنْ يَقُوْلَ بِاَنَّ السُّوَالَ اَحْيَانًا لِصَاحِبِ الثَّرْوَةِ لَيْسَ بِاَمْرٍ عَجِيْبٍ لِاَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ وَقَالَهَا لِاِزَالَةِ ظَنِّ السُّوْءِ بِهٖ ؛ لِاَنَّ عِيْسَى بْنَ هِشَامٍ ظَنَّ فِيْهِ بِالسُّوْءِ.

উত্তর : ভূমিকা : প্রকাশ থাকেক যে, উদ্ধৃত ইবারতটি বদীউয্যামান হামাদানি রচিত মাকামাতে কূফিয়্যাহ থেকে নেয়া হয়েছে। মাকামার বর্ণনাকরী ঈসা ইবনে হিশাম যখন আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দরীকে ভিক্ষুকের বেশে মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে দেখলেন, এমনকি তার কাছেও তখন তিনি তার কাজে অবাক হলেন। কারণ, সে মূলতঃ অঢেল সম্পদের মালিক। অতঃপর আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারী ঈসা ইবনে হিশামকে লক্ষ্য করে আলোচ্য উক্তিটি ব্যক্ত করে এবং এর মধ্য দিয়ে একথা বুঝাতে চায় যে, ধনীদের মাঝে মধ্যে ভিক্ষা করাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ, পৃথিবীটা ক্ষণস্থায়ী। আর একথা বলা কারণ হলো ঈসা ইবনে হিশাম তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা গ্রহণ করেছিলেন।

اِصْنَعْ حَيَاتَكَ
নিজেকে গড়ো

اَلسُّؤَالُ (٢٤) : مَا مَوْقِفُ الْاِنْسَانِ فِى رَأْيِ الْكَاتِبِ بَيْنَ الْوَرَاثَةِ وَالْبِيْئَةِ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-২৪ : লেখকদের দৃষ্টিতে বংশধারা ও পরিবেশের অবস্থান কী? বর্ণনা করুন।

اَلْجَوَابُ : مَوْقِفُ الْاِنْسَانِ فِى رَأْيِ الْكَاتِبِ بَيْنَ الْوَرَاثَةِ وَ الْبِيْئَةِ :

قَالَ الْكَاتِبُ الْعَلَّامُ : إِنَّ لِلْوَرَاثَةِ وَالْبِيْئَةِ يَدًا فِىْ تَحْدِيْدِ حَيَاةِ الْاِنْسَانِ وَ تَوْجِيْهِهَا، وَلٰكِنَّ اِرَادَةَ الْاِنْسَانِ، وَ عَزْمَهُ وَ تَرْبِيَتَهُ لِنَفْسِهِ قَادِرَةٌ قُدْرَةً كَبِيْرَةً عَلٰى اَنْ تَتَغَلَّبَ عَلٰى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ وَ الْبِيْئَةِ. فَهُمَا لَا تَعُوْقَانِهِ عَنْ اِسْعَادِ حَيَاتِهِ إِذْ مَنَحَهُ اللّٰهُ الْهِمَّةَ الطَّمُوْحَ وَالْإِرَادَةَ الْغَلَّابَةَ، وَالْفِكْرَ الصَّمِيْحَ الْمُتَوَثِّبَ.

উত্তর : বংশধারা ও পরিবেশ বিষয়ে লেখকের অবস্থান : লিখক বলেন, নিশ্চয়ই বংশধারা ও পরিবেশের বিশাল ভূমিকা রয়েছে মানুষের জীবন সীমিত করতে ও তা পথ পর্দশনে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা, সংকল্প, সাহস ও বেড়ে উঠা এতোটাই শক্তিশালী যে সে তার বংশধারা ও পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারে। মানুষের জীবন সৌভাগ্যময় করতে বংশধারা ও পরিবেশ ইচ্ছাশক্তির বাধা হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ মানুষকে সমুন্নত ইচ্ছাশক্তি ও সুস্থ চিন্তাশক্তি দান করেছেন।

اَلسُّؤَالُ (٢٥) : اُذْكُرْ أَهَمِّيَّةَ إِرَادَةِ الْاِنْسَانِ وَ عَزْمِهِ فِى التَّغَلُّبِ عَلٰى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ والْبِيْئَةِ. مُوَضِّحًا.

প্রশ্ন-২৫ : বংশধারা ও পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করুন।

اَلْجَوَابُ : أَهَمِّيَّةُ اِرَادَةِ الْاِنْسَانِ وَ عَزْمِهِ فِى تَغَلُّبِ عَلٰى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ وَ الْبِيْئَةِ.

اِنَّ لِاِرَادَةِ الْاِنْسَانِ وَ عَزْمِهِ أَهَمِّيَّةً هَامَّةً، لَا سِيَّمَا فِى التَّغَلُّبِ عَلٰى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ وَالْبِيْئَةِ؛ لِأَنَّ اِرَادَةَ الْاِنْسَانِ قَادِرَةٌ قُدْرَةً كَبِيْرَةً عَلٰى أَنْ تَتَغَلَّبَ عَلٰى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ وَ الْبِيْئَةِ. وَالْوَرَاثَةُ وَالْبِيْئَةُ لَا تَعُوْقَانِ اِرَادَةَ الْاِنْسَانِ وَ عَزْمَهُ عَنْ إِسْعَادِ حَيَاتِهِ؛ لِاَنَّ اللّٰهَ مَنَحَهُ الْهِمَّةَ الطَّمُوْحَ وَ الْإِرَادَةَ الْغَلَّابَةَ.

উত্তর : বংশধারা ও পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব।
নিশ্চয়ই মানুষের সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব অসীম। বিশেষ করে পরিবেশ ও বংশধারার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সে এতটাই শক্তিশালী যে, সে এদেরকে পরাস্ত করে নিতে সক্ষম। বংশধারা ও পরিবেশ মানুষের সংকল্প শক্তিকে সৌভাগ্যময় জীবন অর্জনে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তো তাকে সম্পন্ন সংকল্প শক্তি ও পরাস্তকারী ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন।

اَلسُّؤَالُ (٢٦) : مَا خُطُوْرَةُ الْاِكْتِئَابِ فِىْ حَيَاةِ الْاِنْسَانِ؟ وَمَا هِىَ؟ أَوْضِحْ.

প্রশ্ন-২৬ : মানব জীবনে হতাশার ভয়াবহতা কী? সুস্পষ্ট করুন।

اَلْجَوَابُ : خُطُوْرَةُ الْاِكْتِئَابِ فِىْ حَيَاةِ الْاِنْسَانِ.

اِنَّ لِلْاِكْتِئَابِ فِىْ حَيَاةِ الْاِنْسَانِ مَخْطُوْرَةً خَطِيْرَةً جِدًّا؛ لِاَنَّ الْاِكْتِئَابَ سُمٌّ قَاتِلٌ يُضْنِى الْإِنْسَانَ حَتّٰى يُمِيْتَهُ.

উত্তর : মানবজীবনে হতাশার ভয়াবহতা : মানবজীবনে হতাশার ভয়াবহতা অত্যন্ত ভয়ংকর। কারণ তা মারাত্মক বিষতুল্য যা মানুষকে একদম ভেঙ্গে চুরমার দেয়।

اَلسُّؤَالُ (٢٧) : مَا سَبَبُ النَّجَاحِ عِنْدَ الْكَاتِبِ مِنَ الْإِشْفَاقِ وَ التَّوَجُّسِ عِنْدَ السَّيْرِ فِيْ طَرِيْقِ الْعَمَلِ؟ وَضِّحْ.

প্রশ্ন-২৭ : লেখকের দৃষ্টিতে ব্যক্তির পথ অবলম্বনে উৎকণ্ঠা ও ভয়-শঙ্কা থেকে কৃতকার্য হওয়ার উপায় কী? সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করুন।

اَلْجَوَابُ : سَبَبُ النَّجاحِ عِنْدَ الْكَاتِبِ مِنَ الْإِشْفَاقِ وَ التَّوَجُّسِ فِي السَّيْرِ فِي طَرِيْقِ الْعَمَلِ!

وَهُوَ اَنَّ كُلَّ مَنْ سَارَ فِي طَرِيْقِ الْعَمَلِ بَدَأَ حَيَاتَهُ بِنَوْعٍ مِن الْاِشْفَاقِ وَالتَّوَجُّسِ وَ الْحَذَرِ. ومَّا نَجَحَ أَحَدٌ مِنْ هٰذَا الْإِشْفَاقِ، إِنَّمَا نَجَحَ مَنْ نَجَحَ، لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ حَيَاتَهُ أَحَسَّ أَنَّ فِيْ يَدِهِ مِصْبَاحًا مِنْ نَفْسِهِ يَضِيْءُ لَهُ الطَّرِيْقَ وَ يَسْتَحِثُّهُ عَلَى السَّيْرِ وَ كُلَّمَا تَقَدَّمَ إِلَى الأَمَامِ خُطوَةً اِسْتَحَثَّهُ عَزْمُهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الْخُطْوِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَلَلٍ.

উত্তর : লেখকের দৃষ্টিতে ব্যক্তির আমলের পথ অবলম্বন কালে উৎকণ্ঠা ও ভয়-শঙ্কা থেকে বাঁচার উপায় :

যে ব্যক্তিই আমলের পথ অবলম্বন করে সেই এক প্রকার উৎকণ্ঠা ও ভয়-শঙ্কার জীবন আরম্ভ করে। এ ভয় থেকে কেউই আত্মরক্ষা করতে পারে না। সেই বাঁচতে পেরেছে , যে তার জীবনে আমলের পথ অবলম্বন করে প্রারম্ভেই অনুভব করলো যে, তার হাতে এমন একটি মশাল রয়েছে যা তার পথের দিকে আলো ছড়াবে এবং তাকে ভ্রমণ করার প্রতি প্রেরণা যুগাবে। এবং এক পা, এক পা করে অগ্রসর হতে থাকবে তখনই তার সংকল্প তাকে ভয় ক্লান্তিহীনভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।

اَلسُّؤَالُ (٢٨) : بِمَاذَا بَدَأَ مَنْ سَارَ فِي طَرِيْقِ الْعَمَلِ فِي نَظْرِ الْكَاتِبِ؟ فَصِّلْ.

প্রশ্ন-২৮ : লেখকের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আমলের পথ অবলম্বন করলো সে কিসের জীবন আরম্ভ করলো। সবিস্তারে আলোচনা করুন।

اَلْجَوَابُ : كُلُّ مَنْ سَارَ فِي طَرِيْقِ الْعَمَلِ بَدَأَ حَيَاتَهُ فِي نَظْرِ الكَاتِبِ بِنَوْعٍ مِنْ الْاِشْفَاقِ وَ التَّوَجُّسِ وَالْحَذَرِ.

উত্তরঃ লেখকের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিই আমলের পথ অবলম্বন করে সে যেন একপ্রকার উৎকণ্ঠা, ভয় ও আশঙ্কার জীবন শুরু করলো।

اَلسُّؤَالُ : (٢٩) مَا هِيَ الْخُبُوْطُ الَّتِي يَجِبُ انْ تَنْسُجَ مِنْهَا حَيَاتَكَ فِي نَظْرِ الْكَاتِبِ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-২৯ : লেখকের দৃষ্টিতে সেসব জিনিস যাকে অতিক্রম করতো তোমার জীবন গঠন করা আবশ্যক? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

اَلجوَابُ : اِنَّ رِحَابَةَ اُفُقِكَ، وَ تَحْدِيْدَ مِثْلِكَ الْأَعْلٰى وَ طُمُوْحَكَ اِلَيهِ وَ ثِقَتَكَ بِنَفْسِكَ، وَ اِحْتِرَامِكَ لَهَا فِي غَيْرِ كِبْرِيَاءٍ وَ غُرُوْرٍ، ثُمَّ تَفَاؤُلَكَ وَ ابْتِسَامَكَ وَ سُرُوْرَكَ هِيَ الْخُبُوْطُ الَّتِي يَجِبُ أَن تَنْسُجَ مِنْهَا حَيَاتَكَ فِيْ نَظْرِ الكَاتِبِ.

উত্তর : তোমার প্রত্যাশিত সেই বিস্তৃত অঞ্চল, তোমার ন্যায় সুউচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিবর্গ, সে দিকের প্রতি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর তোমার নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা অহংকার ও গৌরব ছাড়াও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অতঃপর তোমার আশাবাদ, মুচকি হাসি ও তোমার আনন্দ-উল্লাস এ সবই এমন নিষ্ফল বিষয়, যাকে অতিক্রম করে তোমার জীবন গঠন করা আবশ্যক।

اَلسُّؤَالُ (٣٠) : كَيْفَ يَكُوْنُ نَجَاحُكَ عَظِيْمًا لَوْ لَمْ تَكْسِبْ مَالًا كَثِيْرًا فِيْ رَأْيِ الْكَاتِبِ وَضِّحْ.

প্রশ্ন-৩০ : লেখকের দৃষ্টিতে কম সম্পদ উপার্জন করেও তোমার জীবন বৃহদাকারের কীভাবে হবে, বিস্তারিত আলোচনা করুন।

اَلْجَوَابُ : اِنَّكَ إِذَا رَحَبْتَ اُفُقَكَ وَ حَذَّذْتَ مِثْلَكَ الأَعْلٰى. وَطَمَحْتَ إِلَيْهِ، وَ وَثَقْتَ بِنَفْسِكَ وَ اِحْتَرَمْتَ لَهَا مِنْ غَيْرِ كِبْرِيَاءٍ وَ غُرُوْرٍ، ثُمَّ تَفَاءَلْتَ وَابْتَسَمْتَ وَ سَرَرْتَ كَانَ نَجَاحُكَ عَظِيْمًا وَ لَوْلَمْ تَكْسِبْ مَالًا كَثِيْرًا.

উত্তর : তুমি যখন প্রত্যাশা করবে তোমার বিস্তৃত অঞ্চলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে তোমরা ন্যায় সুউচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিবর্গের অহংকার ও গৌরব চাড়া তোমার নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখবে এবং এর প্রতি সম্মতি প্রদর্শন করবে এবং আশাবাদ, খুশি ও আনন্দ উল্লাস অতিক্রম করে লেখকের দৃষ্টিতে জীবন গঠন করবে তখন তোমারই বিজয় হবে বৃহদাকারের যদিও কম সম্পদ উপার্জন করো।

مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرْ سَعِيْدٍ لِحَافِظِ اِبْرَاهِيْمَ

পোর্ট সাইদ বালিকা বিদ্যালয়– কবি হাফেজ ইবরাহিম

اَلسُّؤَالُ (٣١) : مَاذَا تَمَنَّى الشَّاعِرُ حَافِظُ اِبْرَاهِيْمِ لِوَطَنِهِ؟

প্রশ্ন-৩১ : কবি হাফেজ ইবরাহিম তাঁর জন্মভূমির জন্যে কী কামনা করলেন?

اَلْاِجَابَةُ : تَمَنَّى الشَّاعِرُ اَنْ يَرٰى وَطَنَهُ مِصْرَ حُرِّيَّةً مُسْتَقِلَّةً وَاَرَادَ اَنْ يُحْمِيَهَا وَيَسُوْدَهَا شِعَبٌ رَاقٍ ذُوْ فَخْرٍ مُتَّصِفٍ بِالْخِصَالِ الْمَحْمُوْدَةِ وَالْاِنْسَانِيَّةِ وَالْعَطَاءِ وَالْاِنْفَاقِ.

উত্তর: কবি তাঁর জন্মভূমি মিসরকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। আর তিনি কামনা করেছেন, এ দেশটি যেন একটি উন্নত ও গৌরবময় জাতি রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা হবে মানবতা, বদান্যতা ও দান-দক্ষিণার মতো প্রশংসনীয় গুণাবলিতে গুণান্বিত।

اَلسُّؤَالُ (٣٢) : مَتٰى يُعْتَبَرُ الْمَالُ نِهَايَةَ الْاِمْلَاقِ وَالْفَقْرِ؟

প্রশ্ন-৩২ : সম্পদকে কখন চরম পর্যায়ের দরিদ্রতা হিসেবে গণ্য করা হয়?

اَلْاِجَابَةُ : يُعْتَبَرُ الْمَالُ نِهَايَةَ الْاِمْلَاقِ وَالْفَقْرِ اِذَا لَمْ يُحْفَظْ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يُصَنْ بِالْعَقْلِ؛ لِاَنَّ الْغَنِيَّ الْجَاهِلَ يُسْرِفُ مَالَهُ وَيُبَذِّرُهُ فِيْ اَمَاكِنَ غَيْرِ مَشْرُوْعَةٍ.

উত্তর : সম্পদকে যদি জ্ঞান দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং তা যদি জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহলে তাকে নিছক দরিদ্রতা হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা, মূর্খ ধনী তার সম্পদ যত্রতত্র অপচয় করে এবং অবৈধ স্থানে ব্যয় করে।

اَلسُّؤَالُ (٣٣) : مَتٰى يَكُوْنُ الْعِلْمُ سَبَبًا لِلْإِخْفَاقِ؟ **প্রশ্ন-৩৩ : জ্ঞান কখন অকৃতকার্যের কারণ হয়?**

اَلْاِجَابَةُ : اَلْعِلْمُ اِنْ لَمْ تُحِطْهُ الشَّمَائِلُ الطَّيِّبَةُ وَالْاَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ كَانَ سَبَبًا لِلْإِخْفَاقِ وَالْهَلَاكِ وَلَا يَنْتَفِعُ صَاحِبُهُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُجْتَمَعُ وَالْوَطَنُ وَالْعَالَمُ بَلْ يَأْتِيْ بِخَسَارَةٍ عَظِيْمَةٍ وَهَلَاكٍ.

উত্তর : জ্ঞানকে যদি উত্তম চরিত্র ও মহান স্বভাব পরিবেষ্টন করে না রাখে, তাহলে তা হবে অকৃতকার্যতা ও ধ্বংসের কারণ। ওই জ্ঞান জ্ঞানীর কোনো উপকারে আসবে না। সমাজ, জাতি ও পৃথিবী তা থেকে উপকৃত হতে পারবে না; বরং তা ভয়াবহ ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে।

প্রশ্ন-৩৪ : কবি মাকে মাদরাসার সাথে কেন তুলনা করলেন?

اَلسُّؤَالُ (٣٤) : لِمَاذَا شَبَّهَ الشَّاعِرُ الْأُمَّ بِالْمَدْرَسَةِ؟

اَلْإِجَابَةُ : شَبَّهَ الشَّاعِرُ الْأُمَّ بِالْمَدْرَسَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدْرَسَةَ كَمَا تُرَبِّيْ تَلَامِذَهَا وَتُعِدُّهُمْ مُثَقَّفًا وَمُهَذَّبًا كَذٰلِكَ تُرَبِّي الْأُمُّ اَوْلَادَهَا وَتُعِدُّهُمْ مُثَقَّفًا وَمُهَذَّبًا.

উত্তর : কবি মাকে মাদরাসার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা মাদরাসা যেমন তার ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদেরকে শিক্ষিত ও ভদ্র হিসেবে গড়ে তুলে, তদ্রূপ মাও তার সন্তানদেরকে প্রতিপালন করে এবং তাদেরকে শিক্ষিত ও মার্জিতরূপে গড়ে তোলেন।

প্রশ্ন-৩৫ : জাতি গঠনে মায়ের প্রভাব কী?

اَلسُّؤَالُ (٣٥) : مَا أَثَرُ الْأُمِّ فِيْ إِعْدَادِ الشَّعْبِ؟

اَلْإِجَابَةُ : فِيْ أِعْدَادِ الشَّعْبِ طَيِّبِ الْاَعْرَاقِ لِلْاُمِّ مَآثِرُ مَدَى الآفَاقِ.

উত্তর : জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করতে মায়ের দিগন্ত বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন-৩৬ : কবির মতে মহিলাদের ব্যস্ততা কী হবে?

اَلسُّؤَالُ (٣٦) : مَا يَكُوْنُ شُغْلُ النِّسَاءِ عَلٰى رَأْيِ الشَّاعِرِ؟

اَلْإِجَابَةُ : عَلٰى رَأْيِ الشَّاعِرِ لِلنِّسَاءِ شُئُوْنٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ دُوْرِهِنَّ يَشْتَغِلْنَ بِهَا وَيَخْرُجْنَ مِنَ الْبَيْتِ لِلضَّرُوْرَةِ مَعَ رِعَايَةِ الشُّرُوْطِ.

উত্তর॥ কবির মতে ঘরে মহিলাদের অনেক কাজ আছে, যেগুলো নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে। আর তারা প্রয়োজনে শর্তাবলি মেনে ঘরের বাইরে বের হতে পারবে।

প্রশ্ন-৩৭ : নারীরা কি পুরুষদের মতো ভ্রমণ করবে?

اَلسُّؤَالُ (٣٧) : هَلْ تُسَافِرُ النِّسَاءُ كَمَا يُسَافِرُ الرِّجَالُ؟

উত্তর : নারীরা পুরুষদের মতো ভ্রমণ করবে না।

اَلْإِجَابَةُ : لَا تُسَافِرُ النِّسَاءُ كَمَا يُسَافِرُ الرِّجَالُ.

اَلسُّؤَالُ (٣٨) : هَلْ تُقَابِلُ النِّسَاءُ التَّضْيِيْقَ فِي الْمُجْتَمَعِ؟

প্রশ্ন-৩৮ : সমাজে মহিলারা কি সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়?

اَلْإِجَابَةُ : نَعَمْ، فِيْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ تُقَابِلُ النِّسَاءُ التَّضِيِيْقَ فِي الْمُجْتَمَعِ، لِذَا قَالَ الشَّاعِرُ: لَا تُسْرِفُوْا فِي الْحَجْبِ وَالتَّضْيِيْقِ وَالْاَرْهَاقِ.

উত্তর॥ হ্যাঁ, কতক সময় মহিলারা সমাজে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়। তাই কবি বলেন, তোমরা লুকিয়ে রাখা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপে সীমালঙ্ঘন করো না।

اَلسُّؤَالُ (٣٩) : كَيْفَ يُعَامِلُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ عَلٰى رَأْيِ الشَّاعِرِ؟

প্রশ্ন-৩৯ : কবির মতে পুরুষরা নারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে?

اَلْإِجَابَةُ : عَلٰى رَأْيِ الشَّاعِرِ لَايَدَعُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ سَوَافِرَ يَجُلْنَ بَيْنَ الرِّجَالِ فِي الْاَسْوَاقِ وَكَذٰلِكَ لَا يُسْرِفُوْنَ فِي الْحَجْبِ وَالتَّضْيِيْقِ وَالْاَرْهَاقِ بَلْ يَتَوَسَّطُوْنَ فِي الْحَالَتَيْنِ وَيَسْعَوْا اَنْ تَسْتَبِيْنَ النِّسَاءُ عَلٰى نُوْرِ الْهُدٰى وَالْحَيَاءِ الْبَاقِيْ.

উত্তর॥ কবির মতে পুরুষরা নারীদেরকে এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবে না যে, তারা বাজারে পুরুষদের সাথে চলাফেরা করবে। তদ্রূপ লুকিয়ে রাখা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে তারা সীমালঙ্ঘন করবে না; বরং তারা দুই অবস্থার মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে এবং এ ব্যাপারে চেষ্টা করবে, যাতে নারীরা হেদায়াতের আলো ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার ওপর বেড়ে উঠতে পারে।

قَصِيْدَةُ الْبُرْدَةِ فِيْ مَدْحِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

কাসিদায়ে বুরদাহ : নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (স)-এর প্রশংসায়

اَلسُّؤَالُ (٤٠) : اُكْتُبْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ قَصِيْدَةَ الْبُرْدَةِ؟ প্রশ্ন-৪০ : কাসিদায়ে বুরদার নামকরণের কারণ লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : وَجْهُ تَسْمِيَةِ قَصِيْدَةِ الْبُوْصِيْرِيْ بِـ «قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ» : اَسْبَابُهُ مُخْتَلِفَةٍ :

١. قَدْ ذَكَرَ فِي الْمُنْجِدِ : مَعْنَى الْبُرْدَةِ هِيَ الثَّوْبُ الْمُخَطَّطُ وَالْمُنَقَّشُ وَعَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى سُمِّيَتْ بِهَا؛ لِاَنَّ الْبُوْصِيْرِيْ ذَكَرَ فِيْ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ مَضَامِيْنَ شَتّٰى، فَاَكَاَنَ الْقَصِيْدَةُ لِكُلِّ مَضْمُوْنِهَا لَوْنٌ عَجِيْبٌ فَائِقٌ يَشْبُهُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ الرَّائِقَةِ فَشَابَهَتْ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ بِبُرْدَةٍ مُخَطَّطَةٍ فَسُمِّيَتْ بِهَا.

২. ذَكَرَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ : اَنَّ الْبُرْدَةَ اِسْمٌ لِمَا يَبْرُدُ كَاَكَلَةَ اِسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ وَاِنَّ الْفَاظَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ مُسْجَعَةٌ مَحْفُوْظَةٌ عَنِ الزَّوَائِدِ وَالتَّعْقِيْدِ، مَنْظُوْمَةٌ مَزِيْنَةٌ بِكَمَالِ التَّنَاسِقِ فَشَبَّهَهَا بِمَا يَبْرُدُ بِالْوَسَائِطِ فِيْ الصَّفَاءِ وَالزِّيْنَةِ فَسُمِّيَتْ بِهَا.

৩. قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلْقٰى عَلَيْهِ بُرْدَةَ حِيْنَ رَاٰهُ فِيْ الْمَنَامِ وَهُوَ يَمْدَحُهُ فَعَوْفٰى فِيْ سَاعَتِهِ مِنَ الشَّلَلِ فَسُمِّيَتْ بِهَا.

উত্তরঃ **بُرْدَةُ-এর অর্থ :** بُرْدَةُ-এর অর্থ– নকশাকৃত ও ডোরাকাটা কাপড়।

বুসিরির কবিতাটিকে 'বুরদা' নামে নামকরণের কারণ : এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে–

১. আল-মুনজিদ অভিধানে «بُرْدَةُ»-এর অর্থ 'নকশাকৃত ও ডোরাকাটা কাপড়' উল্লেখ করা হয়েছে। এ অর্থে এর নামকরণ এভাবে হয়েছে যে, আল্লামা বুসিরি (র) এই কাব্যটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন। মনে হয় যেন কাব্যটির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বর্ণালি চিত্তাকর্ষতা ও বহুরূপী মনোহর বাচনভঙ্গি, যা একটি সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং কাব্যটি নকশাকৃত চাদরের সাদৃশ্য থাকার কারণে «بُرْدَةُ» নাম রাখা হয়েছে।

২. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বুরদা নাম রাখার কারণ এটাও বর্ণনা করেছেন, «بُرْدَةُ» শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো, 'যা দ্বারা সৌন্দর্য আনয়ন করা হয়'। যেমন– «اُكْلَةٌ» অর্থ– যা ভক্ষণ করা হয়। বুসিরি (র)-এর কাসিদাটি সুসজ্জিত এবং অতিরিক্ত ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহ হতে সংরক্ষিত, আর অতি সুন্দর গ্রন্থে রচিত কাব্য হওয়ায় এটাকে যন্ত্রাদি দ্বারা ঠিক করে সাজানো চাদরের সাথে তুলনা করে কাসিদায়ে বুরদা নাম রাখা হয়েছে।

৩. কেউ এটাও বর্ণনা করেছেন, নবীজী (স) স্বপ্নযোগে আল্লামা বুসিরির ওপর একখানা মূল্যবান চাদর নিক্ষেপ করেন, যখন বুসিরি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে কাব্যখানা পড়ে শুনান। ফলে বুসিরি তৎক্ষণাৎ অর্ধাঙ্গ ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করেন। এজন্যে এর নাম 'কাসিদায়ে বুরদা' রাখা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٤١) : مَنْ هُوَ الْبُوْصِيْرِيْ؟ اُكْتُبْ تَعَارُفَهُ بِالْاِخْتِصَارِ.

প্রশ্ন-৪১ : বুসিরি কে ছিলেন? সংক্ষেপে তাঁর পরিচিতি লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : تَعَارُفُ الْبُوْصِيْرِى : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حَمَّادِ الصَّنْهَاجِى الْبُوْصِيْرِى، وُلِدَ بِقَرْيَةِ دَلْسِ بِالْجَزَائِرِ اَوَّلَ شَوَّالٍ ٦٠٨هـ، تَلَقَى الْعُلُوْمَ مُنْذُ بِدَايَةِ حَيَاةٍ وَتِلْمِذٍ عَلٰى عُلَمَاءِ بَارِعِيْنَ، كَانَ مُوْلِعًا بِقِرَاءَةِ سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ وَاَخْبَارِهٖ وَصَنَّفَ كُتُبًا كَثِيْرًا اَشْهَرُهَا «اَلْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَةُ فِى مَدْحِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ» اَلْمَعْرُوْفَةُ بِاسْمِ الْبُرْدَةِ وَتُوُفِّىَ بِالْاِسْكِنْدَرِيَّةِ سَنَةَ ٦٩٥هـ وَهُوَ ابْنُ ٨٧ عَامًّا.

উত্তর : বুসিরির পরিচয় : তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ সুনহাজি আল বুসিরি। তিনি আলজেরিয়ার দালস গ্রামে পহেলা শাওয়াল ৬০৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবন হতে জ্ঞানার্জন করেন এবং কতিপয় শ্রেষ্ঠ মনীষীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নবী কারিম (স)-এর সীরাত ও হাদিস অধ্যয়নে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো اَلْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَةُ فِىْ مَدْحِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ, যা কাসিদায়ে বুরদা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৬৯৫ সনে ৮৭ বছর বয়সে ইসকান্দারিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।,

اَلسُّؤَالُ (٤٢) : مَا الْمُرَادُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ؟ **প্রশ্ন-৪২ : الثَّقَلَيْنِ ও الْكَوْنَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?**

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُرَادُ بِالْكَوْنَيْنِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْمُرَادُ بِالثَّقَلَيْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

উত্তর॥ كَوْنَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাত। আর ثَقَلَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ ও জিন।

اَلسُّؤَالُ (٤٣) : إِلٰى مَنْ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ؟ وَكَيْفَ حَالُ الْمُجِيْبِيْنَ لِدَعْوَتِهٖ؟

প্রশ্ন-৪৩ : কার দিকে রাসূল (স) আহ্বান করেছেন? তাঁর আহ্বানে সাড়া দানকারীদের অবস্থা কেমন?

اَلْاِجَابَةُ : اِلَى اللهِ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُجِيْبُوْنَ لِدَعْوَتِهٖ اِسْتَمْسَكُوْا بِحَبْلٍ غَيْرَ مُنْفَصِمٍ.

উত্তর॥ রাসূল (স) আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। আর তাঁর আহ্বানে সাড়া দানকারীরা অকাট্য রশি ধরেছে।

اَلسُّؤَالُ (٤٤) : كَيْفَ كَانَتْ أَخْلَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلٰى ضَوْءِ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ؟

প্রশ্ন-৪৪ : আলোচ্য কবিতার আলোকে রাসূল (স)-এর চরিত্র কেমন ছিলো?

اَلْاِجَابَةُ : اَخْلَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلٰى ضَوْءِ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ :

١. كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مُصَلِّيًا، اِنَّهٗ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ اَكْثَرَ حَتّٰى وَرَمَتْ قَدَمَاهُ. ٢. كَانَ مُضْحِى النَّفْسِ لِلدِّيْنِ. ٣. كَانَ زَاهِدًا عَنِ الدُّنْيَا. ٤. كَانَ أَبَرَّ فِىْ قَوْلِهٖ.
٥. كَانَ صَاحِبًا لِلْخُلُقِ الْعَظِيْمِ حَتّٰى فَاقَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ.
٦. كَانَ مُحْسِنًا لِاُمَّتِهٖ.

উত্তর॥ আলোচ্য কবিতার আলোকে রাসূল (স)-এর চরিত্রাবলি :

১. রাসূল (স) রাতে অধিক নফল নামায আদায় করতেন, এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেতো।
২. তিনি দ্বীনের জন্যে আত্মত্যাগী ছিলেন।
৩. তিনি দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। ৪. তিনি তার কথায় সদা সত্যবাদী ছিলেন।
৫. তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এমনকি তিনি সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।
৬. তিনি উম্মতের প্রতি দয়ালু ছিলেন।

اَلسُّؤَالُ (٤٥) : اُكْتُبْ بَعْضَ أَوْصَافِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْبُوْصِيْرِيْ.

প্রশ্ন-৪৫ : বুসিরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যেসব গুণাবলি উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু লিপিবদ্ধ করুন।

اَلْإِجَابَةُ : اَوْصَافُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْبُوْصِيْرِي. ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْبُوْصِيْرِيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَوْصَافًا كَثِيْرَةً. بَعْضُ مِنْهَا مَرْقُوْمَةٌ فِي التَّالِيْ :

١. اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْبُدُ اللهَ حَتّٰى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ لِلصَّلَاةِ الطَّوِيْلَةِ.

٢. اَنَّهُ كَانَ صَابِرًا عَلٰى شِدَّةِ الْجُوْعِ حَتّٰى شَدَّ عَلٰى بَطْنِهِ حِجَارَتَيْنِ.

٣. اَنَّهُ كَانَ مُعْرِضًا لِمَا قِيْلَ لَهُ لَوْ اَرَدْتَ اَنْ تَصِيْرَ الْجِبَالُ ذَهَبًا لَصَارَتْ.

٤. اَنَّهُ كَانَ زَاهِدًا وَمُعْرِضًا عَنْ ثَرْوَاتِ الدُّنْيَا.

٥. كَانَ يُؤْثِرُ الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا.

٦. اَنَّهُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَسَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

٧. وَكَانَ اٰمِرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ.

٨. وَهُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهُ فِيْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

উত্তর : রাসূল (স)-এর গুণাবলি যা বুসিরি উল্লেখ করেছেন : আল্লামা বুসিরি রাসূল (স)-এর শানে অনেকগুলো গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য থেকে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. নবী কারিম (স) রাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, এমনকি দীর্ঘ নামায আদায়ের ফলে তাঁর উভয় পা ফুলে যেতো।

২. তিনি কঠিন ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণকারী ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার দহন দূর করার জন্যে স্বীয় পেটের ওপর দুটি পাথর বেঁধে রাখতেন।

৩. তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যখন তাঁকে বলা হলো, যদি আপনি চান, তাহলে পাহাড়গুলো আপনার জন্যে স্বর্ণে পরিণত হবে।

৪. তিনি ছিলেন দুনিয়া-বিমুখ এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ প্রত্যাখ্যানকারী।

৫. তিনি দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

৬. তিনি ছিলেন উভয় জগৎ, মানব-দানব, আরব ও অনারবের সর্দার।

৭. তিনি সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে নিষেধকারী।

৮. তিনি আল্লাহর এমন বন্ধু, দুনিয়া ও আখেরাতের মহাবিপদের সময় যার সুপারিশের আশা করা যায়।

اَلسُّؤَالُ (٤٦) : كَيْفَ فَاقَ نَبِيُّنَا الْكَرِيْمُ ﷺ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْاٰخِرِيْنَ؟

প্রশ্ন-৪৬ : আমাদের নবী (স) অন্যান্য নবীদের ওপর কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন?

اَلْإِجَابَةُ : فَاقَ نَبِيُّنَا الْكَرِيْمِ ﷺ فِيْ خَلْقٍ وَخُلُقٍ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ الْاٰخِرِيْنَ، وَلَمْ يَدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ.

উত্তর : আমাদের নবী (স) আকৃতি ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। অন্য কোনো নবী জ্ঞান ও বদান্যতায় তাঁর কাছাকাছিও আসতে পারেন নি।

مُعَلَّقَةُ زُهَيْرٍ

যুহাইর (রা)-এর কবিতা

اَلسُّؤَالُ (٤٧) : مَنْ هِيَ «أَمُّ أَوْفٰى» فِيْ مُعَلَّقَةُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন-৪৭ : যুহাইর বিন আবি সালমার রচিত মুয়াল্লাকার মধ্যে উম্মে আওফা কে?

اَلْاِجَابَةُ : : اَلْمَعْرُوْفَ أَنَّ أُمَّ أَوْفٰى اِمْرَأَةٌ مَشْهُوْرَةٌ لِقَوْمِ بَنِيْ أَسَدٍ وَهِيَ حَبِيْبَةٌ وَزَوْجَةٌ لِلشَّاعِرِ الْفَهَّامِ زُهَيْرِبْنِ أَبِيْ سَلْمٰى فِيْ مُعَلِّقَةِ زُهَيْرِبْنِ أَبِيْ سَلْمٰى.

উত্তর॥ প্রকাশ থাকে যে, উম্মে আওফা বনু আসাদ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ রমণী। তিনি মুয়াল্লাকাতু যুহাইর বিন আবু সালমার মধ্যে উম্মে আওফা হলেন যুহাইর বিন আবু সালমার প্রেমিকা ও স্ত্রী।

اَلسُّؤَالُ (٤٨) : أُكْتُبْ سِتَّ مَشَاهِيْرَ الشُّعَرَاءِ لِلعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ.

প্রশ্ন-৪৮ : জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ ছয়জন কবির নাম লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : : اَلْمَعْرُوْفُ أَنَّ سِتَّ مَشَاهِيْرِ الشُّعَرَاءِ لِلعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ مَذْكُوْرَةٌ بِالذَّيْلِ.

وَهُمْ اِمْرَئُ الْقَيْسِ وَطَرْفَةُ بْنُ الْعَبْدِ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِيْ سَلْمٰى وَلَبِيْدُبْنُ رَبِيْعَةَ وَعَمْرُوْ بْنِ كُلْثُوْمٍ وَعَنْتَرَةُ بْنِ شَدَّادٍ.

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ ছয়জন কবির নাম হলো নিম্নরূপ : তারা হলো– ১. ইমরাউল কায়েস ২. তরফা বিন আবদ ৩. যুহাইর বিন আবি সালমা ৪. লবিদ বিন রবিয়াহ ৫. আমর বিন কুলসুম ৬. আনতারা বিন শাদ্দাদ।

اَلسُّؤَالُ (٤٩) : تَبَصَّر خَلِيْلِي هَلْ تَرٰى مِنْ ظَعَائِنِ * تَحْمِلْنَ بِالْعُلْيَا مِنْ فَوْقَ جَرْثَمَ،

مِنَ الْقَائِلِ لِهٰذَا الْبَيْتِ وَمِنْ قَالَ «تَبَصَّرِ خَلِيْلِي».

প্রশ্ন-৪৯ : «تَبَصَّر خَلِيْلِي هَلْ تَرٰى مِنْ ظَعَائِنِ * تَحْمِلْنَ بِالْعُلْيَا مِنْ فَوْقَ جَرْثَمَ» শ্লোকের কথক কে? আর কে বলেন? «تَبَصَّر خَلِيْلِي»?

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمَعْرُوْفِ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَذْكُوْرَ فِيْ وَرَقَةِ اَلسُّؤَالُ قَائِلُهُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى "تَبَصَّر خَلِيْلِي" لِصَدِيْقِهِ.

উত্তর॥ প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নে উল্লিখিত শ্লোকের কথক হলেন যুহাইর বিন আবি সালমা। দক্ষ কবি যুহাইর বিন আবি সালমা তার বন্ধুকে বললেন, تَبَصَّرْ خَلِيْلِي ।

اَلسُّؤَالُ (٥٠) : اَلْعَصْرُ الْجَاهِلِيُّ مَا هُوَ؟ وَلِمَا سُمِّيَ هٰذَا الْاِسْمِ؟

প্রশ্ন-৫০ : জাহেলি যুগ বলতে কী বুঝ? এ নামে কেন নামকরণ করা হলো?

اَلْاِجَابَةُ : تَعْرِيْفُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ : لَا يَخْفٰى عَلٰى أَحَدٍ أَنَّ الْعَصْرَ الْجَاهِلِيُّ هُوَ الْفِتْرَةُ الَّتِيْ سَبَقَتْ بِعْثَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاسْتَمَرَّتْ اِلٰى قَرْنٍ وَنِصْفٍ مِنَ الزَّمَانِ.

وَجْهِ تَسْمِيَةِ الْعَصْرِ بِالْجَهْلِ : وَقَدْ سُمِّيَ الْعَصْرُ الْجَاهِلِيُّ لِمَا شَاعَ فِيْهِ مِنَ الْجَهْلِ وَلَيْسَ الْمَقْصُوْدِ بِالْجَهْلِ الَّذِيْ هُوَ ضِدُّ الْعِلْمِ بَلْ الْجَهْلُ الَّذِيْ هُوَ ضِدُّ الْحِلْمِ.

وَجَدِيْرٌ بِالذِكْرِ أَنْ كَلِمَةِ (جَهْلِ) فِى اللُّغَةِ تَأْتِىْ بِمَعْنٰى (لَمْ يَعْلِمَ) وَتَأْتِىْ بِمَعْنٰى (سَفِهَ أَوْ خَرَجَ بِالْغَضَبِ مِنْ عَقَالِ الْحِلْمِ) فَيَقُوْلُ عَمْرُوْ بْنِ كَلْثُوْمِ.

أَلَا لَايَجْهِلْنَ أَحَدَ عَلَيْنَا * فَنَجْهِلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَا.

وَيَقُوْلُ جَرِيْرَ : وَيَفُوْقُ جَاهِلُنَا فَعَّالَ الْجَهْلِ.

فَظَهَرَ مَعْنٰى الْجَهْلِ فِىْ النُّصُوْصِ السَّفْهِ لَا ضِدَّ الْعِلْمِ.

উত্তরঃ **জাহেলি যুগ পরিচিতি :** কারো নিকট গোপনীয় নয়, জাহেলি যুগ বলতে সে সময়কে বুঝায় যা নবী করিম (স)-এর নবুওয়াতের পূর্ব সময় পর্যন্ত ছিলো। আর এটা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে চলতে থাকে।

"জাহেলি যুগ" নামকরণের কারণ : জাহেলি যুগ নামে নামকরণ করার কারণ হলো উক্ত সময় অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিলো। তাই বলে জাহেলি বলতে জ্ঞানের বিপরীত বিষয় বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলির বিপরীতে হিলম তথা ধৈর্যকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, جَهْل শব্দটি অভিধানে 'অজ্ঞতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং নির্বোধ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, অথবা রাগান্বিত হয়ে ধৈর্যের বন্ধন থেকে বের হয়ে যাওয়া অর্থ দেয়।

কবি আমর ইবনে কুলছুম বলেন–

أَلَا لَا يَجْهَلْنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا * فَنَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَا.

কবি জারির বলেন, يَفُوْقُ جَاهِلُنَا فَعَّالَ الْجَهْلِ

এ সকল দলিলে জাহেল শব্দটি নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইলমের বিপরীত অর্থে নয়।

প্রশ্ন-৫১ : মুয়াল্লাকাত কাকে বলে? اَلسُّؤَالُ (٥١) : اَلْمُعَلَّقَاتِ مَا هِىَ؟

اَلْإِجَابَةُ : اَلْمُعَلَّقَاتِ لُغَةً : وَالْمُعَلَّقَاتُ مِنَ التَّعْلِيْقِ، وَالتَّعْلِيْقِ يَأْتِىْ عَلٰى مَعَانٍ عَدِيْدَةٍ.

١. وَضْعَ الشَّيْءِ عَلٰى شَيْءٍ اٰخِرِ يَقَالُ : عُلِّقَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَىْ وَضْعَهُ لَهُ وَعَلِّقَ الشَّيْءِ بِالْمِسْحَبِ.

٢. وَالتَّعْلِيْقُ : تَرْكِيْبُ الشَّيْءِ وَنَصْبُهُ بِغَيْرِهِ : يُقَالُ عُلِّقَ الْبَابُ عَلٰى دَارِهِ أَىْ رَكَّبِهِ وَنَصَبَهُ بِهِ.

٣. وَالتَّعْلِيْقَ : بَيْنَ الْعَزْمِ وَالتَّرْكِ : يُقَالَ : عَلَّقَ الْقَاضِىْ الْحُكْمَ أَىْ : لَمْ يَقْطَعْ بِهِ.

٤. وَالْمُعَلَّقَةُ : الْمَرْأَةُ الَّتِىْ لَا يُبَاشِرُهَا زَوْجُهَا وَلَا يُطْلِقُهَا، وَفِى الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ : فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ.

فَزُبْدَةُ الْمُعَانِىْ : اَلْمَعَلَّقَاتُ : الْمَوْضُوْعَاتِ، الْمُرَكَّبَاتُ وَالْمَنْصُوْبَاتِ؛ غَيْرُ الْمَقْطُوْعَاتِ وَإِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ.

اَلْمُعَلَّقَاتِ اِصْطِلَاحًا : فِيْهِ عِدَّةُ أَقْوَالٌ كَمَا فِى الْعِبَارَاتِ التَّالِيَةِ.

١. قَالَ الْأُسْتَاذُ اَحْمَدُ حَسَنُ الزَّيَّاتِ : الْمُعَلَّقَاتُ أَوْ الْمَذَهَّبَاتُ اَوْ السَّمُوْطُ وِهِىَ عَلٰى الرَّأْيِ الْغَالِبِ سَبْعَ قَصَائِدَ يَزْعَمُ جُمْهُوْرُ الْمُؤَرِّخِيْنَ اَنَّ الْعَرَبَ اِخْتَارَتُهَا فَكَتَبْتُهَا بِمَاءِ الذَّهَبِ عَلَى الْقَبَاطٰى ثُمَّ عَلَّقَتْهَا بِالْكَعْبَةِ اِعْجَابًا بِهَا وَاِشَارَةً بَذُكِرِهَا.

٢. وَقَالَ الْاُسْتَاذُ حَنَا الْفَاخُوْرِيُّ : اَلْمُعَلَّقَاتُ هِيَ قَصَائِدُ طِوَالٌ مِنْ أَجْوَدِ مَا وَصَلَ اِلَيْنَا مِنَ الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ.

٣. وَقَدْ زَعَمَ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَابْنُ رَشِيْقٍ وَابْنُ خَلْدُوْنَ : اَنَّهَا سَبْعُ قَصَائِدَ أَعْجَبَ بِهَا الْعَرَبُ فَكَتَبَتْ فِي الْقُبَاطِى بِمَاءِ الذَّهَبِ وَعَلَّقَتْ عَلَى أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

٤. وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيْطِ بِعِبَارَةٍ سَهْلِةٍ : اَلْمُعَلَّقَاتُ وَهِيَ سَبْعَ قَصَائِدَ لِشُعَرَاءِ مَعْرُوْفِيْنَ مِنْ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ.

উত্তর : ক. আভিধানিক অর্থ : মুয়াল্লাকা শব্দটি تَعْلِيْق শব্দ থেকে উৎকলিত। এটি কয়েকটি অর্থে এসে থাকে-

১. عَلَّقَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَضْعَ الشَّيْءِ عَلَى شَيْءٍ اٰخَرَ অর্থাৎ, এক বস্তুকে অপর বস্তুর ওপর রাখা। যেমন বলা হয়,

২. بِغَيْرِهٖ تَرَكِيْبِ الشَّيْءِ وَنَصَبَهٗ অর্থাৎ, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা। যেমন বলা হয়, عَلَّقَ الْبَابَ عَلَى دَارِهٖ অর্থাৎ, দরজাকে তার ঘরের সাথে সংযুক্ত করলো।

৩. بَيَّنْ الْعَزْمَ وَالْتَرْكَ অর্থাৎ, ঝুলন্ত রাখা। যেমন বলা হয়, عَلَّقَ الْقَاضِى الْحُكْمَ অর্থাৎ, বিচারক ফয়সালা ঝুলিয়ে রেখেছে।

৪. এমন মহিলা যার স্বামী তাকে গ্রহণও করে না এবং তালাকও দেয় না।

যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَقَّلَةِ

যুবদাতুল মায়ানি : মুয়াল্লাকা অর্থ হলো, اَلْمَوْضُوْعَاتِ، الْمُرَكَّبَاتَ، اَلْمَنْصُوْبَاتُ، غَيْرَ الْمَقْطُوْعَاتِ ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : এ ব্যাপারে বহু মতামত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো-

১. অধ্যাপক আহমদ হাসান যাইয়াত বলেন, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মুয়াল্লাকা হলো সাতটি কবিতা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, আরবরা তা নির্বাচন করেন অতঃপর স্বর্ণের পানি দ্বারা তা মিশরিয় কিবাতি কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়, অতঃপর বিস্ময় প্রকাশ এবং স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কাবার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

২. হান্না আল ফাখুরি বলেন, জাহেলি যুগের উত্তম কবিতাসমূহ থেকে যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে, এমন দীর্ঘ কতিপয় কবিতা।

৩. ইবনু আব্দি রাব্বিহি ইবনু রাশিক ও ইবনু খালদুন বলেন, মুয়াল্লাকা হলো এমন সাতটি কবিতা, যা আরবদের হতবাক করে দিয়েছে। অতঃপর স্বর্ণের পানি দ্বারা মিশরি কিবাতি কাগজে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কাবার দেয়ালে তা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ কিতাবে সহজ ইবারতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাহেলি কবিদের মধ্যে বিখ্যাত কবিদের সাতটি কবিতাকে মুয়াল্লাকা বলা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٥٢) : اُذْكُرْ خَصَائِصَ الْاَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْاِيْجَازِ.

প্রশ্ন-৫২ : সংক্ষেপে জাহেলি যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করুন।

اَلْاِجَابَةُ : : بَيَانُ خَصَائِصَ الْاَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ :

أ. خَصَائِصُ الْاَلْفَاظِ :

١. أَنَّ مَعْظَمِهَا يَمِيْلُ إِلَى الْخُشُوْنَةِ وَالْفَخَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهٖ اِلَى الرَّقَّةِ وَالْعُذُوْبَةِ وَهٰذَا نَاجِمٌ عَنْ طَبِيْعَةِ اَلْمَوْضُوْعَاتِ وَالْحَيَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ.

٢. إِنَّهَا خَالِيَةٌ عَنْ الْإِخْطَاءِ وَالْأَلْفَاظِ الْأَعْجَمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكُوْنُوْا مُخْتَلِطِيْنَ بِغَيْرِهِمْ، فَلِذَا وُضِعَتْ كُتُبُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ لُغَةِ الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ.

٣. إِنَّهَا تَخْلُوْ مِنَ الزَخَارِفِ وَالتَّكَلُّفَاتِ وَالْمُحَسِّنَاتِ الْمَصْنُوْعَةِ.

٤. إِنَّهَا تَمِيْلَ إِلَى الْإِيْجَازِ وَهُوَ التَّعْبِيْرُ عَنِ الْأَفْكَارِ الْوَاسِعَةِ بِاَقَلِّ عَدَدٍ مِنْ الْاَلْفَاظِ.

ب. خَصَائِصُ الْمَعَانِي :

١. إِنَّ الْمَعَانِيْ فِيْ جَمِيْعِ الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ تَكَادُ تَخْلُوْ مِنَ الْمُبَالَغَاتِ الْمَمَقُوْتَةِ.

٢. إِنَّهَا سَطِحِيَّةٌ لَا عَمْقٍ فِيْهَا وَلَا فَلْسَفَةَ وَلَا تَعْقِيْدَ.

٣. إِنَّهَا غَيْرُ مُتَرَابِطَةٍ وَلَا مُتَسَلْسِلَةٍ وَلِذٰلِكَ كَانَتْ وَحْدَةُ الْمَعْنٰى فِي الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ هِيَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ الْقَصِيْدَةُ.

٤. وَمِنْ خَصَائِصِهِ الْاِسْتِطْرَاد، وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّاعِرُ الْجَاهِلِيِّ فِيْ مَعْنٰى فَيَنْتَقِلُ إِلٰى مَعْنًى اٰخِرَ وَيَبْسُطُ الْقَوْلُ فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْمَعْنٰى الْاَوَّلِ فَالنَّابِغَةُ مَثَلًا مَدْحُ النُّعْمَانِ بِمُعَلَّقَتِهِ.

(ج) خَصَائِصُ الْخِيَالِ :

١. خِيَالُ الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ خَصْبٌ وَاسِعٌ يَدُلُّ عَلٰى رِقَّةِ الْمُلَاحَظَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ.

٢. صُوَرُ الشِعْرِ الْجَاهِلِيِّ تَمَثِّلُ الْبَيْئَةُ الْبَدَوِيَّةُ.

٣. إِنَّ الصُّوَرَ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَتْ مُتْكَلَّفَةٍ وَلَا مُتَلَاحِقَةٌ وَلِهٰذَا فَهِيَ غَيْرِ مَمْلُوْلَةٍ وَإِذَا وُرِدَتْ أَبْيَاتٌ فِيْهَا صُوَرٌ مُتَلَاحِقَةٌ فَهِيَ قَلِيْلَةٌ كَبَيْتِ امْرِئِ الْقَيْسِ فِيْ وَصْفِ حَصَانِهِ :

لَهُ أَيْطَلَا ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ * وَإِرْخَاءُ سَرْحَانَ وَتَقْرِيْبُ تَنْفُلُ.

উত্তরঃ জাহেলি কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি :

ক. শব্দের বৈশিষ্ট্য :

১. জাহেলি কবিতায় শব্দের মিষ্টতা ও কোমলতা থেকে গৌরব ও রুক্ষতা বেশি। আর এটা জাহেলি জীবনব্যবস্থা ও বিষয়াবলি থেকে সৃষ্ট।

২. উক্ত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও অনারবি শব্দ থেকে মুক্ত। কারণ, আরবগণ অন্যদের সাথে মিলিত হতো না। তাই আরবি অভিধানগুলো জাহেলি কবিতার আলোকে রচিত।

৩. উক্ত কবিতাগুলো সুন্দর রচনা, বানোয়াট ও কৃত্রিমতা এবং চাকচিক্য থেকে মুক্ত।

৪. এগুলো اِيْجَازْ-এর প্রতি ধাবমান। اِيْجَازْ হলো অল্প শব্দে প্রশস্ত চিন্তা ব্যক্ত করা।

খ. অর্থের বৈশিষ্ট্য :

১. জাহেলি কবিতার অর্থ কাঠিন্যতা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত।

২. উক্ত কবিতাগুলো ছিল হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার মতো। নেই তাতে গভীরতা, দর্শন ও বন্ধন।

৩. উক্ত কবিতা একটির সাথে অন্যটির কোনো মিল ছিলো না। ফলে জাহেলি কবিতা ছিলো একক অর্থবোধক। আর সেটাই পদ্য; কবিতা নয়।

৪. এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো اِسْتِطْرَادْ, اِسْتِطْرَادْ বলা হয়, জাহেলি কবির এক অর্থে থেকে অন্য অর্থে স্থানান্তরিত হওয়া এবং এতে বিস্তারিত আলোচনা করা অতঃপর পুনরায় প্রথম অর্থে ফিরে যাওয়া। যেমন নাবিগা তার মুয়াল্লাকাতে নুমানের প্রশংসা করেন।

গ. চিন্তাচেতনার বৈশিষ্ট্য :

১. জাহেলি কবিতা ছিলো প্রশস্ত ও প্রাচুর্যময় চিন্তা-চেতনার অধিকারী, যা আরবদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রমাণবহ।

২. জাহেলি কবিতায় মরু পরিবেশের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

৩. জাহেলি যুগের চিত্রগুলো কৃত্রিম ও গতানুগতিক নয়। এজন্যেই এটা বিরক্তিকর নয়। গতানুগতিক চিত্রসমৃদ্ধ কবিতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন ইমরাউল কায়েসের কবিতা, যাতে তার ঘোড়ার গুণ বর্ণনা করেছেন, أَيْطَلَا ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ * وَإِرْخَاءُ سَرْحَانَ وَتَقْرِيْبُ تَنْفُلٍ لَه

اَلسُّؤَالُ (٥٣) : كَمْ عَدَدًا لِاَصْحَابِ الْمُعَلَّقَاتِ؟ اُكْتُبْ أَسْمَاءَ هُمْ.

প্রশ্ন-৫৩ : মুয়াল্লাকা রচয়িতার সংখ্যা কত? তাদের নাম লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : : عَدَدُ الْمُعَلَّقَاتِ وَأَصْحَابُهَا :

أَمَّا عَدَدُ الْمُعَلَّقَاتِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُؤَرِّخُوْنَ فِيْهِ. فَذَهَبَ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَابْنُ رُشَيْقٍ وَابْنُ خَلْدُوْنٍ وَالْجَمَاهِيْرُ : أَنَّهَا سَبْعٌ. أَصْحَابُهَا : اِمْرَؤُ الْقَيْسِ، وَطَرَفَةُ بْنُ اَلْعَبْدِ، وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِيْ سَلْمٰى، وَلَبِيْدُ بْنُ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، وَعَمْرُوْ بْنُ كُلْثُوْمٍ، وَعَنْتَرَةُ بْنُ شَدَّادٍ الْعَبَسِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ حِلِزَةَ.

وَذَهَبَ الْبَعْضُ اِلٰى أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ مُضِيْفِيْنَ بِهَا مُعَلَّقَةُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيْ وَذَهَبَ فَرِيْقٌ اٰخَرُ اِلٰى أَنَّهَا عَشَرٌ. مُضِيْفِيْنَ اِلَى السَّبْعِ الْمَذْكُوْرَةِ مَعَلَّقَاتِ النَّابِغَةِ الْأَعْمَشِ الْاَكْبَرِ وَعُبَيْدِ بْنِ الْاَبْرَصِ.

উত্তর॥ মুয়াল্লাকার সংখ্যা এবং রচয়িতাগণ : ঐতিহাসিকগণ মুয়াল্লাকার সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মুয়াল্লাকার সংখ্যা সাতটি। এর রচয়িতাগণ হলেন– ১. ইমরাউল কায়েস, ২. তরফা ইবনুল আব্দ, ৩. যুহাইর ইবনে আবি সালমা, ৪. লাবিদ বিন রাবিয়া, ৫. আমর ইবনে কুলসুম, ৬. আনতারা ইবনে শাদ্দাদ, ৭. হারেছ ইবনে হিলজা।

কতিপয় ইতিহাসবিদের মতে, মুয়াল্লাকার সংখ্যা আটটি। তারা উল্লিখিত সাতটির সাথে مُعَلَّقَةُ النَّابِغَةِ-কে বৃদ্ধি করেন।

অন্য দলের মতে, মুয়াল্লাকার সংখ্যা দশটি, উল্লিখিত সাতটির সাথে তারা নিম্নের তিনটি মুয়াল্লাকে যুক্ত করেছেন।

١. مُعَلَّقَةُ النَّابِغَةِ ٢. مُعَلَّقَةُ الْاَعْمَشِ الْاَكْبَرِ ٣. مُعَلَّقَةُ عُبَيْدِ بْنِ الْاَبْرَصِ

اَلسُّؤَالُ (٥٤) : اُكْتُبْ مَزَايَا مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ اَبِيْ سَلْمٰى.

প্রশ্ন-৫৪ : যুহাইর বিন আবি সালমার মুয়াল্লাকার বৈশিষ্ট্যাবলি লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : مَزَايَا مُعَلَّقَةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى : اِنَّ لِمُعَلَّقَتِهِ مَزَايَا، وَهِيَ فِي الذَّيْلِ.

١. اَلتَّصْوِيْرُ الْجَمِيْلُ خُصُوْصًا فِيْ غَزْلِهِ وَوَصْفِهِ فَمَنْ يَقْرَأُ الْمُقَدَّمَةَ الْغَزَلِيَّةَ فِي مُعَلَّقَةِ زُهَيْرٍ يَجِدُهُ يَصُوْرُ الظَّعَائِنَ الْجَمِيْلَاتُ.

٢. صِدْقُ اللَّهْجَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْمُبَالَغَاتِ الْبُغْضِيَةِ.

٣. طَرْقُ الْمَعَانِيْ مُبْتَكَرَةٌ وَيَتَّضِحُ هٰذَا فِي أَبْيَاتِ حِكْمَتِهِ وَمَدِيْحِهِ.

٤. اَلْاَلْفَاظُ الْمُنْتَقَاةُ ذَاتِ الْمُوْسِيْقِيِّ الْعَذْبَةِ.

٥. تَجَنُّبُ الْحَشْوِ وَالْفُضُوْلِ وَالْغُمُوْضِ وَمَدَاخَلَةِ الْكَلَامِ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ.

٦. ظُهُوْرُ أَثَرِ التَّجْرِبَةِ الْوَاسِعَةِ وَالْخُلُقِ الْحَمِيْدَةِ وَالشُّعُوْرِ الدِيْنِيْ وَحُبُّ السَّلَامِ فِيْ شِعْرِهِ.

উত্তর : যুহাইর ইবনে আবি সালমার মুয়াল্লাকার বৈশিষ্ট্য : তাঁর মুয়াল্লাকার কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১. সুন্দর চিত্রকল্প : বিশেষ করে তাঁর প্রণয়কাব্য ও প্রশংসামূলক কাব্যে তাঁর এগুলো লক্ষণীয়। কাজেই, যে ব্যক্তি যুহাইর-এর মুয়াল্লাকার প্রণয়কাব্য বিষয়ক ভূমিকা পাঠ করবে, সে তাতে (দেখতে) পাবে, তিনি চিত্রায়িত করেছেন হাওদায় আরোহী সুন্দরী মহিলাগণের দৃশ্য।

২. সত্যবাদিতা : তিনি সত্যভাষী ছিলেন। নিকৃষ্ট অতিরঞ্জন তিনি জানতেন না।

৩. অর্থগত নিয়মনীতি ছিলো পরিচিত এবং এটা তাঁর প্রশংসামূলক ও কৌশলমূলক কবিতায় প্রকাশ পায়।

৪. ত্রুটিমুক্ত ব্যঞ্জনাময় মধুর শব্দাবলি।

৫. তিনি দূরে থাকতেন অপরিচিত শব্দ ব্যবহার, অতিরঞ্জন, অস্পষ্টতা এবং বাক্যের এক অংশ অপর অংশে প্রবেশ করানো থেকে।

৬. তাঁর কবিতায় শুভেচ্ছা প্রীতি ও ধর্মীয় অনুভূতি এবং প্রশংসনীয় চরিত্র ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলামত প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন-৫৫ : مُعَلَّقَة-কে কেন مُعَلَّقَة নামে অভিহিত করা হয়? اَلسُّؤَالُ (٥٥) : لِمَ سُمِّيَتِ الْمَعَلِّقَةُ مُعَلَّقَةً؟

اَلْاِجَابَةُ : : سَبَبُ تَسْمِيَةِ الْمُعَلَّقَةِ مُعَلَّقَةً :

سَمِّيَتِ الْمُعَلِّقَةُ مُعَلِّقَةً، لِاَنَّهَا عُلِّقَتْ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ تَعْظِيْمًا لَاَمِرِهَا وَلِجَوْدِتِهَا وَنَفَاسَتِهَا وَجَمَالَ اُسْلُوْبِهَا اَوْ سُمِّيَتِ الْمُعَلَّقَةُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْقَلْبِ لِكَوْنِهَا نَفْسِيَةً جَيِّدَةً.

উত্তর॥ মুয়াল্লাকা নামকরণের কারণ : মুয়াল্লাকাকে এজন্যেই এ নামে নামকরণ করা হয়েছে, উন্নত সাহিত্য ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ হওয়ার ফলে এগুলোকে কাবা শরিফের গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো। অথবা, উন্নতমানের হওয়ার ফলে সেগুলো অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো।

اَلسُّؤَالُ (٥٦) : لِمَاذَا اَلَّفَ زُهَيْرُ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى هٰذِهِ الْقَصِيْدَةُ؟

প্রশ্ন-৫৬ ইর বিন আবি সালমা কেন এ কাসিদা রচনা করলেন?

اَلْاِجَابَةُ : وَجْهُ تَالِيْفِ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ : اِنَّ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى الْمُزَنِيُّ أَنْشَدَ هٰذِهِ الْقَصِيدَةَ فِيْ تَعْرِيْفِ حَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَبِيْ حَارِثَةُ وَهَرِمِ بْنِ سِنَانَ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ؛ لِاَنَّهُمَا قَدْ صَالَحَا بَيْنَ قَبِيْلَتَيْنِ مَرَّةُ أَيْ بَنِيْ عَبَسٍ وَبَنِي ذُبْيَانِ. وَالْتَزَمَا عَلَيْهِمَا عَهْدَةُ الدِّيَةِ فِي وَاقِعَةِ دَمِ عَبَسٍ. وَالْحَالُ أَنَّهُمَا كَانَا مِنْ قَوْمِ بَنِيْ مَرَّةَ. فَلِذَا أَلَّفَ زُهَيْرُ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى هٰذِهِ الْقَصِيْدَةُ فِيْ تَعْرِيْفِهِمَا وَلٰكِنَّ اِبْتِدَاءِ الْقَصِيْدَةِ مَعَ التَّشْبِيْبِ فِيْ اَوَّلِ الْقَصِيْدَةِ بِذِكْرِ عَشِيْقَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ أُمِّ أَوْفٰى.

উত্তর॥ এই কবিতা রচনা করার কারণ : কবি যুহাইর ইবনে আবি সালমা আল মুযানি তার এ কাসিদাটি "হারেছ ইবনে আউফ ইবনে আবি হারেছা' ও "হরম ইবনে সিনান ইবনে আবি হারেছা' এ দুয়ের প্রশংসায় রচনা করেছেন। কেননা, তারা উভয়ে "বনি আবস ও বনি যুবইয়ান' সম্প্রদায়ের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়েছিলেন। উভয় সম্প্রদায় নিজেদের ওপর আবস-এর রক্তপণ আদায়ের দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁরা উভয়ে ছিলেন বনি মুররাহ গোত্রীয়। তাই কবি যুহাইর এ কাসিদাটি তাদের উভয়ের প্রশংসা হিসেবে রচনা করেছিলেন। তবে এ কাসিদার শুরু হয়েছে তাশবিসহ প্রথম কবিতার সাথে ছন্দ মিল রেখে, যা তিনি তার তালাকপ্রাপ্তা প্রেমিকা উম্মে আওফার স্মরণে রচনা করেছেন।

৪. সারাংশ/সারমর্ম লিখুন

[২টি প্রশ্ন থাকবে, আরবিতে ১টি উত্তর লিখতে হবে- ৫ × ১ = ৫]

اَلسُّؤَالُ (١) : اُكْتُبْ خُلَاصَةَ الْمَقَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بِخُطْبَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِأَوَّلِ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ قُبَا.

প্রশ্ন-১ : خُطْبَةُ الرَّسُوْلِ ﷺ لِأَوَّلِ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ قُبَا-এর সার-সংক্ষেপ লিখুন।

اَلْإِجَابَةُ : اَلتَّقْدِيْمُ : «مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا» اَلْاٰيَةُ.

١. إِنَّ الْخُطْبَةَ الَّتِيْ اَلْقٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي اَوَّلِ جُمُعَةٍ بِقُبَا هِيَ خُطْبَةٌ بَلِيْغَةٌ فَصِيْحَةٌ تَارِيْخِيَّةٌ سَامِيَةٌ. وَهِيَ كَامِلَةٌ وَشَامِلَةٌ لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ الذَّهَبِيَّةِ ذَكَرَهَا الْمُؤَرِّخُ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِيْ كِتَابِهِ «اَلْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» وَهِيَ فِيْمَا تَلِيْ :

١. بَعْدَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى شَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ بِتَوْحِيْدِهٖ تَعَالٰى وَبِرِسَالَةِ نَفْسِهٖ ثُمَّ وَجَّهَ اِلَى الْحَاضِرِيْنَ وَخَطَبَ لَهُمْ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى الْمَضَامِيْنِ وَهِيَ.

٢. اِشَارَتُهٗ اِلٰى قُرْبِ الْقِيَامَةِ بِاَنَّهٗ قَالَ : اِنَّهٗ اُرْسِلَ حِيْنَ قَرُبَتِ السَّاعَةُ وَقَلَّ الْعِلْمُ.

٣. ثُمَّ اَمَرَ الْاُمَّةَ بِاِطَاعَةِ اَوَامِرِهٖ وَالْاِجْتِنَابِ عَمَّا نَهَاهُمْ كَمَا قَالَ «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا» وَبِهٰذَا الْقَوْلِ حَذَّرَ الْاُمَّةَ عَنِ الْعِصْيَانِ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ.

٤. فَاَمَرَ الْاُمَّةَ وَاَوْصَاهُمْ بِالْتِزَامِ تَقْوَى اللهِ بِقَوْلِهٖ : ﴿اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ﴾ فَاِنَّهٗ اَفْضَلُ التَّصَائِحِ مَا اَوْصٰى بِهِ الْمُسْلِمُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَاَنْ يَحُضَّهٗ عَلَى الْاٰخِرَةِ.

٥. فَقَالَ اِتَّقُوْا اللهَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِكُمْ وَاٰجِلِهٖ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

٦. فَبَيَّنَ عَنْ فَوَائِدِ التَّقْوٰى بِاَنَّهٗ خَيْرُ زَادٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

٧. وَصَاحِبُ التَّقْوٰى يُكَفِّرُ اللهُ بِهٖ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا.

٨. وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

٩. فَقَالَ اِنَّهَا تُوْقِيْ مَقْتَ اللهِ وَعُقُوْبَتَهٗ وَسَخَطَهٗ وَتُبَيِّضُ الْوَجْهَ وَتُرْضِي الرَّبَّ. وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ فِي الدَّارَيْنِ.

١٠. ثُمَّ اهْتَمَّ بِالصِّلَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَعْبُوْدِهٖ تَعَالٰى وَبِصِدْقِ الْقَوْلِ وَاِيْفَاءِ الْوَعْدِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ تَعَالٰى.

١١. فَاَمَرَ الْاُمَّةَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ اِشَارَةً دُوْنَ الصَّرَاحَةِ.

١٢. وَحَرَّضَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ.

١٣. وَنَصَحَهُمْ بِالْاِحْسَانِ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْهِمْ.

١٤. وَحَثَّ الْاُمَّةَ عَلَى الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

١٥. ثُمَّ اخْتَتَمَ النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَتَهٗ مُظْهِرًا قُدْرَةً غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ لَهٗ تَعَالٰى بِقَوْلِهٖ : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

اَلْخَاتِمَةُ : فَعَلَيْنَا اَنْ نَتَّخِذَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ مَوْعِظَةً لَنَا وَاُسْوَةً لِحَيَاتِنَا وَنَعْمَلَ بِجَمِيْعِ مَوَاعِظِهَا فِيْ كُلِّ شُؤُوْنِ مَعِيْشَتِنَا وَاللهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِيْنُ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنِ.

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড-২৫ (খ)

উত্তর ॥ প্রারম্ভিকা : «مَاأٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا» মসজিদে কুবাতে সর্বপ্রথম জুমুয়ায় রাসূল (স) যে খুতবা প্রদান করেন তা অলঙ্কারময় উচ্চাঙ্গের এক ঐতিহাসিক বক্তব্য। এই খুৎবা পরিপূর্ণ একটি বক্তব্য যা মানুষের সোনালী জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসির তাঁর اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ গ্রন্থে এ খুতবাটি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ভাষণটি প্রদত্ত হলো–

১. আল্লাহর হামদ ও ছানার পর রাসূল (স) আল্লাহর একত্ববাদ ও স্বীয় রেসালাতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন। আর এর উক্তিগুলো হলো–

২. কেয়ামত দিবস নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা, তিনি বলেছেন যে, তাঁকে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে যখন জ্ঞান চর্চা কমে গিয়েছিল।

৩. অতঃপর তিনি তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্য করার জন্যে উম্মতের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথ পাবে। আর যে তাঁদের অবাধ্য হবে তারা সুদূর ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে।" একথার মাধ্যমে তিনি উম্মতকে অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করেন এবং আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করেন।

৪. তারপর তিনি উম্মতকে 'তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে বলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে অসিয়ত করছি'। কারণ, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে উপদেশ দেয়ার জন্যে এবং পরকালের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এটাই সর্বোত্তম উপদেশ বাণী।

৫. অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কাজে আল্লাহকে ভয় করো'।

৬. তারপর তিনি (রাসূল স) তাকওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করেন। যেহেতু ওটা মৃত্যুর পরে সর্বোত্তম পাথেয়।

৭. মুত্তাকিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

৮. আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে সে ব্যক্তি বিরাট সফলতা পাবে।

৯. অতঃপর তিনি বলেন, তাকওয়া মানুষকে আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তার ঘৃণা থেকে রক্ষা করে এবং চেহারা উজ্জ্বল করে ও প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। এটা উভয় জগতে মর্যাদার আসন বুলন্দ করে।

১০. অতঃপর তিনি আবদ ও মাবুদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন ও উভয়ের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে বান্দার প্রতি তাকিদ প্রদান করেন।

১১. অতঃপর তিনি পরোক্ষ বক্তব্যে কুরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরার আদেশ দান করেন।

১২. জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে তাদের উৎসাহিত করেন।

১৩. আল্লাহ তাদের প্রতি যেমন ইহসান করেছেন তাদেরকেও মানুষের প্রতি তেমনি ইহসান করার জন্যে তিনি উপদেশ প্রদান করেন।

১৪. মৃত্যুর পরের জন্যে নেক আমল করতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৫. অতঃপর তিনি তাঁর উক্তি «وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ»-এর মাধ্যমে আল্লাহর অসীম কুদরতের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করেন।

উপসংহার : কাজেই আমাদের উচিত, এই খুতবাকে আমাদের জন্যে উপদেশ এবং আমাদের জীবনের জন্যে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এবং আমাদের জীবন চলার সকল স্তরে এর যাবতীয় উপদেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

اَلسُّوَالُ (٢) : لَخِّصِ الْمَقَامَةَ الْكُوْفِيَّةَ لِبَدِيْعِ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِيِّ.

প্রশ্ন-২. আল্লামা বদীউযযামান আল-হামাদানি রচিত اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ-এর সারাংশ লিখুন।-

اَلْاِجَابَةُ : اَلْخُلَاصَةُ لِلْمَقَامَةِ الْكُوْفِيَّةِ :

اَلْمُقَدِّمَةُ : خُلَاصَةُ الْكَلَامِ هِىَ مَغْزٰى مَا قِيْلَ فِيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ خُلَاصَةِ مَا قَالَ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىُّ فِىْ مَقَامَتِهِ الْكُوْفِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ قِصَّةٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِشَامٍ وَاَنْشَأَهَا عَنْ اَبِي الْفَتْحِ الْاِسْكَنْدَرِىِّ.

بَيَّنَ الْكَاتِبُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىْ فِىْ مَقَامَتِهِ الْكُوْفِيَّةِ قِصَّةً رَوَاهَا عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ وَكَانَ عِيْسٰى فِىْ عُنْفُوَانِ عُمُرِهِ وَالشَّبَابِ حَتّٰى انْقَضٰى اَوْقَاتُهُ غَرِيْقًا فِى جَمِيْعِ مَيَادِيْنِ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ فِى الْفِسْقِ وَالْفُجُوْرِ ثُمَّ تَبَدَّلَ حَالُهُ فِىْ اٰخِرِ عُمُرِهِ فَجَعَلَ يَسْتَعِدُّ فِىْ جَمْعِ الزَّادِ اِلَى سَفَرِ الاٰخِرَةِ. فَخَرَجَ اِلٰى سَفَرِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ لِاَدَاءِ الْحَجِّ الْمَفْرُوْضَةِ وَزِيَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَلَحِقَهُ فِى السَّفَرِ رَفِيْقٌ كُوْفِىٌّ وَجَعَلَ يَنْقَطِعَانِ الطَّرِيْقَ يَتَحَدَّثَانِ عَنْ رَجُلٍ صُوْفِىٍّ حَتّٰى بَلَغَا اِلَى الْكُوْفَةِ حِيْنَمَا كَادَ الشَّمْسُ اَنْ تَغْرُبَ فَنَزَلَ عِيْسٰى فِىْ دَارِ رَفِيْقِهِ اَلْكُوْفِىِّ لِلْمَبِيْتِ فَلَمَّا مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ وَاَغْلَقَ الْبَابَ عَلَيْهِمْ جَاءَ هُمْ اِبْنُ سَبِيْلٍ وَقَرَعَ الْبَابَ وَقَالَ اِنَّهُ غَرِيْبٌ مُسَافِرٌ اِضْطَرَّهُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اِلٰى تَرْكِ الدَّارِ وَالسَّفَرِ اِلَى الْاَمْصَارِ وسَأَلَهُمْ الْمَعُوْنَةَ بِالْمَالِ وَالطَّعَامِ بِفَصِيْحِ الْكَلَامِ وَبَلِيْغِ الْبَيَانِ فَقَبَضَ عِيْسَى بْنُ هِشَامٍ قَبْضَةً مِنْ كِيْسِهِ بِدِيْنَارٍ وَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَقَالَ خُذِ الْمَالَ فَاِنْ تَسْئَلْنَا بِاَفْصَحِ الْاَقْوَالِ نُعْطِكَ مَزِيْدًا مِنَ الْمَالِ. فَتَكَلَّمَ السَّائِلُ بِكَلَامٍ عَجِيْبٍ بِاَنْ شَكَرَهُ شُكْرًا جَزِيْلًا وَنَصَحَهُ بِالْاِحْسَانِ وَالنُّصْرَةِ اِلَى اَلْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِيْنَ ثُمَّ لَمَّا اِنْكَشَفَ اَنَّ الطَّارِقَ هُوَ اَبُوْ الْفَتْحِ اَلْاِسْكَنْدَرِيُّ اَلَّذِىْ هُوَ رَجُلٌ مَعْرُوْفٌ تَعَجَّبَ عَلَيْهِ عِيْسٰى بْنُ هِشَامٍ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ الْفَتْحِ يَا عِيْسٰى لَاتَغْتَرَّ بِأَحْوَالِ هٰذِهِ مِنَ الْمَسْئَلَةِ وَالطَّلَبِ مِنْكُمُ الْمَعُوْنَةَ بِالْمَالِ. وَ اَلْحَقِيْقَةُ اَنِّى لَسْتُ بِفَقِيْرٍ بَلْ اَنَا ذُوْ مَالٍ وَثَرْوَةٍ أَعِيْشُ عِيْشَةً رَاضِيَةً فَالْمَسْئَلَةُ حِيْلَةٌ لِمَعَاشِىْ لَوْ شِئْتَ لَبَيَّنْتُ حَالِى بِاَبْيَاتٍ نَفِيْسَةٍ مَطْلَعُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

اَلْحَاصِلُ : كُلَّمَا ظَهَرَتْ حِيْلَةُ الْمُحْتَالِيْنَ يَنْدَمُوْنَ اَمَامَ النَّاسِ فَيُوَلُّوْنَهَا بِتَأْوِيْلٍ جَدِيْرٍ.

আল-মাকামাতুল কূফিয়্যা-এর সারাংশ :

ভূমিকা : প্রতিটি বক্তব্যের স্থূল বক্তব্য হলো তা যা ঐ বক্তব্যে বলা হয়েছে। অতএব, বদিউয্যামান হামাদানি তার اَلْمَقَامَةُ الْكُوْفِيَّةُ তথা 'কূফি অধিবেশনে' যা বলেছেন উহারও স্থূল বক্তব্য হলো, ঈসা ইবনে হিশামের ভাষায় একটি কাহিনীর বর্ণনা এবং আবুল ফাতাহ আল-ইসকান্দারীর রচনা।

সারাংশ : আল্লামা বদিউযযামান হামাদানি তার এই মাকামায় একটি গল্পের অবতারণা করেছেন, যার বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে হিশাম। তিনি বলেন যে, সে তার প্রথম জীবনে ও যৌবনকালে কুকর্মে লিপ্ত থাকতো এবং পথহারা ব্যক্তির মত এদিক-ওদিক ঘুরাফিরা করে সময় কাটাতো। এরপর যখন সে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছলো তখন তার পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরিফের দিকে সফরে বের হলো। এ সফরে একজন কূফাবাসী তার সফরসঙ্গী হলেন। পথ চলতে

চলতে তারা কূফার একসংসার ত্যাগী ব্যক্তির গল্প করতে থাকে। তাখন দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অতঃপর রাত যাপনের জন্য বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে হিশাম তার সফর সঙ্গীর বাড়িতে উঠলো। সেখানে যখন রাত গভীর হয়ে এলো তখন তারা ঘুমাবার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করলো। ঠিক সে সময় একজন আগন্তুক এসে দরজায় করাঘাত করলো। আর বললো যে, সে একজন বিদেশী মুসাফির। কালে চক্রে অভাবগ্রস্ত হয়ে সে ঘরবাড়ি ছেড়ে সফরে বের হতে এবং বাড়িতে বাড়িতে সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো। সে তাদের নিকট বিশ্রদ্ধ ও আকর্ষণীয় ভাষায় খাদ্য ও টাকা-পয়সা সাহায্য চাইলো। আগন্তুকের বর্ণনা শুনে ঈসা তাকে নিজ থলি হতে একমুঠি দিরহাম দান করে বললো, এরূপ আকর্ষণীয় ভাষায় আরও চাইলে আরও দেয়া হবে। পুনরায় আগন্তুক অত্যন্ত বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বললো এবং তার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি ইহসান ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য তাকে উপদেশ দিলো। অতঃপর যখন স্পষ্ট হয়ে গেলো, রাতের এ আগন্তুক লোকটি হলো তাদেরই পরিচিত আবুল ফাতাহ ইস্কান্দারি। ইসা ইবনে হিশাম তা দেখে আশ্চার্য্য হলেন। আবুল ফাতাহ তখন বললেন, হে ইসা! আমার দারিদ্র্যাবস্থা ও তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় দ্বিধান্বিত হবেন না। মূলতঃ আমি দরিদ্র নই; বরং আমি একজন সম্পদশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করি। ভিক্ষা করাটা আমার জীবিকার উপায় মাত্র। আমি ইচ্ছে করলে এমন কাব্যিক ভাষায় আমার অবস্থার বিবরণ দিতে পারি, যার প্রথম ছন্দায়ন স্বর্ণমণ্ডিত মনে হবে।

উপসংহার ঃ যখনই ফন্দিবাজদের অপকৌলশ প্রকাশ পায় তখন তাদেরকে মানুষের সামনে লজ্জা পেতেই হয় অতঃপর সে ইহার যথা প্রযোজ্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

اَلسُّؤَالُ (٣) : أُكْتُبْ خُلَاصَةَ الْقَصِيْدَةِ «اِصْنَعْ حَيَاتَكَ».

প্রশ্ন-৩ : «اِصْنَعْ حَيَاتَكَ» কবিতার-এর সারাংশ লিখুন।

اَلْخُلَاصَةُ : إِنَّ الْوَرَاثَةَ وَالْبِيْئَةَ تَلْعَبَانِ دَوْرًا هَامًّا فِي حَيَاةِ الْاِنْسَانِ. فَهُوَ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ ذَكِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ بِالْوَرَاثَةِ ، قَوِيُّ الْأَعْصَابِ أَوْ ضَعِيفُهَا بِالْوَرَاثَةِ. قَدْ يَنْشَأُ النَّاسُ فِي بِيْئَاتٍ غَنِيَّةٍ أَوْ فَقِيرَةٍ. يَتَعَرَّفُ عَلَى بَعْضِ الْعَادَاتِ الْجَيِّدَةِ أَوْ السَّيِّئَةِ. وَلَكِنَّ إِرَادَةَ الْإِنْسَانِ، وَعَزْمَه، وَهِمَّتَهُ، وَتَرْبِيَتَهُ نَفْسَهُ قَادِرَةٌ قُدْرَةً كَبِيرَةً عَلَى التَّغَلُّبِ عَلَى عَقَبَاتِ الْوَرَاثَةِ ، وَالْبِيْئَةِ. وَنَعَمْ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُسَايِرَ أَبْنَاءَ الْأَغْنِيَاءِ فِي مَلْبَسِهِمْ ، وَمَأْكَلِهِمْ، وَمَرَاكِبِهِمْ. وَلَكِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيْشَ عِيشَةً نَظِيْفَةً، وَصِحَّيَّةً بِدَخْلِهِ الْقَلِيْلِ. لِذَا كُنْ مُتَفَائِلًا دَائِمًا وَلَا تَخِبْ أَبَدًا. اَلْاِكْتِئَابُ سُمٌّ قَاتِلٌ يُضْنِي الْإِنْسَانَ حَتَّى يُمِيْتَه. وَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُوَسِّعَ آفَاقَهُ وَيَثِقَ فِي الرَّبِّ. وَلَا نَجَاحَ بِلَا مَشَقَّةٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ يُحَاوِلُونَ الْمُضِيَّ قَدَمًا فِي الْحَيَاةِ إِنَّهُمْ يُوَاجِهُونَ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَوَانِعِ وَالْمَخَاوِفَ وَالْعَقَبَاتِ الْمَخِيْفَةِ. إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُحَدِّدُ مِعْيَارَ نَجَاحِهِ أَخْلَاقِيًّا وَيَتْبَعُهُ، أَفْضَلُ أَلْفَ مَرَّةٍ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ الْمَالَ هَدَفَهُ الْوَحِيْدَ.

সারাংশ : নিশ্চয়ই মানুষের জীবনে বংশধারা ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে অনেকাংশে বংশগতভাবে কখনো বুদ্ধিমান, কখনো বোকা, কখনো শক্তিশালী আবার কখনো দুর্বল। মানুষ কোনো ধনী অথবা দরিদ্র পরিবেশে বেড়ে ওঠে। সে বিভিন্ন ভালো ও মন্দ অভ্যাসের সাথে

পরিচিত হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প, সাহস ও বেড়ে ওঠা এতটাই শক্তিশালী যে সে তার বংশধারা ও পরিবেশের বাঁধাকে অতিক্রম করতে পারে। সে ধনী বাচ্চাদের মত পোশাক, খাবার ও পরিবহণে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। কিন্তু সে অল্প আয় দিয়ে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে। তাই সবসময় আশাবাদ রাখতে হবে। কখনো হতাশ হওয়া যাবেনা। হতাশা এক ধরনের মারাত্মক বিষ যা মানুষকে একদম শেষ করে দেয়। মানুষের উচিত তার দিগন্ত প্রসারিত করা এবং রবের উপর বিশ্বাস রাখা। যারা জীবনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন, তারা নানারকম ভয়-ভীতি, রহস্য ও বাঁধার সম্মুখীন হন। যে ব্যক্তি নৈতিকতার সাথে তার সাফল্যের আদর্শ স্থাপন করে এবং তা অনুসরণ করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে হাজার গুণ ভালো যে কিনা অর্থকেই একমাত্র লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে নেয়।

لسُّؤَالُ (٤) : أُكْتُبْ خَلَاصَةَ الْقَصِيْدَةِ «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدِ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ.

প্রশ্ন-৪ : مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدِ কবিতার সারমর্ম লিখুন।

ٱلْإِجَابَةُ : التَّقْدِيْمُ : اَنَّ الشَّاعِرَ حَافِظْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْشَدَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ فِى حَفْلَةٍ اُقِيْمَتْ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ. بَيْنَ الشَّاعِرِ، فِى قَصِيْدَتِهِ ثَلَاثَةُ مُضَامِيْنَ. فَخُلَاصَتُهَا فِيْمَا يَلِيْ.

ٱلْخُلَاصَةُ :

١. اَلْمَحَبَّةُ لِلْوَطَنِ : قَدْ اَظْهَرَ الشَّاعِرُ فِى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِلْقَصِيْدَةِ عَنْ تَضْحِيَةِ الصَّبَابَةِ وَالْحُبِّ لِلْوَطَنِ وَاَظْهَرَ اَنَّهُ قَدْ لَبِسَ اَلْوَانًا مِنْ حُبِّ الْوَطَنِ وَالصَّبَابَةِ وَتَحَمَّلَ الْاَحْزَانَ وَالصَّبَابَةَ فِىْ مُخْتَلِفِ الْاَوْقَاتِ وَالْاَزْمَانِ؛ لِاَنَّ مِصْرَ كَانَتْ تَنْتَظِرُ التَّحَرُّرَ مِنَ الْقُيُوْدِ الرَّقِيَّةِ وَالْحُدُوْدِ الْخَبِيْثَةِ مُنْذُ اَيَّامٍ فَاِنَّهُ قَالَ يَا مِصْرُ اَنَا اُحِبُّكِ كَثِيْرًا. وَاَتَحَمَّلُ فِى حُبِّكِ اَنْوَاعًا مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْمَتَاعِبِ فَلَا اَسْتَطِيْعُ الْاٰنَ اَنْ اَتَحَمَّلَهَا، لِاَنَّهَا خَرَجَتْ عَنِ اسْتِطَاعَتِىْ وَطَاقَتِىْ.

٢. اَهَمِيَّةُ الْعِلْمِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ : قَالَ الشَّاعِرُ فِى الْجُزْءِ الثَّانِىْ لِلْقَصِيْدَةِ : اَنَّ الْمَالَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ فَقْرٌ فَالْعِلْمُ لِحِفْظِ الْمَالِ ضَرُوْرِىٌّ، كَذٰلِكَ الْعِلْمُ بِدُوْنِ الْاَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ جَهْلٌ لَا يَسْتَفِيْدُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَا غَيْرُهُ، فَالْاَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ لِحِفْظِ الْعِلْمِ ضَرُوْرِىٌّ.

٣. اَلْاِرْشَادُ حَوْلَ النِّسَاءِ : قَالَ الشَّاعِرُ الْعَلَّامُ فِى الْجُزْءِ الْاٰخِرِ لِلْقَصِيْدَةِ فِىْ اُمُوْرِ النِّسَاءِ اَنْ الْاَمَ اِسْتَاذَ الْاَسَاتِذَةِ لِلْاَطْفَالِ، لِاَنَّهُمْ يَتَعَلَّمُوْنَ كَثِيْرًا مِنَ الْاَشْيَاءِ الضَّرُوْرِيَّةِ مِنَ الْاُمَّهَاتِ كَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْاَخْلَاقِ فَاِنْ كَانَتِ الْاُمُّ مُهَذَّبَةً يَكُنِ الْاَطْفَالُ مُهَذَّبًا. وَكَذٰلِكَ قَالَ : اَنْ لَا يَدَعَ الرِّجَالُ النِّسَاءُ سَوَافِرَ يَجْلُلْنَ بَيْنَ الرِّجَالِ فِى الْاَسْوَاقِ وَيُدْرِجْنَ حَيْثُ اَرَدْنَ بِلَا وَازِعٍ بَلْ لَهُنَّ شُؤُوْنَ فِى الْبُيُوْتِ يَفْعَلْنَهَا فِيْهَا، كَذٰلِكَ لَا يَنْبَغِى لِلرِّجَالِ اَنْ يُسْرِفُوْا فِى الْحَجْبِ وَالتَّضْيِيْقِ وَالْاِرْهَاقِ؛ لِاَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَتِ حُلِيًّا وَجَوَاهِرَ تُصَانُ فِى الْاَحْقَاقِ خَوْفَ الضَّيَاعِ وَلَيْسَتْ اَثَاثًا

يُقْتَنٰى فِى الدَّوْرِ بَيْنَ مَخَادِعَ وَطَبَاقٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَرْبُوْا النِّسَاءَ عَلَى الْفَضِيْلَةِ، وَهِىَ الْوَسْطُ بَيْنَ الْاَفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ فِى اُمُوْرِ النِّسَاءِ.

اَلْحَاصِلُ : إِنَّ الشَّاعِرَ الْعَلَّامَ ذَكَرَ عَنِ اخْتِيَارِ الطَّرِيْقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فِىْ كُلِّ الْاُمُوْرِ فِىْ شُؤُوْنَ النِّسَاءِ لِتَبْقٰى سَلَامَةُ الْمُجْتَمِعِ الْبَشَرِيِّ وَالْاَمْنِ الْاِنْسَانِيِّ.

উত্তর॥ ভূমিকা : কবি হাফেজ ইবরাহিম আলোচ্য কবিতাটি 'বুরসাইদ' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত মজলিসে আবৃত্তি করেছেন। কবি তার কবিতায় তিনটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। এর সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারমর্ম :

১. **দেশপ্রেম :** কবি কবিতার প্রথম অংশে স্বদেশের জন্যে উৎসর্গিত প্রেম ও অনুরাগের কথা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি স্বদেশের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছেদ বেদনার বোঝা বয়ে স্বদেশ প্রেমের অনেক রঙের পোশাক পরিধান করেছেন। কেননা, মিশর অনেক দিন ধরে বাধা-বন্ধন এবং নিকৃষ্ট সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির অপেক্ষা করে আসছে। হে মিসর! আমি তোমাকে অত্যধিক ভালোবাসি এবং তোমার প্রেমে নানা রকম দুঃখ-বেদনা সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু এখন ওই সব ব্যথা-বেদনা আর সইতে পারছি না। কেননা, তা আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে।

২. **ইলম ও সচ্চরিত্রের গুরুত্ব :** কবি কবিতার দ্বিতীয় অংশে বলেন, ইলম ব্যতীত সম্পদ দরিদ্রতা। সুতরাং সম্পদ রক্ষার জন্যে ইলম জরুরি। তদ্রূপ সচ্চরিত্রহীন ইলম মূর্খতা, তা দ্বারা সে ও অন্য কেউ উপকৃত হতে পারে না। কাজেই ইলম রক্ষার জন্যে সচ্চরিত্র আবশ্যক।

৩. **নারীদের সম্পর্কে পথনির্দেশ :** কবি কবিতার শেষাংশে মহিলাদের বিষয়ে বলেন, মা হলেন শিশুদের শিক্ষকদের শিক্ষক। তারা মায়েদের থেকে অনেক জরুরি বিষয়াবলি শিক্ষা করে থাকে। যেমন– আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও চরিত্র ইত্যাদি। সুতরাং মা যদি ভদ্র হন, তাহলে সন্তানও ভদ্র হয়। তদ্রূপ তিনি বলেন, পুরুষরা মহিলাদের এত স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবে না যে, তারা বাজারে পুরুষদের সাথে ঘুরাফেরা করবে এবং কোনো নিয়ন্ত্রক ব্যতীত যেখানে খুশি চলাফেরা করবে; বরং ঘরেই তাদের অনেক কাজ রয়েছে, যা তারা সেখানে সম্পাদন করবে। তদ্রূপ পুরুষদের উচিত নয় লুকিয়ে রাখা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। কেননা মহিলারা অলংকার ও মণিমুক্তা নয় যে, তাকে নষ্ট হওয়ার ভয়ে সিন্দুকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আসবাবপত্র নয় যে, তা ঘরের শয়নকক্ষ ও তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে। কাজেই পুরুষদের কর্তব্য হলো নারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের ওপর প্রতিপালন করা। আর সেটা হলো মহিলাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা।

সমাপনী : কবি নারীদের সম্পর্কে সর্ব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন, যেন মানবসমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা স্থির থাকে।

|প্রশ্ন-৫ : কাসিদায়ে বুরদার সারমর্ম লিখুন

اَلسُّؤَالُ (٥) : اُكْتُبْ خُلَاصَةَ قَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ؟

اَلْاِجَابَةُ : اَلشَّاعِرُ الْبُوْصِيْرِيْ يَمْدَحُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَيَقُوْلُ : عَلَيْنَا اَنْ نَتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ كُلِّ اَمْرٍ مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَقُوْمُ فِى اللَّيْلِ حَتّٰى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ وَنَحْنُ نَشْتَغِلُ بِالنَّوْمِ الْغَرِيْقِ وَقَدْ تَحَمَّلَ مَصَائِبَ كَثِيْرَةً فِىْ سَبِيْلِ الدَّعْوَةِ اِلَى اللهِ وَكَانَ زَاهِدًا مِنَ الدُّنْيَا رَاغِبًا اِلَى الْاٰخِرَةِ مَعَ شِدَّةِ افْتِقَارِهِ اِلٰى مَتَاعِ الدُّنْيَا.

حَفِظَهُ اللهُ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَهُوَ وَسِيْلَةُ خَلْقِ الْكَوْنَيْنِ وَاِمَامُ الْمُرْسَلِيْنِ، اَرْسَلَهُ اللهُ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. وَكَانَ اٰمِرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَكَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَاَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَلْقًا تُرْجٰى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ اَلْهَوَالِ وَاٰفَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ دَاعِيًا اِلَى اللهِ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَهُوَ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ فِى الشَّرَائِعِ وَاَفْضَلُهُمْ فِى الْخَلَائِقِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْاَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ وَاقِفُوْنَ اَمَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْتَمِسِيْنَ مِنْ نُوْرِهِ.

وَالنَّصَارٰى اِدَّعَوْا فِى شَأْنِ نَبِيِّهِمْ عِيْسٰى اَنَّهُ ابْنُ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا، وَهٰذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ وَمُحَمَّدٌ ﷺ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ رُتْبَةً وَشَرَفًا، جُوْدًا وَكَرَمًا. وَكَانَ رَؤُوْفًا بِالْاُمَّةِ وَ رَحِيْمًا. فَلَمْ يُشْرِعْ لَنَا اِلَّا مَا نَعْقِلُ وَنَفْهَمُ مَصَالِحَهُ. وَلَمْ يَعْقِلْ اَحَدٌ حَقِيْقَةَ فَضْلِهِ كَمَا لَا تُدْرَكُ حَقِيْقَةُ الشَّمْسِ بِالنَّظْرِ اِلَيْهَا. وَهُوَ شَمْسُ سَمَاءِ الْفَضْلِ وَالْاَنْبِيَاءُ كَوَاكِبُهَا. وَنُسِخَتِ الشَّرَائِعُ كُلُّهَا بِبِعْثَتِهِ وَعَمَّ نُوْرُ هِدَايَتِهِ لِلْعَالَمِيْنَ، فَالْخَلِيْقَةُ تَتَعَجَّبُ جِدًّا عَلٰى مَحَاسِنِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَهُوَ كَالزَّهْرِ فِى الْاَكْمَامِ وَالْبَدْرِ فِىْ شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِىْ كَرَمٍ. وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ الْخُدَّامُ حَوْلَهُ وَمَعَ ذٰلِكَ كَانَتْ لَهُ هَيْبَةٌ عَظِيْمَةٌ كَاَنَّهُ قَائِدٌ لِعَسْكَرٍ عَظِيْمٍ وَكَان لَايَضْحَكُ بَلْ يَتَبَسَّمُ. وَكَانَ اللُّؤْلُؤُ يَتَنَاثَرُ عِنْدَ تَكَلُّمِهِ وَتَبَسُّمِهِ. وَلَمَّا تُوُفِّيَ دُفِنَ بِجِوَارِ مَسْجِدِهِ. وَهُوَ حَيٌّ فِىْ مَثْوَاهُ وَقَبْرِهِ وَالتُّرَابُ الَّذِىْ دُفِنَ فِيْهَا اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ مَالَا نَظِيْرَ لَهُ.

অনুবাদ : কবি বুসিরি (র) রাসূল (স)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, ধর্মীয় সব বিষয়ে মহামানব রাসূলের সুন্নতের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য। নবী কারিম (স) দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো, অথচ আমরা তাঁর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি। তিনি আল্লাহর রাহে মানুষকে আহ্বানের ব্যাপারে অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন। তিনি পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হননি; বরং দুনিয়াবিমুখ ছিলেন এবং আখেরাতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীর ভালোবাসা থেকে রক্ষা করেন। তিনি হলেন বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কারণ (উসিলা) এবং রাসূলগণের নেতা। আরব-অনারব তথা সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ তাঁকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকর্তা। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, সৃষ্টি ও চরিত্রগত দিক দিয়ে সকলের সেরা। মহাউত্থান দিনের সকল বিপদাপদে তাঁর সুপারিশের আশা করা হয়। তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরেছে, তারা যেন এমন রশি আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবে না। তিনি শরিয়তশাস্ত্রে নবীগণের ইমাম এবং গুণে ও চরিত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হলেন প্রকাশ্য অভিনব অলৌকিক ঘটনাবলির অধিকারী। কেয়ামত দিবসে সকল নবী তাঁর সমীপে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর নূর অন্বেষণ করবেন।

খ্রিষ্টানরা তাদের নবী ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছে, আল্লাহ এর থেকে পূত-পবিত্র অথচ তা নিরেট মিথ্যা। উচ্চমর্যাদা, আভিজাত্য, বদান্যতা ও সম্মানের দিক দিয়ে মুহাম্মদ

(স) বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ সত্তা। তিনি উম্মতের প্রতি ছিলেন অতীব দয়ালু। আমাদের জন্য ওই বিধানই প্রবর্তন করেছেন, যার উপযোগিতা আমরা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করতে পারি। কেউই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় তথ্য বুঝতে পারেনি, যেমনিভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার বাস্তব তথ্য নিরূপণ করা যায় না। তিনি মর্যাদার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য, নবীগণ সে জ্যোতির্মণ্ডলের গ্রহমালা। তাঁর নবুওয়াতের আবির্ভাবে সব শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে এবং তাঁর হেদায়াতের আলো সারা-পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।। সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে অতিশয় বিমুগ্ধ। তিনি হলেন পাপড়িবিশিষ্ট ফুলের কলিস্বরূপ এবং মর্যাদার পূর্ণ চাঁদ ও বদান্যতার সমুদ্রতুল্য। নিজের চারপাশে চাকর-বাকর থাকা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি পূর্ণ স্বভাব ও গাম্ভীর্যের অধিকারী ছিলেন, যেন কোনো বিশাল সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন না; বরং মৃদু হাসতেন। তাঁর কথা বলার সময় ও মৃদু হাসার সময় মনে হতো যেন মুক্তা ঝরে পড়ছে। ইন্তেকালের পর তাঁর মসজিদের পার্শ্বেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর সমাধিতে জীবিত। যে মাটিতে তিনি সমাহিত হয়েছেন, এর সুগন্ধি মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম, যার কোনো তুলনা হয় না।

اَلسُّؤَالُ (٦) : لَخِّصْ مُعَلَّقَةَ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى مَعَ بَيَانِ أُسْلُوْبِهٖ.

প্রশ্ন-৬ : কবি যুহাইর ইবনে আবি সালমা কর্তৃক বিরচিত মুয়াল্লাকার সার-সংক্ষেপ তার পদ্ধতিসহ বর্ণনা করুন।

اَلْاِجَابَةُ : مِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ زُهَيْرَ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰى اَلْمُزَنِيَّ الَّذِيْ هُوَ مُنْشِدُ الْمُعَلَّقَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ مِنْ فُحُوْلِ الشُّعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ. أَنْشَدَ الشَّاعِرُ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ فِيْ تَعْرِيْفِ حَارِثِ بْنِ عَوْفٍ وَهَرَمِ بْنِ سِنَانِ ابْنِ أَبِيْ حَارِثَةَ، لِاَنَّهُمَا قَدْ صَالَحَا بَيْنَ قَبِيْلَتَيْ بَنِيْ عَبْسٍ وَبَنِيْ ذُبْيَانَ وَقَضٰى مَا عَلَيْهِمَا عُهْدَةَ الدِّيَةِ فِيْ وَاقِعَةِ دَمِ عَبْسٍ وَكَانَا مِنْ قَوْمِ بَنِيْ مُرَّةَ. فَاَلَّفَ زُهَيْرٌ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ فِيْ تَعْرِيْفِهِمَا.

اَلْخُلَاصَةُ : فَاَوْرَدَ الشَّاعِرُ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ تَشْبِيْبًا اِلٰى حَبِيْبَتِهٖ أَمِّ أَوْفٰى وَآثَارِ دِيَارِهَا الْقَدِيْمَةِ فِيْ طَرِيْقِ سَفَرٍ مَعَ أَخِلَّائِهٖ. فَقَالَ سَائِلًا نَفْسَهٗ. هٰذِهٖ اٰثَارُ الدِّيَارِ الَّتِيْ أَرَاهَا أَمَامِيْ كَانَتْ تَسْكُنُ هٰهُنَا عَشِيْقَتِيْ أَمُّ أَوْفٰى فِيْ زَمَنٍ، لٰكِنَّهَا الْاٰنَ سَاكِتَةٌ لَمْ تَكَلَّمْ. وَهِيَ تَقَعُ بِاَرْضٍ غَلِيْظَةٍ وَاقِعَةٍ بَيْنَ حَوْمَلَةِ الدَّرَاجِ وَالْمُتَثَلَّمِ. كَانَتْ رُسُوْمُهَا بَاقِيَةً اَلْاٰنَ كَمَرَاجِيْعِ وَشْمٍ فِيْ نَوَاشِرِ مَعَاصِمِ النِّسَاءِ الْحَسِيْنَةِ؛ لِاَنَّ فِيْ تِلْكَ الدَّارِ تُرْعٰى الْعَيْنُ وَالْاِرَامُ تَسْكُنُ فِيْهِ. أَسَفُ الْاَسَفِ!! وَقَفْتُ هٰهُنَا بَعْدَ مُضِيِّ عِشْرِيْنَ حِجَّةً فَعَرَفْتُهَا بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَعَرَفْتُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ الَّتِيْ يُنْصَبُ عَلَيْهَا قُدُوْرُهَا. عَرَفْتُ جَدْوَلًا كَانَ حَوْلَ خَبَائِهَا الَّذِيْ لَمْ يَنْهَدِمْ، فَلِذَا قَالَ مُخَاطِبًا لِاَهْلِ الدَّارِ. اَلَا أَنْعِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ وَاَسْلِمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ الشَّاعِرُ كَيْفِيَّةَ رِحْلَةِ حَبِيْبَتِهٖ اِلٰى جُرْثُمٍ مَعَ نِسَاءِ الْقَبِيْلَةِ وَقَالَ مُخَاطِبًا لِاَخِلَّائِهٖ بَعْدَ غَلَبَةِ الْوَجْدِ فِيْ قَلْبِهٖ بِقَوْلِهٖ : هَلْ تَرٰى مِنَ الظَّعَائِنِ تَرْتَحِلْنَ مِنْ فَوْقِ جُرْثُمٍ. وَهُنَّ مَسْتُوْرَاتٌ بِاَسْتَارٍ جَمِيْلَةٍ حَمْرَاءَ مُرْتَحِلَاتٍ اِلٰى مَتْنِ السُّوْبَانِ بِحَيْثُ عَلَيْهِنَّ ذَلِّ النَّاعِمِ الْمُتَنَعِّمُ. وَفِيْ أَجْسَامِهِنَّ مَوْضِعُ لَهْوٍ

لَطِيْفٍ وَمَنْظَرٌ عَجِيْبٌ لِلَّذِىْ يَمْعَنُ النَّظَرَ فِىْ مَحَاسِنِ النِّسَاءِ. وَفِىْ أَيَّةِ مَنَازِلَ نَزَلْنَ لِلْاِسْتِرَاحَةِ سَقَطَتْ فَتَاتُ الصُّوْفِ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَنْمَاطِ الْمَطْرُوْحَةِ عَلٰى هَوَادِجِهِنَّ مِثْلَ حُبِّ الْفَنَا الَّذِىْ لَمْ يُثْقَبْ. اَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ كَانَ الْمَنْظَرُ اَنِيْقًا عَجِيْبًا.

وَجَعَلْنَ فِىْ رِحْلَتِهِنَّ جَبَلَ الْقِنَانِ عَنْ أَيْمَانِهِنَّ، وَالْحَالُ أَنَّ أَكْثَرَ سُكَّانِهَا مِنْ أَعْدَائِنَا وَبَعْضُهَا مِنْ أَصْدِقَائِنَا. فَلَمَّا وَصَلْنَ اِلٰى غَدِيْرِ جُرْثُمَ وَرَدْنَ الْمَاءَ الْاَزْرَقَ بِحَيْثُ وَضَعْنَ مَتَاعَهُنَّ فِى الْخِيَامِ الَّتِىْ بُنِيَتْ لِلسُّكُوْنَةِ. فَيَا أَسَفٰى عَلَى الْاَسَفِ! أَيْنَ تِلْكَ الْاَيَّامُ وَأَيَّامُ وِصَالِىْ مَعَهُنَّ.

اَلْحَاصِلُ : عَلٰى عَادَةِ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ بَدَأَ الشَّاعِرُ قَصِيْدَتَهُ بِالتَّشْبِيْبِ اِلٰى عَشِيْقَةٍ فَرْضِيَّةٍ كَانَتْ حَقِيْقَةً ثُمَّ بَعْدُ بَيَّنَ حُسْنَ صَدِيْقَاتِهَا وَجَمَالَهُنَّ وَرَشَاقَةَ ثِيَابِهِنَّ وَمَدْحَ السَّيِّدَانِ هَرَمَ بْنَ سِنَانٍ وَحَارِثَ بْنَ عَوْفٍ.

উত্তরঃ ভূমিকা : মুয়াল্লাকার কবি যুহাইর ইবনে আবি সালমা ছিলেন জাহেলি কবিদের অন্যতম জাদরেল কবি। এ কাসিদাটি হারিস ইবনে আওফ ও হারাম ইবনে সিনান ইবনে আবি হারিসার প্রশংসায় আবৃত্তি করেছেন। কেননা তারা উভয়ে বনি আবস ও বনি যিবইয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বনি আবস গোত্রের গোত্রপতি আবস-এর রক্তপণ প্রদানের ফয়সালা করেছে। তারা উভয়ে ছিলো মুররা গোত্রের; তাই যুহাইর ইবনে আবি সালমা তাদের প্রশংসা তার কাসিদাটি রচনা করেছেন।

কবিতার সারমর্ম বর্ণনা : কবি স্বীয় প্রেমিকা উম্মে আওফার উদ্দেশে প্রেমকাব্য হিসেবে তার বাড়ির নিদর্শনাবলির বর্ণনা এবং তার অবস্থান স্থলের বর্ণনা দিয়ে এ কবিতাটি শুরু করেন, যেখানে এখন চারণভূমি হিসেবে বকরি চরানো হয়। বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ করার সময় পথে তার প্রেমিকার পুরাতন বাড়ির চিহ্ন, যেখানে এক সময় তার প্রেমিকা উম্মে আওফা বসবাস করতো। কিন্তু এটি এখন নিশ্চুপ, বাকরুদ্ধ হয়ে আছে। এটি উল্কির পুনঃপুনঃ খুদিত চিহ্নের ন্যায় এখনো অবশিষ্ট আছে। এখন সে বাড়িতে বন্য গাভী এবং শ্বেত হরিণসমূহ বিচরণ করছে এবং বসবাস করছে। হায় আফসোস! বিশ বছর পর আমি এখানে দাঁড়ালাম এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তার বাড়ি এবং উনুনের কালো পাথরগুলো এবং চৌবাচ্চার নিম্ন ভাগের ন্যায় নর্দমাগুলোকে আমি চিনতে পারলাম। ওরা এখনো অক্ষত আছে। এজন্যে সে তার বাড়িতে অবস্থানকারীদের লক্ষ্য করে বললো, ওহে! তোমাদের প্রভাতকাল শুভ হোক, তোমরা শান্তিতে থাকো।

অতঃপর কবি গোত্রের অন্যান্য নারীদের সাথে তার প্রেমিকার প্রস্থানের ধরন উল্লেখ করে আত্মহারা হয়ে বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললো, হে আমার বন্ধু! হাওদায় উপবিষ্টদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছো? তারা জুরসুম নামক জলাশয়ের উচ্চ ভূমি দিয়ে ভ্রমণ করে যাচ্ছে।

সুবান প্রান্তরের উচ্চভূমি দিয়ে তারা ভ্রমণকালে উষ্ট্রীর পশ্চাৎভাগে হেলান দিয়ে বসেছে। ফলে তাদের ভঙ্গিমা ঠিক একজন কোমল ক্রান্তিবিশিষ্ট প্রাচুর্যশীলা রমণীর ভঙ্গির মতো ছিলো। তাদের দেহে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির জন্যে সুদর্শন ও কৌতুকের অবকাশ রয়েছে এবং এমন এক বিস্ময়কর দৃশ্য রয়েছে, যা সৌন্দর্য প্রিয় লোকের চোখে খুবই আকর্ষণীয়। তারা যখনি কোনো অবস্থানে যাত্রা

বিরতি করে, তখন যুবতীগণ হাওদার ওপর পশমি কাপড় ও হালকা গোলাপি পর্দা ছড়িয়ে দেয়। তুমি কি দেখছো না, সে দৃশ্যই কতইনা চমৎকার ও বিস্ময়কর!

আর তারা কেনান ও তার কঠিন ভূমির ডান পার্শ্ব দিয়ে পথ চলে। অবস্থাটা এমন, অন্যরা আমাদের বন্ধু। তারা যখন জুরসুম নামক জলাশয়ে পৌঁছলো, তখন তারা জলাশয়ে অবতরণ করলো এবং অবস্থানের জন্যে নির্মিত তাঁবুর মধ্যে রক্ষিত পাত্রসমূহ পূর্ণ করে নিলো। হায় আফসোস! কোথায় সে দিনগুলো! তাদের সাথে আমি কীভাবে মিলিত হবো?

উপসংহার : জাহেলি কবিদের স্বভাব অনুযায়ী কবি যুহাইর প্রেমিকার প্রেমগাঁথা দ্বারা তার কবিতা আরম্ভ করেছে। অতঃপর তার বান্ধবীদের সৌন্দর্য, তাদের কাপড়ের গুণাগুণ এবং হারাম বিন সিনান ও হারিস ইবনে আওফের প্রশংসা বর্ণনা করেছেন।

اَلسُّؤَالُ (٧) : لِمَاذَا سُمِّيَ الشَّاعِرُ بِهٰذَا النَّظْمِ «بِمَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ بُبُوْرَ سَعِيْدٍ»؟

প্রশ্ন-৭ : কবি এ কবিতাকে কেন مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ নামে নামকরণ করেলন?

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدَّمَةِ : إِنَّ وَجْهَ تَسْمِيَةِ النَّظْمِ «بِمَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ بِبُوْرِ سَعِيْدٍ» لِحَافِظْ اِبْرَاهِيْمِ لَهُ وُجُوْهٌ كَثِيْرَةٌ فَمِنْهَا بَعْضُ مَايَلِيْ :

اَلْوَجْهُ الْاِنْسَانِيُّ : إِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى وَجَعَلَ حُقُوْقَهُمْ مُشْتَرِكًا تَدُوْرُ بَيْنَهُمَا. وَهٰذَا لَايَمْكِنُ فِى الْحَقِيْقَةِ اَنْ تَعْرِفَ النِّسَاءُ حُقُوْقَهُنَّ اِلَّا بِالتَّعَلُّمِ الَّذِى يَحْصُلُ فِى الْمَدْرَسَةِ، وَمَوْضُوْعُ هٰذَا النَّظْمِ مِثْلَهَا، فَوَافَقَ وَجْهِ التَّسْمِيَّةِ بِهَا.

اَلْوَجْهِ التَّعْلِيْمِيُّ: إِنَّ النِّسَاءَ يَلْزَمْ لَهُنَّ مَعْرِفَةَ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِىْ لَاتُمْكِنُ لِهُنَّ اَنْ يَعْلَمْنَهَا اِلَّافِى الْمَدْرَسَةِ فَهٰذَا الشِّعْرُ مَا يُوَافِقُ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِلْمَوْضُوْعِ الْمَذْكُوْرِ فِيْهِ.

اَلْوَجْهُ الصَّلَاحِىُّ : وَلَا تُمْكِنُ لِلنِّسَاءِ اَنْ يَسْتَعْمِلْنَ صَلَاحِيَتَهُنَّ بِدُوْنِ تَحْصِيْلِ الْعُلُوْمِ الْكَيَاسَةِ فَلَابُدَّ لَهُنَّ اِقَامَةِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِىْ تُجَهِّزُهُنَّ حَقَّ الْجَهَازِ الَّذِىْ دَلَّ إِلَيْهِ أَشْعَارَ حَافِظِ اِبْرَاهِيْمِ فَسُمِّيَ بِهٰذَا الْاِسْمِ.

اَلْوَجْهُ الْخُلُقِىُّ : حُصُوْلُ الْاَخْلَاقِ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ مِنْ حَيْثُ الْغَرْضِ اَسْهَلُ وَاَوْفَقُ مَكَانًا وَمَجْلِسًا. فَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِمَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ كَانَ مُوَافِقًا.

وَجْهُ الْحُرِّيَّةِ : فَلَابُدَّ لِلْبَنَاتِ مَدْرَسَةُ الَّتِىْ تُدَرِّسُهُنَّ وَتُوْضِعُ اَمَامَهُنَّ صُوْرَةَ حُرِّيَّتِهِنَّ بِاَنَّهُنَّ لَسْنَ بِحُلًى وَلَا بِاَثَاثٍ بَلْ هُنَّ مِنَ الْاِنْسَانِ اَيْضًا كَالرِّجَالِ وَهٰذِهٖ تَقَدَّمَتْ فِى هٰذَا النَّظْمِ فَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِهَا يُوَافِقُ الْحَقِيْقَةِ.

اَلْوَجْهُ الْاِجْتِمَاعِىُّ : إِنَّ الشَّاعِرَ قَدْ تَأَسَّفَ عَلَى الَّذِيْنَ مَنَعُوْا النِّسَاءَ عَنِ التَّعْلِيْمِ فِى الْمَدْرَسَةِ وَحِرْضِهِنَّ تَحْرِيْضًا بِالتَّعْلِيْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعُلُوْمِ.

اَلْحَاصِلُ : فَنَقُوْلَ اَخِيْرًا إِنَّ هٰذِهِ الْعِبَارَاتِ تَدُلُّ عَلٰى اَحْسَنِ وَجْهِ تَسْمِيَةِ النَّظْمِ بِمَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ الَّتِىْ اَنْشَدَهَا شَاعِرُ النِّيْلِ حَافِظِ اِبْرَاهِيْمِ.

উত্তর॥ ভূমিকা : হাফিজ ইবরাহিম কর্তৃক রচিত «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ»-এর নামকরণের অনেক দিক বিদ্যমান। তার কিয়দংশ নিম্নে আলোচনা প্রদত্ত হলো। যথা–

মানবিক দিক : আল্লাহ তা'য়ালা নারী এবং পুরুষ উভয় জাত সৃষ্টি করেছেন। তাদের অধিকার নারী-পুরুষ ভেদে পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যা নারী ও পুরুষের মাঝেই আবর্তিত হয়। আর এহেন অধিকার সম্পর্কে বিশেষ করে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে গেলে শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয় যার মূল ভিত্তি হলো মাদরাসা। আর আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তুও অনুরূপ। অতএব, এদিক দিয়ে নামকরণটা যথার্থ হয়েছে।

শিক্ষাগত দিক : নারীদের জন্য সঠিক আকিদা, ইবাদতসহ, সব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য। আর তাদের জন্য এহেন জ্ঞানার্জন মাদরাসা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অত্র কবিতাটি এ কথারই প্রতীক। ফলে কবিতার নামকরণ তাৎপর্যবহ ও অতীব সুন্দর হয়েছে।

যোগ্যতার দিক : জ্ঞান-বৃদ্ধি ও কৌশল শিক্ষা করা ব্যতীত নারীদের পক্ষে যোগ্যতা কাজে লাগানো সম্ভবপর নয়। কাজেই তাদেরকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হলে এমন একটি মাদরাসা দরকার যা তাদেরকে গড়তে সক্ষম। আর কবি হাফিজ ইবরাহিমের কবিতাগুচ্ছ এমনটিই নির্দেশনার ধারক বাহক, যার ফলে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

চারিত্রিক দিক : নারীদের চারিত্রিক শিক্ষা অর্জন বালিকা বিদ্যালয়েই সহজ ও সম্ভব। আর এদিকটি কবি তার অত্র কবিতায় পেশ করেছেন; ফলে «مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ» নামকরণটা একেবারেই অনুকূল হয়েছে।

স্বাধিকার দিক : নারীদের শিক্ষা অর্জনের জন্য এমন একটি বিদ্যালয় প্রয়োজন। যেখানে তারা জ্ঞান আহরণ করবে এবং যেথায় তাদের সম্মুখে আপন স্বাধীনতার স্বরূপ তুলে ধরা হবে যে, তারা শুধুমাত্র পুরুষের ভূষণ ও গৃহের শোভা বর্ধণকারীনী নয়; বরং তারাও পুরুষদের ন্যায় স্বয়ম্ভর জাতি। আর এ সমস্ত বিষয়াদি আলোচ্য কতিবায় চিত্রিত হয়েছে। ফলে কবিতার নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে।

সামাজিক দিক : কবি সেই লোকদের ওপর দুঃখ করেছেন যারা নারীদের বিদ্যালয়ে পড়া-লেখার বিরোধিতা করে। অথচ তিনি তাদেরকে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এজন্য অত্র কবিতার নাম مَدْرَسَةُ الْبَنَاتِ রাখা যথার্থ হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আলোচিত মর্মগুলো দ্বারা প্রতীয়মান করে যে, আগত কবিতা গুচ্ছ 'বালিকা বিদ্যালয়' নামে নামকরণের জন্য উপযুক্ত যে, কবিতাগুলো নীল-নদের কবি, হাফিজ ইবরাহিম আবৃত্তি করেছিলো।

اَلسُّوَالُ (٨) : اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاةِ الْعَلَّامَةِ بَدِيْعِ الزَّمَانِ الْهَمْدَانِيْ.

প্রশ্ন-৮ : সংক্ষেপে আল্লামা বদীউযযামান আল-হামাদানির জীবনী লিখুন।

اَلْاِجَابَةُ : اَلتَّعَارُفُ بِالْكَاتِبِ الْعَلَّامَةِ بَدِيْعِ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِيْ :

هُوَ اَبُو الْفَضْلِ اَحْمَدُ بْنِ الْحُسَيْنِ لَقَبُهُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ وَالْمَعْرُوْفُ بِالْهَمَدَانِيِّ نِسْبَةٌ اِلٰى بَلَدِ هَمَدَانُ. وَهٰذَا بَلَدٌ مَشْهُوْرٌ فِيْ مُلْكِ فَارِسَ، وَفِيْهِ وُلِدَ لِهَمَدَانِيٍّ.

اَلْوِلَادَةُ : اِخْتَلَفَ الْمُؤَرِّخُوْنَ فِيْ تَارِيْخِ مِيْلَادِهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ وُلِدَ فِيْ سَنَةِ ٣٥٣ ه وَقِيْلَ فِيْ سَنَةِ ٣٥٧ ه ذَكَرَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ وُلِدَ فِيْ سَنَةِ ٣٥٨ ه وَمَوْلِدُهُ بَلَدُ هَمَدَانَ. فَنَشَأَ فِيْهِ وَلِهٰذَا الْوَجْهِ اِشْتَهَرَ الْمَوْصُوْفُ بِصِفَةِ الْهَمَدَانِيِّ.

حَالَتُهُ الطُّفُوْلِيَّةُ وَابْتِدَاءُ التَّعَلُّمُ :

كَانَ الْهَمَدَانِيُّ فِى اِبْتِدَاءِ عُمُرِهِ وَحَالَةِ صِبْيَانِهِ ذَكِيًّا فَطِنًا حَسَنَ الصُّوْرَةِ بَشَاشَةِ الْوَجْهِ خَفِيْفَ الرُّوْحِ كَثِيْرَ الضَّحْكِ سَرِيْعَ الْفَهْمِ بَدِيْعَ اَلْكَلَامِ وَقَدْ تَدَرَّسَ اَللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ وَالْفُنُوْنَ الْاَدَبِيَّةَ فِىْ مَوْلِدِهِ بَلَدِ هَمَدَانَ وَتَعَمَّقَ فِيْهِمَا تَعَمُّقًا ظَهَرَ تَاثِيْرُهُ فِى الْاَوْصَافِ الَّتِىْ اشْتُهِرَبِهَا فِىْ نَشْرِ كَلَامِهِ وَنَظْمِ اَشْعَارِهِ وَكَانَ لَهُ لِحُسْنِ صُوْرَتِهِ وَسِيْرَتِهِ وَلِحَلَاوَةِ كَلَامِهِ اَثَرٌ كَثِيْرٌ فِى النَّصْرِ الَّذِىْ اَحْرَزَهُ حَتّٰى تَفُوْقَ عَلٰى اَهْلِ زَمَانِهِ وَزُمَلَائِهِ فِىْ سَاحَةِ الْاَدَبِ.

سَفَرُهُ لِحُصُوْلِ الْعِلْمِ وَالْاَدَبِ : حِيْنَ فَرَغَ الْهَمَدَانِيُّ مِنْ اِبْتِدَاءِ تَعَلُّمِهِ اَرَادَ السَّفَرَ اِلٰى مَرَاكِزِ الْعُلُوْمِ وَفَارَقَ هَمَدَانَ فِىْ حَالَةِ شَبَابِهِ حِيْنَ بَلَغَ عُمُرُهُ فَوْقَ الْعِشْرِيْنَ حَتّٰى وَصَلَ اِلٰى بَلَدِ نِيسَابُوْرِ اِحْدٰى مَرَاكِزِ الْعُلُوْمِ فِى الْفَارِسِ اِلْتَحَقَ بِدَرَاسَةِ الْاَدِيْبِ الْاَرِيْبِ اَبِى الْحَسَنِ ابْنِ الْكَرِيْمِ وَحَصَلَ مِنْهُ الْعُلُوْمَ وَالْفُنُوْنَ وَاللُّغَةَ الْفَصِيْحَةَ حَتّٰى اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ وَاَدَبِهِ وَفَاقَ عَلٰى اَهْلِ الزَّمَانِ ثُمَّ جَاءَ فِىْ خِدْمَةِ الصُّوْفِىِّ الْمَشْهُوْرِ اَبِى الْقَاسِمِ الْعَبَّاسِ وَحَصَلَ مِنْهُ عِلْمَ التَّصَوُّفِ وَعِلْمَ الرِّيَاضَةِ وَكَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ شَدِيْدٌ وَتَشَوُّقٌ عَمِيْقٌ بِوَطَنِ اُسْتَاذِهِ اَبِى الْحَسَنِ بْنِ الْكَرِيْمِ حَتّٰى تَوَطَّنَ بِوَطَنِ اُسْتَاذِهِ لِبَقِيَّةِ عُمُرِهِ.

خِدْمَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ : ثُمَّ اشْتَغَلَ الْمَوْصُوْفُ فِىْ خِدْمَةِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيْمِ الْاَدَبِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ حَتّٰى اَنَّهُ اَحْدَثَ التَّارِيْخَ الْجَدِيْدَ فِىْ بَابِ الْاَدَبِ وَلِهٰذَا لُقِّبَ الْمَوْصُوْفُ بِلَقَبِ بَدِيْعِ الزَّمَانِ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ اَبُوْبَكْرِ الْخُوَارْزَمِىُّ اَدِيْبًا مَشْهُوْرًا بِنِيْسَابُوْرِ يَظُنُّ الْخُوَارْزَمِى فِىْ نَفْسِهِ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُشَابِهُهُ اَحَدٌ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ فِى الْاَدَبِ الْعَرَبِى فَنَاقَشَهُ بَدِيْعُ الزَّمَانِ فِى الْاَدَبِ وَانْتَصَرَ عَلَيْهِ. قِيْلَ : فَمَاتَ الْخُوَارْزَمِىُّ كَمِدًا وَحَزِيْنًا عَلَيْهِ فَصَارَ الْجُوُّ خَالِيًا لِبَدِيْعِ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىِّ.

اَخِرُ عُمُرِهِ وَوَفَاتُهُ : تَزَوَّجَ بَدِيْعُ الزَّمَانِ الْهَمَدَانِىِّ بِنْتَ اُسْتَاذِهِ فَحَصَلَ لَهُ اَمْوَالٌ ضَخْمَةٌ مِنْ قِبَلِ صِهْرِهِ بَعْدَمَا مَاتَ صَارَ بَدِيْعُ الزَّمَانِ سَعِيْدًا بِالْغِنَاءِ لٰكِنَّ الْمَنِيَّةَ لَحِقَتْهُ سَنَةَ ٣٩٨ ه مِنَ الْهِجْرَةِ حِيْنَمَا كَانَ عُمُرُهُ اَحَدً وَاَرْبَعُ.

উত্তর : মাকামা লেখক বদিউয্যামান হামাদানির সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সূচনা : তাঁর নাম আহমদ। পিতার নাম হোসাইন। তাকে আবুল ফযল উপনামেও ডাকা হতো এবং বদিউয্যামান খেতাবে ভূষিত করা হতো। যেহেতু তিনি পারস্যের একটি শহর হামাদানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে কারণে তৎপ্রতি সম্পর্কিত করে তিনি হামাদানি পরিচয়ে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

জন্ম : তার জন্ম-তারিখ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণের যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। কারো মতে, তিনি ৩৫৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কারো মতো, তিনি ৩৫৭ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৩৫৮ হিজরি সনে হামাদান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃভূমির সম্পর্কে তিনি হামাদানি নামে খ্যাত।

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা : বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে, কোন বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নিতে পারতেন এবং হঠাৎ জবাব দিতে পারতেন, যা স্বাভবত অন্যদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তার সুদর্শন অবয়ব এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও মিষ্টি ভাষার কাবণে তিনি সকলের নিকট সমাদৃত ও প্রিয় ছিলেন। জন্মভূমি হামাদান

শহরেই তিনি বাল্যকালীন শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আরবি ভাষায় ও আরবি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যার পরিচয় তার আরবি ভাষায় লিখিত গল্প ও কবিতার শব্দ চয়নে ও বাক্য গঠনে পাওয়া যায়।

জ্ঞানানুসন্ধানে জন্মভূমি ত্যাগ : যখন তার বয়স বিশ বছর অতিক্রম করলো এবং তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করে তৎকালীন জানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি নিশাপুর চলে যান। সেখানে তিনি প্রখ্যাত ও যুগশ্রেষ্ঠ আরবি সাহিত্যিক আবুল হাসান ইবনুল কারিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি বিখ্যাত সূফি-সাধক আবুল কাসেম আল-আব্বাসের নিকট হতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা এলমে বাতেন অর্জন করেন। তার সম্মানিত উস্তাদ আবুল হাসান ইবনুল কারিমের মাতৃভূমির সাথে তার একটা গভীর মায়ার বন্ধন ছিল। এমনকি তিনি তার জীবনের বাকি সময় সেখানে কাটিয়ে দেন।

শিক্ষা সেবা : অতঃপর তিনি আরবি ভাষা ও আরবি সাহিত্য শিক্ষা দানে মনোনিবেশ করেন এবং আরবি সাহিত্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে সাহিত্য জগতে বদিউয্যামান উপাধিতে ভূষিত হন। সে যুগে আবু বকর আল-খুওয়ারিযমি নামে একজন প্রসিসদ্ধ সাহিত্যিক নিশাপুরে বাস করতেন। আরবি সাহিত্যে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে তিনি ধারণা করতেন না। আল্লামা বদিউয্যামান হামাদানীর সাথে তার আরবি ভাষায় বহস ও মুকাবিলা হয়। তাতে খুওয়ারিযমি হেরে যান এবং পরে মনঃবেদনায় মৃত্যুবরণ করেন। এরপর হতে হামাদানি বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক হিসেবে একক পরিচিতি লাভ করেন।

শেষ জীবন ও মৃত্যু : তিনি তার উস্তাদের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনেআবদ্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যে তার শ্বশুর মৃত্যুবরণ করলে তিনি শ্বশুরের ধন-সম্পদে ধনবান হয়ে সুখী হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ৩৯৮ হিজরি সনে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ প্রায় ৪১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

اَلسُّؤَالُ (٩) : اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سَلْمٰى مَعَ ذِكْرِ خَصَائِصِ اَشْعَارِهِ.

প্রশ্ন-৯ : যুহাইর ইবনে আবি সালমার জীবনী তার কবিতার বৈশিষ্ট্যসহ আলোচনা করুন।

اَلْاِجَابَةُ : اَلْمُقَدَّمَةُ : اِنَّ زُهَيْرَ بْنَ أَبِيْ سَلْمٰى كَانَ مِنْ أَشْهَرِ الشُّعَرَاءِ الْجَاهِلِيِّيْنَ وَكَانَ صَاحِبَ الْمُعَلَّقَةِ، سَنُقَدِّمُ أَمَامَكُمْ أَيُّهَا الْاَدْبَاءُ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ مَعَ ذِكْرِ خَصَائِصِ اَشْعَارِهِ.

تَعْرِيْفُ زُهَيْرٍ : هُوَ زُهَيْرُ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ رَبَاحٍ مِنْ قَبِيْلَةِ مُزَيْنَةَ مِنْ مُضَرَ. كُنْيَةُ أَبِيْهِ أَبُوْ سَلْمٰى أَمَا وَالِدَتُهُ فَقَدْ كَانَتْ مِنْ قَبِيْلَةِ ذُبْيَان وَهِيَ أُخْتُ الشَّاعِرِ الْجَاهِلِيِّ بِشَامَةِ بْنِ الْغَدِيْرِ.

حَيَاتُهُ الطُّفُوْلِيَّةُ : قَدْ وُلِدَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سَلْمٰى فِي الْحَاجِرِ (جُنُوْبُ الرِّيَاضِ) مِنْ نَجْدُ نَحْوَ ٥٢٥ اَلْمِيْلَادِيَّةِ وَهُنَاكَ شَبَّ زُهَيْرٌ وَتَرَعْرَعَ فِيْ كُنْفِ خَالِهِ الشَّاعِرِ بِشَامَةَ بْنِ الْغَدِيْرِ فَأَخَذَ عَنْهُ كَثِيْرًا مِنْ حِكَمَتِهِ وَرَأْيِهِ وَشِعْرِهِ.

وَكَانَتْ وَالِدَتُهُ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيْهِ شَاعِرًا جَاهِلِيًّا شَهِيْرًا هُوَ أَوْسُ بْنُ حُجَرٍ. فَعَنٰى أَوْسٌ بِزُهَيْرٍ وَاتَّخَذَهُ رَاوِيًا لَهُ.

حَيَاتُهُ الزَّوَاجِيَّةُ : وَقَدْ تَزَوَّجَ زُهَيْرٌ اِمْرَأَةً جَمِيْلَةً كَرِيْمَةً اِسْمُهَا لَيْلٰى وَكُنْيَتُهَا أُمُّ أَوْفٰى، وَلَمَّا لَمْ يَعِشْ لَهَا أَوْلَادُ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَخَوَاتِهِ فَاِنْجَبَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ هُمَا كَعْبٌ وَبُجَيْرٌ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ أُمَّ أَوْفٰى ظَلَّتْ تَحْتَ تَفْكِيْرِهِ فَاَرَادَ بَعْدَ عِشْرِيْنَ سَنَةً مِنْ طَلَاقِهَا أَنْ يَعُوْدَ إِلَيْهَا وَلٰكِنَّهَا لَمْ تُقْبَلْ.

صِفَاتُ زُهَيْرٍ : مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ أَبْرَزَ الصِّفَاتِ الَّتِيْ تَحَلَّى بِهَا زُهَيْرٌ وَأَثَّرَتْ فِيْ شِعْرِهِ هِيَ مَا يَأْتِيْ :

١. اَلصِدْقُ : وَهِيَ الصِّفَةُ الَّتِيْ أَشَارَ بِهَا عُمَرُ ﷺ حِيْنَ قَالَ فِيْ زُهَيْرٍ : كَانَ لَا يُعَاظِلُ. وَكَانَ يَتَجَنَّبُ فُحْشَ الْكَلَامِ وَلَمْ يَمْدَحْ أَحَدًا اِلَّا بِمَا فِيْهِ. وَقَدْ أَشَارَ زُهَيْرٌ بِأَهَمِّيَّةِ الصِّدْقِ فِي الشِّعْرِ فِيْ مَدْحِ حَرِمٍ :

وَاَنْ أَحْسَنَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِلُهُ * بَيْتٌ يُقَالُ اِذَا مَا قُلْتَهُ صِدْقًا.

٢. اِفْشَاءُ السَّلَامُ : هٰذِهِ الصِّفَةُ قَدْ نَمَتْ فِيْ نَفْسِهِ؛ لِاَنَّهُ نَشَأَ بَعِيْدًا عَنْ قَبِيْلَتِهِ يَتَحَلَّى بَرْقَةُ الشَّمَائِلِ وَالْاَدَبِ وَيُحِبُّ الصَّفَاءَ وَالسَّلَامَ وَالتَّحِيَّةَ.

٣. اَلتَّدَيُّنُ : اِنَّهُ كَانَ ذَا رُوْحَانِيَّةٌ وَاَنَّهُ قَالَ لِاِبْنِهِ بُجَيْرٍ :

لَوْلَا أَنْ يَتَّقِي النَّاسُ عَلَيَّ لَسَجَدْتُ لِلَّذِيْ خَلَقَنِيْ وَخَلَقَ السَّمَاءُ.

٤. اَلْحِكْمَةُ وَالرَّأْيُ السَّدِيْدُ : وَهٰذَانِ كَانَا لِتَجَارُبِهِ الطَّوِيْلَةِ وَذَكَاوَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ وَطُوْلِ صُحْبَتِهِ لِخَالِهِ بَشَامَةَ وَزَوْجُ أُمِّهِ أَوْسِ بْنِ حُجْرٍ.

وَفَاتُهُ : تُوُفِّيَ زُهَيْرٌ قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ عُمُرُهُ نَحْوِ تِسْعِيْنَ عَامًا.

خَصَائِصُ أَشْعَارِهِ : مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ لِاِشْعَارِهِ خَصَائِصَ وَهِيَ فِي الذَّيْلِ :

١. اَلتَّصْوِيْرُ الْجَمِيْلُ خُصُوْصًا فِيْ غَزْلِهِ وَوَصْفِهِ فَمَنْ يَقْرَأُ الْمُقَدَّمَةَ الْغَزْلِيَّةَ فِيْ مُعَلَّقَةِ زُهَيْرٍ يَجِدْهُ يُصَوِّرُ الظَّعَائِنِ الْجَمِيْلَاتِ.

٢. صِدْقُ اللَّهْجَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْمُبَالَغَاتِ الْبُغْضِيَّةِ.

٣. طُرُقُ الْمَعَانِيْ مُبْتَكِرَةٌ وَيَتَّضِحُ هٰذَا فِيْ أَبْيَاتِ حِكْمَتِهِ وَمِدِيْحِهِ.

٤. اَلْاَلْفَاظُ الْمُنْتَقَاةُ ذَاتَ الْمُوْسِيْقِيَّ الْعَذْبَةِ.

٥. تَجَنُّبَ الْحَشْوِ وَالْفُضُوْلِ وَالْغُمُوْضِ وَمُدَاخَلَةُ الْكَلَامِ بَعْضُهُ فِيْ بَعْضٍ.

٦. ظُهُوْرُ أَثَرِ التَّجْرِبَةِ الْوَاسِعَةِ وَالْخُلُقِ الْحَمِيْدَةِ وَالشُّعُوْرِ الدِّيْنِيِّ وَحُبِّ السَّلَامِ فِيْ شِعْرِهِ.

اَلْحَاصِلُ : لَايَخْفٰى أَنَّهُ كَانَ سَلِيْمَ الْعِرْضِ وَالْخُلُقِ وَصَاحِبَ الْمَلَكَةِ الشِّعْرِيَّةِ وَكَانَ يَتَّقِي اللهَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

উত্তরঃ ভূমিকা : যুহাইর ইবনে আবু সালমা ছিলেন জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্য হতে একজন। তিনি ছিলেন মুয়াল্লাকা প্রণেতা। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলিসহ তুলে ধরা হলো।

যুহাইর পরিচিতি : তিনি হলেন যুহাইর ইবনে রবিয়া ইবনে রাবাহ মুযাইনা গোত্রের একজন ব্যক্তি। তাঁর পিতার উপনাম হলো আবু সালমা। তাঁর মাতা ছিলো যুবইয়ান গোত্রের একজন এবং তিনি হলেন জাহেলি কবি বাশামা ইবনে গুদাইরের বোন।

তাঁর বাল্যজীবন : যুহাইর ইবনে আবু সালমা নজদ প্রদেশের হাজেজ নামক স্থানে ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর মামা কবি বাশামা ইবনে গুদাইরের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্পর্কে তাঁর কবিতা, মতামত ও বুদ্ধিমত্তা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধতম কবি আওস ইবনে হুজর এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আওস যুহাইরকে অর্থবহ কিছু মনে করেন এবং তাঁকে নিজের বর্ণনাকারী নিযুক্ত করেন।

তাঁর বৈবাহিক জীবন : যুহাইর এক সুন্দরী চরিত্রবান নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যার নাম লায়লা এবং তার কুনিয়ত উম্মে আওফা। যখন তার কোনো সন্তান বেঁচে থাকতো না, তাই তাকে তালাক প্রদান করে তার এক মামাতো বোনকে বিবাহ করেন। পরে তাঁর দুটি সন্তান হয়। তারা হলো কা'ব ও বুজাইর। কবি উম্মে আউফার মনে বিশ বছর পর পুনরায় স্থান পেলে তাঁর নিকট ফিরে আসতে চাইলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

যুহাইরের গুণাবলি : যেসব দৃশ্যমান গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত হয়েছে যুহাইর এবং যেগুলো তার কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছে, সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **সততা :** এটা তাঁর এমন একটি গুণ, যে সম্পর্কে ওমর (রা) বলেছেন, তিনি কারো অনুসরণ করতেন না, তিনি অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কারো মধ্যে বিরাজমান গুণ ছাড়া তার প্রশংসা করেননি এবং যুহাইর হারাম শরিফের প্রশংসায় কবিতার মধ্যে সততার গুরুত্বের প্রতি ইশারা করেছেন–

وَاِنَّ اَحْسَنَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِلُهُ * بَيْتٌ يُقَالُ اِذَا مَا قُلْتَهُ صَدَقَا.

২. **সালামের সম্প্রসারণ :** এ গুণটি তাঁর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কেননা, তিনি নিজ গোত্র থেকে দূরে লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি কোমল ও শিষ্টাচার দ্বারা অলংকৃত হয়েছেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়কে ভালোবাসতেন।

৩. **ধার্মিকতা :** তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। তিনি তাঁর পুত্র বুজাইরকে বললেন–

لَوْلَا أَن يَتَّقِيَ النَّاسُ عَلَيَّ لَسَجَدْتُ لِلَّذِيْ خَلَقَنِيْ وَخَلَقَ السَّمَاءِ.

যদি লোকেরা আমার সম্পর্কে কিছু বলাবলি না করতো, তবে আমি অবশ্যই ঐ সত্তার জন্যে সেজদা করতাম, যিনি আমাকে ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন।

৪. **কৌশল ও সঠিক মত প্রকাশ :** এ দুটি গুণ ছিলো তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, মৌলিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং তাঁর মামা বাশামা ও তাঁর মায়ের স্বামী আউস বিন হুজর-এর দীর্ঘ সংশ্রবের ফসল।

তার পরলোকগমন : রাসূল (স)-এর পৃথিবীতে আগমনের কিছুকাল পূর্বে যুহাইর মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুকালে তার বয়স হয়ে ছিল প্রায় নব্বই বছর।

তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য : তাঁর কবিতার কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১. **সুন্দর চিত্রকল্প :** বিশেষকরে তাঁর প্রণয়কাব্য ও প্রশংসামূলক কাব্যে তাঁর এগুলো লক্ষণীয়। কাজেই যে ব্যক্তি যুহাইর-এর মুয়াল্লাকার প্রণয়কাব্য বিষয়ক ভূমিকা পাঠ করবে, সে তাতে (দেখতে) পাবে, তিনি চিত্রায়িত করেছেন হাওদায় আরোহী সুন্দরী মহিলাগণের দৃশ্য।

২. **সত্যবাদিতা :** তিনি সত্যভাষী ছিলেন। নিকৃষ্ট অতিরঞ্জন তিনি জানতেন না।

৩. অর্থগত নিয়মনীতি ছিলো পরিচিত এবং এটা তাঁর প্রশংসামূলক ও কৌশলমূলক কবিতায় প্রকাশ পায়।

৪. ত্রুটিমুক্ত ব্যঞ্জণাময় মধুর শব্দাবলি।

৫. তিনি দূরে থাকতেন অপরিচিত শব্দ ব্যবহার, অতিরঞ্জন, অস্পষ্টতা এবং বাক্যের এক অংশ অপর অংশে প্রবেশ করানো থেকে।

৬. তাঁর কবিতায় শুভেচ্ছা প্রীতি ও ধর্মীয় অনুভূতি এবং প্রশংসনীয় চরিত্র ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলামত প্রকাশ পায়।

উপসংহার : তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ছিলো কাব্যিক যোগ্যতা এবং তিনি জাহেলি যুগে থেকেও আল্লাহকে ভয় করতেন।

৫. সংলাপ/অনুচ্ছেদ

[আরবিতে ১টি সংলাপ অথবা, অনুচ্ছেদ লিখতে হবে- ৫×১ = ৫]

১. تَكَلَّمْ بِالْعَرَبِيَّةِ مَعَ أُسْرَتِكَ عَنْ خُطْبَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِأَوَّلِ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ.

১. মসজিদে কুবায় অনুষ্ঠিত প্রথম জুমুআয় রাসূল (স)-এর খুতবা নিয়ে তোমার পরিবারের সাথে আরবিতে সংলাপ করুন।

اَلْإِجَابَةُ :

لَبِيْبٌ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

عَفَّانُ : وَعَلَيْكُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَيْفَ اَنْتَ؟

لَبِيْبٌ : اَلْحَمْدِ اللهِ طَيِّبٌ مَا تَعْرِفُ عَنْ مَسْجِدِ الْقُبَاءِ؟

مُحَمَّدٌ : هُوَ مَسْجِدٌ صَلّٰى فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلَ الْجُمُعَةِ.

لَبِيْبٌ : اَيْنَ تَقَعُ هِيَ؟

رَقِيْبٌ : هِيَ تَقَعُ فِيْ ضَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةُ الْجَنُوْبِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ عِنْدَ بَنِيْ عَمْرِوْ بْنِ عَوْفٍ فِي قُبَاءَ.

لَبِيْبٌ : مَاذَا تَعْرِفُ عَنِ الْخُطْبَةِ الَّتِيْ خَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسْجِدِ الْقُبَاءِ؟

فَهِيْمٌ : هِيَ خُطْبَةٌ هَامَّةٌ بَلِيْغَةٌ وَفِيْهِ تَعْلِيْمَاتٍ كَثِيْرَةٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَهِيَ اَوَّلَ خُطْبَةٍ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

فَاطِمَةُ : مَا هِيَ التَّعْلِيْمَاتُ لِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ فِي مَسْجِدِ الْقُبَاءِ؟

مُبَارَكْ : اَهَمُّ تَعْلِيْمَاتٍ لِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ هُوَ تَقْوَى اللهِ فَاِنَّ لِلتَّقْوٰى رَأْسُ الطَّاعَاتِ، شُكْرًا لَكُمْ.

লাবিব : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আফফান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তুমি কেমন আছো?

লাবিব : আল-হামদুলিল্লাহ, ভালো। তুমি মসজিদে কুবা সম্পর্কে কী জান?

মুহাম্মদ : সেটা ওই মসজিদ, যেখানে রাসূল (স) সর্বপ্রথম জুমুআর নামায আদায় করেন।

লাবিব : সেটা কোথায় অবস্থিত?

রাকিব : সেটা মদিনার পশ্চিম-দক্ষিণ উপকণ্ঠে বনু আমর ইবনে আওফের নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে অবিস্থত।

লাবিব : মসজিদে কুবায় রাসূল (স) কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা সম্পর্কে তুমি কী জান?

ফাহিম : সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাহিত্যপূর্ণ একটি খুতবা। এতে মুসলমানদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এটা হলো জুমুআর নামাযের সর্বপ্রথম খুতবা।

ফাতেমা : মসজিদে কুবায় প্রদত্ত প্রথম খুতবার শিক্ষণীয় বিষয় কী কী?

মুবারক : প্রথম খুতবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। কেননা আল্লাহভীতি হলো সব ইবাদতের মূল। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

٢. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمُعَلِّمِ فِيْ أَوَّلِ لِقَاءٍ بِالْفَصْلِ الدِّرَاسِيْ.

২. শ্রেণিকক্ষে প্রথম সাক্ষাতে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সংলাপ।

اَلطَّالِبُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

اَلْمُعَلِّمُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أُهَنِّئُكُمْ تَهْنِئَةً أَيُّهَا الطُّلَّابُ الْجُدُدُ، فَمَا تَعَارُفُكَ؟

اَلطَّالِبُ : اَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مِنْ كُوْمِلَّا، لَوْ سَمَحْتَ هَلْ تَعْرِفُ نَفْسَكَ؟ يَا أُسْتَاذُ!

اَلْمُعَلِّمُ : اَنَا عَبْدُ الرَّشِيْدِ اَلْمُحَاضِرَ لِقِسْمِ الْاَدَبِ الْعَرَبِيْ، مِنْ بَرِيْسَالِ. مِنْ اَيْنَ فُزْتَ الدَّاخِلَ يَاعَبْدُ اللهِ؟

اَلطَّالِبُ : فُزْتُ الدَّاخِلَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ دَاكَا كَيْفَ نَتَّخِذُ الْاَعْدَادَ لِلِاخْتِبَارِ الْمَرْكَزِيْ يَا أُسْتَاذُ؟

اَلْمُعَلِّمُ : اَعْتِنْ بِمُحَاضَرَاتِ الْمُعَلِّمِيْنَ.

اَلطَّالِبُ : كَيْفَ اَجِدُ مُسَاعَدَتَكَ فِيْ مُشْكِلَةِ الدِّرَاسَةِ؟

اَلْمُعَلِّمُ : اِتَّصِلْ بِنَا بِالْجَوَّالِ وَالرَّقْمِ كَذَا كَذَا.

اَلطَّالِبُ : شُكْرًا يَا أُسْتَاذُ، اِنِّيْ اَحْتَاجُ إِلٰى مَنَاهِجَ دِرَاسِيَّةٍ، أَيْنَ اَجِدُ؟

اَلْمُعَلِّمُ : تَجِدُهَا فِيْ مَكْتَبِ الْمَدْرَسَةِ.

اَلطَّالِبُ : مَعَ السَّلَامَةِ يَا أُسْتَاذُ.

اَلْمُعَلِّمُ : شُكْرًا وَإِلَى اللِّقَاءِ.

ছাত্র : আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শিক্ষক : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। তোমার পরিচয় কী?

ছাত্র : আমার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, কুমিল্লা হতে। উস্তাদ! দয়া করে আপনার পরিচয় দেবেন কি?

শিক্ষক : আমি আবদুর রশিদ। প্রভাষক, আরবি বিভাগ, বরিশাল হতে। আবদুল্লাহ! তুমি কোথায় থেকে দাখিল পাশ করেছো?

ছাত্র : আমি ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে দাখিল পাশ করেছি। উস্তাদ, কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নেবো?

শিক্ষক : শিক্ষকদের লেকচারসমূহে মনোযোগী হবে।

ছাত্র : অধ্যয়নকালে কোনো সমস্যায় পড়লে কীভাবে আপনার সাহায্য পেতে পারি?

শিক্ষক : তুমি মোবাইলে যোগাযোগ করবে। নাম্বার এই এই ...

ছাত্র : ধন্যবাদ উস্তাদ। একটি সিলেবাস প্রয়োজন, কোথায় পাবো?

শিক্ষক : মাদরাসার লাইব্রেরীতে পাবে।

ছাত্র : উস্তাদ, নিরাপদে থাকুন।

শিক্ষক : ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।

٣. اَلْحِوَارَ بَيْنَ الصَّدِيْقَيْنَ حَوْلَ الْمَدْرَسَةِ

৩. দু'বন্ধুর মধ্যে মাদরাসা সম্পর্কে সংলাপ।

سَلْمَانُ : يَا فَرْحَانُ! اَيْنَ تَذْهَبُ؟

فَرْحَانُ : أَرَدْتُ مَدْرَسَتِيْ.

سَلْمَانُ : فِيْ أَيَّةِ مَدْرَسَةٍ تَدْرُسُ أَنْتَ؟

فَرْحَانُ : فِي الْمَدْرَسَةِ الْاِسْلَامِيَّةُ الْكَامِلِ بِدَهَامْتِيْ (كُوْمِلَّا).

سَلْمَانُ : حَسَنٌ، فِيْ أَيِّ صَفٍّ تَدْرُسُ؟

فَرْحَانُ : فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَرْحَلَةِ "اَلْعَالِم".

سَلْمَانُ : كَيْفَ وَجَدْتَ مَدْرَسَتَكَ هٰذِهِ؟

فَرْحَانُ : مُمْتَازَةٌ، فِيْهَا أَسَاتِذَةٌ مَاهِرُوْنَ وَخُبَرَاءُ وَطَلَبَةٌ أَذْكِيَاءُ.

سَلْمَانُ : كَيْفَ كَانَتْ بِيْئَةُ الْمَدْرَسَةِ؟

فَرْحَانُ : اَلْمَدْرَسَةُ وَاقِعَةٌ فِي الْقَرْيَةِ وَلٰكِنْ مَوْقِعَهَا الْجُغْرَافِيَّ حَسَنٌ جِدًّا وَلِلْمَدْرَسَةِ غَدِيْرٌ عَظِيْمٌ وَحَوْلَهَا أَشْجَارٌ خَضْرَاءُ وَالطُّلَّابُ يَدُوْرُوْنَ حَوْلَ الْغَدِيْرِ صَبَاحًا وَمَسَاءً.

سَلْمَانُ : حَسَنٌ، كَيْفَ الْجَوُّ الْعِلْمِيُّ؟

فَرْحَانُ : اَلْجَوُّ الْعِلْمِيُّ فَوْقَ الْوَصْفِ، يَجْتَهِدُ الطُّلَّابُ فِي الدِّرَاسَةِ أَقْصٰى مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ. يَدْرُسُ الْاَسَاتِذَةُ بِاعْتِنَاءٍ كَبِيْرٍ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى النَّتَائِجِ الْمُمْتَازَةِ فِي الْاِمْتِحَانَاتِ الْمَرْكَزِيَّةِ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ.

سَلْمَانُ : حَسَنٌ، يَا فَرْحَانُ!

فَرْحَانُ : اَكْرَمَكَ اللّٰهُ.

সালমান : ফারহান! কোথায় যাবে?
ফারহান : মাদরাসায় যেতে চাচ্ছি।
সালমান : তুমি কোন মাদরাসায় পড়?
ফারহান : ধামতি (কুমিল্লা) ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় পড়ি।
সালমান : বেশ! তুমি কোন শ্রেণিতে পড়?
ফারহান : আলিম দ্বিতীয় বর্ষে।
সালমান : এ মাদরাসাটিকে তুমি কেমন পেলে?
ফারহান : চমৎকার, এতে অভিজ্ঞ খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী ও মেধাবী ছাত্রবৃন্দ রয়েছে।
সালমান : মাদরাসার পরিবেশ কেমন?
ফারহান : মাদরাসাটি একটি গ্রামে অবস্থিত, তবে এর ভৌগোলিক অবস্থান খুব চমৎকার। মাদরাসায় একটি বিশাল দীঘি রয়েছে। তার চারিদিকে নয়নাভিরাম সবুজ বৃক্ষাদি রয়েছে। ছাত্ররা সকাল সন্ধ্যা এই দীঘির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে।
সালমান : বেশ! মাদরাসার শিক্ষার পরিবেশ কেমন?
ফারহান : এর শিক্ষার পরিবেশ ধারণাতীত। ছাত্ররা তাদের সাধ্যমতো পড়ালেখায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকমণ্ডলী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঠ দান করেন, যা প্রত্যেক বছর ছাত্রদেরকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
সালমান : ধন্যবাদ, হে ফারহান!
ফারহান : আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করুন।

٤. اَلْحِوَارُ بَيْنَ طَالِبِ الْوَظِيْفَةِ وَ مُدِيْرِ الْمَكْتَبِ.

৪. চাকরিপ্রার্থী ও অফিস পরিচালকের মধ্যে সংলাপ

فُرْقَانْ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

اَلْمُدِيْرُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، تَفَضَّلْ، مَا اِسْمُكَ وَمَا اسْمَ أَبِيْكَ؟

فُرْقَانْ : أَنَا فُرْقَانُ وَاِسْمُ اَبِيْ تَاجُ الْإِسْلَامِ.

اَلْمُدِيْرُ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ وَكَمْ عُمْرُكَ يَا أَخُ؟

فُرْقَانْ : اَنَا مِنْ كِيْشُوْرَ غُوْنج. عُمْرِيْ تِسْعَ عَشَرَ سَنَةً.

اَلْمُدِيْرُ : وَمَاذَا دَرَسْتَ؟

فُرْقَانْ : دَرَسْتُ الثَّانُوِيَّةَ الْعُلْيَا وَنَجَحْتُ فِي الْاِخْتِبَارِ بِالتَّقْدِيْرِ الْأَوَّلِ.

اَلْمُدِيْرُ : جَيِّدٌ، وَهَلْ لَكَ خِبْرَةٌ فِي الطِّبَاعَةِ عَلَى الْحَاسُوْبِ؟

فُرْقَانْ : نَعَمْ، يَا سَيِّدِيْ عِنْدِيْ خَبْرَةُ سَنَتَيْنِ.

اَلْمُدِيْرُ : كَمْ تَطْلُبُ مِنَ الرَّاتِبِ؟

فُرْقَانْ : عِشْرُوْنَ اَلْافٍ تَاكَا.

اَلْمُدِيْرُ : هٰذَا كَثِيْرٌ يَا فُرْقَانُ! طَيِّبْ، نُعْطِيْكَ فِي الْبِدَايَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ الْافٍ.

فُرْقَانْ : طَيِّبْ يَا سَيِّدِيْ! سَأَبْتَدِئُ مِنْ غَدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ.

اَلْمُدِيْرُ : طَيِّبْ.

فُرْقَانْ : شُكْرًا يَا سَيِّدِيْ!

ফোরকান : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
পরিচালক : ওয়া আলাইকুমুসসালাম, আসুন। তোমার নাম কী? তোমার পিতার নাম কী?
ফোরকান : আমি ফোরকান। আমার পিতার নাম তাজুল ইসলাম।
পরিচালক : তুমি কোথা থেকে এসেছো? আর তোমার বয়স কত?
ফোরকান : কিশোরগঞ্জ থেকে। আমার বয়স উনিশ বছর।
পরিচালক : তুমি কী পড়াশোনা করেছো?
ফোরকান : আমি ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছি।
পরিচালক : বেশ, তোমার কি টাইপ রাইটিং-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে?
ফোরকান : হ্যাঁ, বস! আমার দু'বছরের অভিজ্ঞতা আছে।
পরিচালক : ফোরকান! বেতন কত চাও?
ফোরকান : বিশ হাজার টাকা।
পরিচালক : অনেক টাকা। ঠিক আছে, আমরা শুরুতে তোমাকে পনেরো হাজার টাকা বেতন দেবো।
ফোরকান : স্যার! ঠিক আছে। আগামিকাল থেকে আরম্ভ করবো।
পরিচালক : বেশ।
ফোরকান : ধন্যবাদ, বস।

٥. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبَيْنِ عَنِ الْجَامِعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ بِكُوسْتِيَا.

৫. কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে দুছাত্রের মাঝে সংলাপ

فُرْقَانْ : اَلسَّلَامُ

اَلْمُدِيْرُ : وَعَلَيْكُ

فُرْقَانْ : أَنَا فُرْقَا

اَلْمُدِيْرُ : مِنْ أَيْنَ

فُرْقَانْ : اَنَا مِنْ

اَلْمُدِيْرُ : وَمَاذَا دَ

فُرْقَانْ : دَرَسْتُ

اَلْمُدِيْرُ : جَيِّدٌ، وَ

فُرْقَانْ : نَعَمْ، يَا

اَلْمُدِيْرُ : كَمْ تَدْ

فُرْقَانْ : عِشْرُوْ

اَلْمُدِيْرُ : هٰذَا كَثِ

فُرْقَانْ : طَيِّبْ يَ

اَلْمُدِيْرُ : طَيِّبْ.

فُرْقَانْ : شُكْرًا

حَبَاحَ الْخَيْرِ يَا شِهَابُ! فِيْ اَيَّةِ جَامِعَةٍ تَدْرُسُ اَنْتَ؟

حَبَاحَ النُّوْرِ. أَدْرُسُ فِي الْجَامِعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ بِكُوسْتِيَا.

تِي وَكَيْفَ أُسِّسَتْ هٰذِهِ الْجَامِعَةُ؟

سِّسَتْ بِتَارِيْخِ ٢٢ نُوْفِمْبَرْ

ا الْاَهْدَافُ الرَّئِيْسِيَّةُ لِهٰذِهِ الْجَامِعَةِ؟

دَافُهَا الرَّئِيْسِيَّةُ : اِعْدَادُ أُنَاسٍ مِنَ الْأَجْيَالِ النَّاشِئَةِ الْمُتَمَكِّنِيْنَ مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْاَخْلَاقِ الْاِسْلَامِيَّةِ.

ا الْمَرَاحِلُ الدِّرَاسِيَّةُ لِهٰذِهِ الْجَامِعَةِ؟

هَا اَرْبَعُ مَرَاحِلَ لِلدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا وَهِيَ : ١. مَرْحَلَةُ الْبَكَالُوْرِيُوْسِ ٢. مَرْحَلَةُ الْمَاجِسْتِيْرِ مَرْحَلَةُ الْاِمْفِيْلِ ٤. مَرْحَلَةٌ لِدَرَجَةِ الدُّكْتُوْرَاتِ.

لْ مَنَاهِجُهَا الدِّرَاسِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ مَنَاهِجِ الْجَامِعَاتِ الْأُخْرٰى؟

بَسْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَعِيْدٌ فِي الْاَقْسَامِ الْعَامَّةِ اَمَّا اَقْسَامُ الدِّرَاسَاتِ الْاِسْلَامِيَّةِ عَلٰى نَمَطِ الْجَامِعَاتِ مِنَ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ.

كْرًا قَدْ عَرَفْتُ عَنِ الْجَامِعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ كَثِيْرًا مِنْكَ.

عَ السَّلَامَةِ.

হামিদ : সুপ্রভাত শিহাব! তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছ?

শিহাব : শুভ সকাল। আমি কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি।

হামিদ : কখন ও কীভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

শিহাব : ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বরে।

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

শিহাব : এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নতুন প্রজন্মের এমন কিছু লোক তৈরি করা, যারা ব ও ইসলামি চরিত্রে সুদৃঢ় হবে।

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরগুলো কী কী?

শিহাব : এখানে উচ্চশিক্ষার চারটি স্তর বিদ্যমান। তা হচ্ছে- ১. অনার্স, ২. মাস্টার্স, ৩. এম. ফিল ও ৪. পি

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলামের সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পার্থক্য আছে কি?

শিহাব : সাধারণ বিভাগগুলোর সিলেবাস ও কারিকুলামের সাথে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নেই। তবে ইসলাম শিক্ষার বিভাগগুলো আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পথ অনুস

হামিদ : ধন্যবাদ! তোমার কাছ থেকে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পা

শিহাব : নিরাপদে থেকো।

নাম কী?

ঘ্রছি।

ছন দেবো।

٥. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّالِبَيْنَ عَنِ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِكُوسْتِيَا.

৫. কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে দুছাত্রের মাঝে সংলাপ

حَمِيْدٌ : صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا شِهَابُ! فِيْ اَيَّةِ جَامِعَةٍ تَدْرُسَ اَنْتَ؟

شِهَابٌ : صَبَاحَ النُّوْرِ. أَدْرُسَ فِي الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِكُوسْتِيَا.

حَمِيْدٌ : مَتٰى وَكَيْفَ اُسِّسَتْ هٰذِهِ الْجَامِعَةُ؟

شِهَابٌ : اُسِّسَتْ بِتَارِيْخِ ٢٢ نُوْفِمْبَرْ

حَمِيْدٌ : مَا الْاَهْدَافُ الرَّئِيْسِيَّةُ لِهٰذِهِ الْجَامِعَةِ؟

شِهَابٌ : اَهْدَافُهَا الرَّئِيْسِيَّةُ : اِعْدَادُ اُنَاسٍ مِنَ الْأَجْيَالِ النَّاشِئَةِ الْمُتَمَكِّنِيْنَ مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْاَخْلَاقِ الْاِسْلَامِيَّةِ.

حَمِيْدٌ : مَا الْمَرَاحِلُ الدِّرَاسِيَّةُ لِهٰذِهِ الْجَامِعَةِ؟

شِهَابٌ : فِيْهَا اَرْبَعُ مَرَاحِلَ لِلدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا وَهِيَ : ١. مَرْحَلَةُ الْبُكَالُوْرِيُوْسِ ٢. مَرْحَلَةُ الْمَاجِسْتِيْرِ ٣. مَرْحَلَةُ الْاِمْفِيْلِ ٤. مَرْحَلَةٌ لِدَرْجَةِ الدَّكْتُوْرَاتِ.

حَمِيْدٌ : هَلْ مَنَاهِجُهَا الدِّرَاسِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ مَنَاهِجِ الْجَامِعَاتِ الْاُخْرٰى؟

شِهَابٌ : لَيْسَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَعِيْدٌ فِي الْاَقْسَامِ الْعَامَّةِ اَمَّا اَقْسَامُ الدِّرَاسَاتِ الْاِسْلَامِيَّةِ عَلٰى نَمَطِ الْجَامِعَاتِ مِنَ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ.

حَمِيْدٌ : شُكْرًا قَدْ عَرَفْتُ عَنِ الْجَامِعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ كَثِيْرًا مِنْكَ.

شِهَابٌ : مَعَ السَّلَامَةِ.

হামিদ : সুপ্রভাত শিহাব! তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছ?

শিহাব : শুভ সকাল। আমি কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি।

হামিদ : কখন ও কীভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

শিহাব : ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বরে।

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

শিহাব : এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নতুন প্রজন্মের এমন কিছু লোক তৈরি করা, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামি চরিত্রে সুদৃঢ় হবে।

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরগুলো কী কী?

শিহাব : এখানে উচ্চশিক্ষার চারটি স্তর বিদ্যমান। তা হচ্ছে- ১. অনার্স, ২. মাস্টার্স, ৩. এম. ফিল ও ৪. পি, এইচ ডি।

হামিদ : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলামের সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের কোনো পার্থক্য আছে কি?

শিহাব : সাধারণ বিভাগগুলোর সিলেবাস ও কারিকুলামের সাথে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইসলাম শিক্ষার বিভাগগুলো আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পথ অনুসরণ করেছে।

হামিদ : ধন্যবাদ! তোমার কাছ থেকে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

শিহাব : নিরাপদে থেকো।

٦. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الصَّدِيْقَيْنِ حَوْلَ الدَّعْوَةِ فِيْ حَفْلَةِ الزَّوَاجِ.

৬. বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ বিষয়ে দু'বন্ধুর মাঝে সংলাপ

مَسْرُوْرٌ : مَرْحَبًا، أَرَاكَ مُتَبَسِّمًا بَشِّرْنَا عَنْكَ.

مَبْرُوْرٌ : نَعَمْ، خَبَرُ سَارٍ، جِئْتُ لَأُبَشِّرَ بِهِ.

مَسْرُوْرٌ : هَيَّا، أَسْرِعْ، أَسْرِعْ.

مَبْرُوْرٌ : تَمَّ عَقْدُ زَوَاجِيْ فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِيْ.

مَسْرُوْرٌ : مَا شَاءَ اللّٰهُ، مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ تَزَوَّجْتُ، وَمَا سَمِعْتُ عَنْهُ شَيْئًا!

مَبْرُوْرٌ : اَسَفٌ، اِنْعَقَدَ فُجَأَةً حَتّٰى إِنِّيْ مَا كُنْتُ أَعْرِفُ، سَامِحْنِيْ سَتَنْعَقِدُ الْحَفْلَةُ فِي الْأُسْبُوْعِ الْقَادِمِ لَابُدَّ أَنْ تَشَرَّفُنَا بِالْحُضُوْرِ أَنْتَ وَجَمِيْعُ أَفْرَادِ أُسْرَتِكَ.

مَسْرُوْرٌ : فِيْ أَيِّ يَوْمٍ وَفِي أَيِّ مَكَانٍ؟

مَبْرُوْرٌ : مَسَاءَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ فِي صَالَةِ الْحَفَلَاتِ النُّوْرِ فِيْ شَارِعِ مَوْتِيْجِيْلِ.

مَسْرُوْرٌ : طَيِّبٌ، يَا مَبْرُوْرَا! لَابُدَّ أَنْ نَحْضُرَ فِيْهَا. وَمَنْ يَحْضُرُ مِنَ الضُّيُوْفِ الْكِبَارِ؟

مَبْرُوْرٌ : سَيَحْضُرُ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ مِنَ الْوُزَرَاءِ وَبَعْضٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَرْلَمَانِ وَبَعْضُ أَسَاتِذَتِيْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْبَدَرَةِ.

مَسْرُوْرٌ : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ سَأَحْضِرُ.

مَبْرُوْرٌ : شُكْرًا، إِلَى اللِّقَاءِ.

مَسْرُوْرٌ : مَعَ السَّلَامَةِ.

মাসরূর : মারহাবা, তোমাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখছি, শুভ সংবাদ দাও।

মাবরুর : হ্যাঁ, খুশির সংবাদ, তোমাকে শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যেই এসেছি।

মাসরূর : তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি খবর দাও।

মাবরূর : গত সপ্তাহে আমার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

মাসরূর : মাশাআল্লাহ, মুবারকবাদ, মুবারকবাদ। তুমি বিয়ে করেছ, অথচ আমি কিছুই শুনি নি।

মাবরূর : দুঃখিত, হঠাৎ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমিও জানতাম না। আমাকে মার্জনা করবে। অচিরেই আগামী সপ্তাহে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্যই তুমি ও তোমার পরিবারের সব সদস্য উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করবে।

মাসরূর : কোন দিন, কোথায়?

মাবরূর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় মতিঝিলের আন-নূর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

মাসরূর : ধন্যবাদ, মাবরূর তোমার বিবাহ অনুষ্ঠানে আমরা অবশ্যই উপস্থিত হবো। কোন কোন মহান অতিথি আগমন করবেন?

মাবরূর : চার পাঁচজন মন্ত্রী ও কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং আমার কয়েকজন খ্যাতনামা ওস্তাদ উপস্থিত হবেন।

মাসরূর : ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই আসবো।

মাবরূর : ধন্যবাদ, আবার সাক্ষাৎ হবে।

মাসরূর : নিরাপদে থেকো।

٧. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الرِّجَالِ عَنْ مَهْنَتِهِمْ.

৭. পেশা বিষয়ে কয়েক ব্যক্তির মাঝে সংলাপ

شَاكِرٌ : مَاذَا سَنَعْمَلُ بَعْدَ الدِّرَاسَةِ؟

نَاصِرٌ : أَنَا أَدْرُسُ الطِّبَّ فِيْ كُلِّيَّةِ الطِّبِّ، سَأَعْمَلُ طَبِيْبًا، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

مَحْمُوْدٌ : أَنَا أَدْرُسُ الصَّيْدَلَةَ فِي كُلِّيَّةِ الصَّيْدَلَةِ، سَأَعْمَلُ صَيْدَلِيًّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

مُنِيْرٌ : أَنَا أَدْرُسُ التَّمْرِيْضَ فِيْ كُلِّيَّةِ التَّمْرِيْضِ، سَأَعْمَلُ مُمَرِّضًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

لُقْمَانُ : أَنَا أَدْرُسُ الْهَنْدَسَةَ فِيْ كُلِّيَّةِ الْهَنْدَسَةِ، سَأَعْمَلُ مُهَنْدِسًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

اَمِيْنٌ : أَنَا أَدْرُسُ الطَّيْرَانَ فِي كُلِّيَّةِ الطَّيْرَانِ، سَأَعْمَلُ طَيَّارًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

شَاكِرٌ : أَنَا أَدْرُسُ التَّرْبَيَة فِي كُلِّيَّةِ التَّرْبِيَةِ، سَأَعْمَلُ مُدَرِّسًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

لَبِيْبٌ : اَنَا اَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ بِدَاكَا فِى الصَّفِّ الْعَالِمِ، اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ مُحَدِّثًا.

مُحَمَّدٌ : اَنَا اَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ بِسِلْهِتْ، اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ مُفَسِّرًا.

فَهِيْمٌ : اَنَا اَدْرُسُ فِى كَالَادِىْ فَاضِلْ مَدْرَسَةْ، اُرِيْدُ أَنْ اَكُوْنَ فَقِيْهًا.

مَاجِدٌ : اَنَا أَدْرُسُ فِى جَامِعَةِ اُمِّ الْقُرٰى فِى الْقِرَاءَةِ، اُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَ قَارِئًا مَاهِرًا.

كَرِيْمٌ : اَنَا أَدْرُسُ فِىْ جَامِعَةِ دَاكَا فِىْ قِسْمِ الْاِنْكَلِيْزِيَّةِ، اُرِيْدُ اَنْ أَكُوْنَ مُدَرِّسًا فِىْ قِسْمِ الْانكَلِيْزِيَّةِ.

শাকের : পড়াশোনার পর আমরা কী করবো?

নাছের : আমি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি ডাক্তার হিসেবে কাজ করবো।

মাহমুদ : আমি ফার্মেসি অনুষদে ফার্মেসি বিষয়ে পড়ি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি একজন ওষুধ বিক্রেতা (Pharmacist) হিসেবে কাজ করবো।

মনির : আমি নার্সিং কলেজে নার্সিং বিষয়ে পড়াশোনা করছি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি একজন নার্স (Nurse) হিসেবে কাজ করবো।

লুকমান : আমি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করছি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার তথা প্রকৌশলী (Engineer) হিসেবে কাজ করবো।

আমিন : আমি পাইলট কলেজে বিমান চলাচল বা উড্ডয়ন বিষয়ে পড়াশোনা করছি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি একজন বৈমানিক (Pilot) হিসেবে কাজ করবো।

শাকের : আমি ট্রেনিং কলেজে পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা করছি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি একজন ট্রেইনার বা প্রশিক্ষক (Trainer) হিসেবে কাজ করবো।

লাবিব : আমি সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা-এ আলিম শ্রেণিতে পড়ি। আমি মুহাদ্দিস হতে চাই।

মুহাম্মদ : আমি সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া সিলেট-এ লেখাপড়া করি। আমি মুফাসসির হতে চাই।

ফাহিম : আমি কালাদি ফাযিল মাদরাসায় পড়ি। আমি ফকিহ হতে চাই।

মাজেদ : আমি উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরাত বিষয়ে পড়ি। আমি বিজ্ঞ কারি হতে চাই।

করিম : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়ি। আমি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হতে চাই।

٨. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الصَّدِيْقَيْنِ حَوْلَ السَّفَرِ بِالْقِطَارِ.

৮. রেল ভ্রমণ সম্পর্কে দু'বন্ধুর মাঝে সংলাপ

مَحْمُوْدٌ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

مِيْزَانٌ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

مَحْمُوْدٌ : كَيْفَ اَنْتَ يَا مِيْزَانُ؟

مِيْزَانٌ : بِخَيْرٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ هَلْ سَافَرْتَ بِالْقِطَارِ؟

مَحْمُوْدٌ : لَا اَنَا مَا سَافَرْتُ، إِنْ تُسَافِرْ فَاصْحَبْنِيْ.

مِيْزَانٌ : قَدْ قَرَّرَ اَعْضَاءَ الْاُسْرَةِ اَنْ يَتَجَوَّلُوْا بِالْقِطَارِ اِلٰى سِلْهِتْ، لَوْ كُنْتَ مَعَنَا لَكَانَ خَيْرًا.

مَحْمُوْدٌ : طَيِّبْ، اَنَا أُسَافِرُ مَعَكُمْ.

مِيْزَانٌ : مَا هِيَ الْمَنَاظِرُ الطَّبِيْعِيَّةُ وَالْغَرَائِبُ الْمُتَنَوِّعَةُ الَّتِيْ اَعْجَبَتْكَ يَا مَحْمُوْدُ؟

مَحْمُوْدٌ : قَدْ اَعْجَبَنِيْ نَهْرُ جَفْلَنْغ عَلٰى شَاطِئِ الْجِبَالِ وَحَدِيْقَةُ الشَّايِ بِسِرِيْمَنْغَلِ.

مِيْزَانٌ : مَاذَا شُعُوْرُكَ حَوْلَ رِحْلَتِنَا اِلٰى سِلْهَتْ؟

مَحْمُوْدٌ : وَاللهِ رِحْلَتُنَا بِالْقِطَارِ مُرِيْحَةٌ وَمُتَنَعِّمَةٌ لَا اَنْسَاهَا اَبَدًا.

مِيْزَانٌ : مَعَ السَّلَامَةِ.

مَحْمُوْدٌ : سَنُلَاقِيْ مَرَّةً أُخْرٰى اِنْ شَاءَ اللهُ.

মাহমুদ : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।

মিজান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।

মাহমুদ : মিজান! তুমি কেমন আছ?

মিজান : ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। মাহমুদ তুমি কি রেল ভ্রমণ করেছ?

মাহমুদ : না, আমি রেল ভ্রমণ করি নি। তবে তুমি ভ্রমণ করলে আমাকে সাথে নিও।

মিজান : আমার পরিবারবর্গ সিলেটে রেল ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তুমি আমাদের সঙ্গী হলে খুবই ভালো হবে।

মাহমুদ : ঠিক আছে আমি তোমাদের সফর সঙ্গী হবো।

মিজান : মাহমুদ! বৈচিত্র্যময় কী কী বস্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমাকে বিস্মিত করেছে?

মাহমুদ : (সিলেটের) জাফলংয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত জাফলং ঝরনা এবং শ্রীমঙ্গলের চা বাগান আমাকে অভিভূত করেছে।

মিজান : সিলেটে আমাদের ভ্রমণ সম্পর্কে তোমার অনুভূতি কী?

মাহমুদ : আল্লাহর শপথ, আমাদের রেল ভ্রমণ এমন আরামদায়ক ও উপভোগ্য, যা আমি কখনো ভুলবো না।

মিজান : শুভ বিদায়।

মাহমুদ : ইনশাআল্লাহ, আমরা আবার সাক্ষাতে মিলিত হবো।

٩. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الطَّبِيْبِ وَ الْمَرِيْضِ

৯. ডাক্তার ও রোগীর মাঝে সংলাপ

مَسْعُوْدٌ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

اَلطَّبِيْبُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، اِسْتَرِحْ عَلَى الْكُرْسِيِّ بِمَ تُصَابُ؟

مَسْعُوْدٌ : بِأَلَمٍ شَدِيْدٍ فِى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

اَلطَّبِيْبُ : هَلْ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا مِنَ الْاَدْوِيَةِ؟

مَسْعُوْدٌ : تَنَاوَلْتُ بَعْضَ الْاَدْوِيَةِ وَلَمْ تَنْفَعِ.

اَلطَّبِيْبُ : هَلْ هٰذِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَشْعَرُ فِيْهَا بِهٰذَا الْأَلَمِ أَمْ كُنْتَ تَشْعَرُ بِهِ مِنْ قَبْلُ؟

مَسْعُوْدٌ : كُنْتُ أَشْعُرُ بِأَلَمٍ خَفِيْفٍ مِنْ وَقْتٍ آخَرَ وَلٰكِنْ مَا شَعَرْتُ بِهٰذَا الْأَلَمِ الشَّدِيْدِ اَلَّا اَمْسِ فَقَطْ.

اَلطَّبِيْبُ : هٰذَا اِلْتِهَابٌ فِى الْكُلْيَةِ، وَهٰذِهِ هِىَ الْاَدْوِيَةُ، تَسْتَعْمِلُهَا وَعَلَيْكَ بِاِجْرَاءِ تَحْلِيْلٍ لِلْبَوْلِ وَعَمَلِيَّةٍ اَشِعَّةٍ.

مَسْعُوْدٌ : أُرِيْدُ اِجْرَاءَ هٰذَا التَّحْلِيْلِ، مِنْ فَضْلِكَ.

اَلطَّبِيْبُ : هَلْ مَعَكَ صِفَةٌ طِبِّيَّةٌ؟

مَسْعُوْدٌ : نَعَمْ، هٰذَا هِيَ صِفَةٌ طِبِّيَّةٌ.

اَلطَّبِيْبُ : تَذْهَبُ بِهٰذِهِ الْوَرَقَةِ اِلَى الْمُخْتَبَرِ الْفَنِّيِّ الْعَامِلِ هُنَاكَ سَيَأْخُذَ مِنْكَ عَيِّنَةَ الْبَوْلِ.

مَسْعُوْدٌ : شُكْرًا.

মাসুদ : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ডাক্তার : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। চেয়ারে বসুন। আপনার সমস্যা কী?

মাসুদ : ডান পাশে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি।

ডাক্তার : আপনি কি কোনো ওষুধ খেয়েছেন?

মাসুদ : কিছু ওষুধ খেয়েছি, কোনো কাজ হয় নি।

ডাক্তার : এবারই আপনি প্রথম ব্যথা অনুভব করছেন, না কি আগেও অনুভব করতেন?

মাসুদ : মাঝে মাঝে সামান্য ব্যথা অনুভব করতাম। তবে এত তীব্র ব্যথা গতকালই অনুভব করেছি।

ডাক্তার : এটা কিডনির ব্যথা। এই ওষুধ নিন। এগুলো সেবন করবেন। আর আপনাকে পেশাব পরীক্ষা ও এক্সরে করাতে হবে।

মাসুদ : আমি এই পরীক্ষাটা করাতে চাই প্লীজ।

ডাক্তার : আপনার সঙ্গে কি চিকিৎসকের পরামর্শ পত্র আছে?

মাসুদ : হ্যাঁ, আছে। এই যে পরামর্শ পত্র।

ডাক্তার : এই কাগজটি নিয়ে ল্যাবরেটরীতে যান। সেখানে কর্মরত টেকনিশিয়ান আপনার পেশাবের নমুনা রাখবেন।

মাসুদ : ধন্যবাদ।

١٠. الحوار بَيْنَ الصَّدِيقَيْنِ فِي الرِّحْلَةِ إِلَى سُنْدَرْبَنِ

১০. দু'বন্ধুর মাঝে সুন্দরবন ভ্রমণ সম্পর্কে সংলাপ

عُمَرُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أُسَامَةُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَةُ اللهِ بَرَكَاتُهُ.

عُمَرُ : كَيْفَ قَضَيْتَ عُطْلَةَ الرَّبِيعِ، يَا أُسَامَةُ؟

أُسَامَةُ : كُنَّا نَظَمْنَا رِحْلَةً إِلَى سُنَدَرْبَنِ.

عُمَرُ : جَمِيلٌ، مَنْ كَانَ مَعَكَ؟

أُسَامَةُ : صَدِيقِي زُهَيْرٌ وَابْنُ عَمِّي أَحْنَفَ وَزَوْجَ أُخْتِي سَلْمَانُ.

عُمَرُ : كَيْفَ وَصَلْتُمْ إِلَى سُنْدَرْبَنِ؟

أُسَامَةُ : بَدَأْنَا الرِّحْلَةَ بِالْحَافِلَةِ مِنَ الْبَيْتِ وَوَصَلْنَا مِينَاءَ مُونْغَلَا، ثُمَّ اِسْتَأْجَرْنَا الْبَاخِرَةَ الصَّغِيرَةِ لِزِيَارَةِ سُنْدَرْبَنِ.

عُمَرُ : هَلْ رَأَيْتَ نَمِرَ الْبَنْغَالِ؟

أُسَامَةُ : لَا، مَا رَأَيْنَاهُ، وَلٰكِنْ رَأَيْنَا أَثَرَ قَدَمِهِ، وَاللهُ مَخِيفٌ جِدًّا !

عُمَرُ : صَحِيحٌ، النَّمِرُ يَرَى قَلِيلًا. وَهَلْ رَأَيْتُمُ الْغَزَالَ ؟

أُسَامَةُ : نَعَمْ، رَأَيْنَا الْغَزَالَ بَعِيدٌ. وَاللهُ مَنْظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، لَوْ رَأَيْتُهَا مَا نَسِيتَهَا فِي حَيَاتِكَ أَبَدًا.

عُمَرُ : يَا لَيْتَ لَوْ كُنْتُ مَعَكُمْ!

أُسَامَةُ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فِي الْعَامِ الْقَادِمِ نَزُورُ مَرَّةً ثَانِيَةً.

ওমর : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ওসামা : ওয়া আলাইকুমুসর সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ওমর : ওসামা! তুমি বসন্তের ছুটি কীভাবে কাটালে?

ওসামা : আমরা সুন্দরবনে একটা ট্যুরের আয়োজন করেছিলাম।

ওমর : ভালো, তোমার সাথে কে কে ছিলো?

ওসামা : আমার বন্ধু যুহায়ের, চাচাতো ভাই আহনাফ ও দুলাভাই সালমান।

ওমর : তোমরা সুন্দরবন কীভাবে পৌঁছালে?

ওসামা : আমরা বাড়ি থেকে বাসে ভ্রমণ শুরু করলাম এবং মংলাবন্দরে পৌঁছলাম। এরপর সুন্দরবন দেখতে ছোট একটি ট্রলার ভাড়া করলাম।

ওমর : তুমি কি বাংলার চিতা বাঘ দেখলে?

ওসামা : না, আমরা চিতা বাঘ দেখলাম না। তবে এর পায়ের চিহ্ন দেখলাম। আল্লাহর কসম! অনেক ভয়ানক!

ওমর : ঠিক, চিতা বাঘ কমই দেখা যায়। আর তোমরা কি হরিণ দেখলে?

ওসামা : হ্যাঁ, আমরা হরিণ দেখলাম দূর থেকে। আল্লাহর শপথ! এর দৃশ্য ভারি চমৎকার। তুমি যদি দেখতে, জীবনেও ভুলতে না।

ওমর : ইশ্! আমি যদি তোমাদের সাথে থাকতাম!

ওসামা : ইনশাআল্লাহ, সামনের বছর আমরা আবার দেখতে যাবো।

١١. الْحِوَارُ حَوْلَ الْهَوَايَةِ

১১. শখ সম্পর্কে সংলাপ

شَاكِرَةُ : السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ الْحَالَ يَا شَرِيفَةُ؟

شَرِيفَةُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، طَيِّبٌ، وَأَنْتَ؟

شَاكِرَةُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، بِخَيْرٍ، مَاذَا تَقْرَئِينَ يَا شَرِيفَةُ؟

شَرِيفَةُ : أَقْرَأُ الْكُتُبَ وَالْمَجَلَّاتِ الْإِسْلَامِيَّةَ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟

شَاكِرَةُ : جِئْتُ مِنَ السَّكَنِ، هَلْ لَدَيْكِ مَكْتَبَةٌ؟

شَرِيفَةُ : نَعَمْ، لَدَيَّ مَكْتَبَةٌ كَبِيرَةٌ.

شَاكِرَةُ : كَمْ سَاعَةً تَقْرَئِينَ فِي الْيَوْمِ؟

شَرِيفَةُ : أَقْرَأُ سَبْعَ سَاعَاتٍ تَقْرِيبًا.

شَاكِرَةُ : هَلْ هَوَايَتُكِ الْقِرَاءَةُ؟

شَرِيفَةُ : نَعَمْ، هَوَايَاتِي كَثِيرَةٌ : الْقِرَاءَةُ، وَالسَّفَرُ، وَالْمُرَاسَلَةُ. مَا هَوَايَتُكِ يَا شَاكِرَةُ؟

شَاكِرَةُ : هَوَايَاتِي الرِّحْلَاتُ وَالْقِرَاءَةُ أَيْضًا.

শাকেরা : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, শরিফা! কেমন আছো?

শরিফা : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। তুমি কেমন আছো?

শাকেরা : আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। শরিফা! তুমি কী পড়ো?

শরিফা : আমি বইপত্র এবং ইসলামি সাময়িকি পড়ি। তুমি কোথা হতে এলে?

শাকেরা : আমি বাড়ি থেকে এলাম। তোমার কি লাইব্রেরি আছে?

শরিফা : হ্যাঁ, আমার একটি বড় লাইব্রেরি আছে।

শাকেরা : তুমি দৈনিক কত ঘণ্টা পড়ো?

শরিফা : আমি আনুমানিক সাত ঘণ্টা পড়ি।

শাকেরা : পড়া কি তোমার শখ?

শরিফা : হ্যাঁ, আমার অনেক শখ রয়েছে। তন্মধ্যে পড়া, ভ্রমণ করা, পত্রমিতালি করা। শাকেরা! তোমার শখ কী?

শাকেরা : আমারও শখ ভ্রমণ করা এবং বইপত্র পড়া।

١٢. الْحِوَارُ فِي السَّفَارَةِ

১২. দূতাবাসে সংলাপ

جَمِيْلٌ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

نَدِيمٌ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

جَمِيلٌ : لَو سَمَحْتَ يَا أَخِي هَلْ تُسَاعِدُنِيْ؟

نَدِيمٌ : حَاضِر، أَيُّ خِدْمَةٍ؟

جَمِيلٌ : عِنْدِي اِسْتِمَارَةُ التَّأْشِيْرَةِ، عَبِّئْهَا مِنْ فَضْلِكَ.

نَدِيمٌ : هَاتِ الْإِسْتِمَارَةُ وَالْمَعْلُومَاتِ.

جَمِيلٌ : تَفَضَّلْ، هٰذِهِ اسْتِمَارَةٌ.

نَدِيمٌ : مَا اسْمُكَ وَمَا اسْمُ أَبِيْكَ؟

جَمِيلَ : اِسْمِي جَمِيلٌ أَحْمَدُ، وَاسْمُ أَبِيْ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ.

نَدِيمٌ : كَمْ رَقْمُ الْجَوَازِ؟ وَأَيْنَ الْمَصْدَرُ؟

جَمِيلٌ : هٰذَا جَوَازِيْ، شُفْ (كَتَبَ نَدِيمُ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ جَوَازِ جَمِيلٌ ثُمَّ سَأَلَ)

نَدِيمٌ : مَا هِيَ الْمِهْنَةُ؟

جَمِيلٌ : كَهْرَبَائِي.

نَدِيمٌ : أَيْنَ مَكَانُ الْعَمَلِ؟

جَمِيلَ : فِي الطَّائِفِ.

نَدِيمٌ : تَمَامٌ. اِنْتَهَيْتُ. خُذِ الْإِسْتِمَارَةَ.

جَمِيلٌ : شُكْرًا يَا أَخِي! مَاذَا أَفْعَلُ الْآنَ؟

نَدِيمٌ : اِذْهَبْ إِلَى قِسْمِ الْقُنْصَلِ وَسَلِّمِ الْإِسْتِمَارَةَ.

جَمِيلٌ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

জামিল : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

নাদিম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

জামিল : দয়া করে ভাই! আমাকে কি সাহায্য করবেন?

নাদিম : জি, কী করতে পারি?

জামিল : আমার কাছে একটি ভিসার ফরম আছে, দয়া করে সেটি পূরণ করে দিন।

নাদিম : ফরম ও তথ্যাবলি দিন।

জামিল : নিন, এই হচ্ছে ফরম।

নাদিম : আপনার এবং আপনার পিতার নাম কী?

জামিল : আমার নাম জামিল আহমদ। আর আমার পিতার নাম আব্দুল কুদ্দুস।

নাদিম : আপনার পাসপোর্ট নম্বর কত? এবং সেটির ইস্যুর স্থান কোথায়?

জামিল : এই আমার পাসপোর্ট, দেখুন। (নাদিম জামিলের পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলি লিখলো এবং প্রশ্ন করলো।)

নাদিম : পেশা কী?

জামিল : ইলেক্ট্রিশিয়ান।

নাদিম : কর্মস্থল কোথায়?

জামিল : তায়েফে।

নাদিম : আমি সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। ফরমটি নিন।

জামিল : ধন্যবাদ, ভাই! আমি কী করবো এখন?

নাদিম. : তুমি কনস্যুলেট শাখায় যাও এবং ফরমটি হস্তান্তর কর।

জামিল : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

١٣. الْحِوَارُ فِي الْمَكْتَبِ

১৩. অফিসে কথোপকথন

السَّكْرَتِيْرُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، صَبَاحَ الْخَيْرِ.

اَلْمُدِيرُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، صَبَاحَ النُّورِ.

السَّكْرَتِيْرُ : أَأَدْخُلُ، يَا سَيِّدِيْ ؟

اَلْمُدِيرُ : نَعَمْ، تَفَضَّلْ، هَلْ أَرْسَلْتَ الرِّسَالَةَ إِلَى شَرِكَةِ أَرَامُكُوْ؟

السَّكْرَتِيْرُ : لَا ، يَا سَيِّدِي ! سَوَّدْتُ.

اَلْمُدِيرُ : طَيِّبٌ، هَاتِ، أَنْظُرُ.

السَّكْرَتِيْرُ : حَاضِرَ، يَا سَيِّدِي !

(فَجَاءَ بِهَا السَّكْرَتِيْرُ وَقَرَأَهَا اَلْمُدِيرُ)

اَلْمُدِيرُ : لَا بَأْسَ، إِطْبَعْهَا وَأَرْسِلِ الْيَوْمَ ، وَأَخْبِرِ السَّيِّدَ حَامِدَ.

السَّكْرَتِيْرُ : السَّيِّدُ حَامِدٌ مَا جَاءَ الْيَوْمَ.

اَلْمُدِيرُ : لِمَاذَا؟ مَاذَا حَدَثَ ؟

السَّكْرَتِيْرُ : مَا أَعْرِفُ، مُمْكِنُ ذَهَبَ إِلَى وَزَارَةِ الْعَمَلِ.

اَلْمُدِيرُ : اِتَّصِلْ بِهِ وَأَخْبِرْهُ عَنْ مَوْعِدِ الْاجْتِمَاعِ، وَجَهِّزِ التَّقْرِيرَ الشَّهْرِيَّ عَنْ نَشَاطَاتِ الْمَكْتَبِ وَأُحْضُرْ فَوَاتِيرَ الْوَجَبَاتِ.

السَّكْرَتِيْرُ : نَعَمْ، يَا سَيِّدِيْ هٰذِهِ فَوَاتِيرُ الْوَجَبَاتِ. تَفَضَّلْ بِالتَّوْقِيعِ.

اَلْمُدِيرُ : طَيِّبٌ، هَاتِ وَأَرْسِلِ التَّقْرِيرَ إِلَى الْوَزَارَةِ.

সেক্রেটারি : আস-সালামু আলাইকুম, শুভ সকাল।

পরিচালক : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, সুপ্রভাত।

সেক্রেটারি : বস! প্রবেশ করবো?

পরিচালক : হ্যাঁ, এসো। তুমি কি আরামকো কোম্পানিতে চিঠিটি পাঠিয়েছো?

সেক্রেটারি : না, বস! খসড়া প্রস্তুত করেছি।

পরিচালক : ভালো, নিয়ে এসো, দেখি।

সেক্রেটারি : বস! নিয়ে আসছি। (সেক্রেটারি তা নিয়ে এলে বস তা পড়লো।)

পরিচালক : কোনো সমস্যা নেই। প্রস্তুত করে আজই পাঠিয়ে দাও। আর জনাব হামিদকে ডাকো।

সেক্রেটারি : আজ জনাব হামিদ আসেন নি।

পরিচালক : কেন? কী হলো?

সেক্রেটারি : আমি জানি না। হতে পারে শ্রমমন্ত্রণালয় গেছেন।

পরিচালক : ফোন দিয়ে তাকে নির্ধারিত মিটিংয়ের সংবাদ দাও। আর অফিসের মাসিক কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রস্তুত করো এবং খাবারের বিলগুলো নিয়ে এসো।

সেক্রেটারি : হ্যাঁ, জনাব! খাবারের বিলগুলো এই, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন।

পরিচালক : ভালো, এগুলো নাও এবং বিবরণটি মন্ত্রণালয়ে পাঠাও।

١٤. الْحِوَارُ عَنْ قَضَاءِ الْعُطْلَةِ

১৪. ছুটি কাটানোর ব্যাপারে সংলাপ

أَحْمَدْ : أَيْنَ تَقْضِي الْعُطْلَةَ يَا جَدِّي؟

اَلْجَدُّ : مَا رَأْيُكِ يَا فَاطِمَةُ؟ إِلَى أَيْنَ نُسَافِرُ؟

فَاطِمَةُ : لَدَيَّ فِكْرَةٌ. نُسَافِرُ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

أَحْمَدْ : لِمَاذَا نُسَافِرُ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ؟

فَاطِمَةُ : لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ.

أَحْمَدْ : مُوَافِقٌ. فِكْرَةٌ طَيِّبَةٌ.

الْجَدُّ : كَيْفَ نُسَافِرُ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ؟

فَاطِمَةُ : نُسَافِرَ بِالْجَوِّ.

الْجَدُّ : كَمْ يَوْمًا سَنَقْضِيْ فِيْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ؟

فَاطِمَةُ : سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

الْجَدُّ : سَبْعَةُ أَيَّامٍ، سَبْعَةُ أَيَّامٍ. جَمِيلٌ! نُسَافِرُ يَوْمَ السَّبْتِ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

الْجَدُّ : نَحْنُ نُشَاهِدُ الْأَمَاكِنَ التَّارِيخِيَّةَ فِيْ مَكَّةَ.

أَحْمَدْ : نَحْنُ نَذْهَبُ مَعَكَ لِرُؤْيَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ ﷺ.

أَحْمَدْ وَفَاطِمَةُ : شُكْرًا لَكَ يَا جَدِّيْ!

আহমদ : দাদা! আপনি ছুটি কোথায় কাটাবেন?

দাদা : ফাতেমা! তোমার মত কী? আমরা কোথায় ভ্রমণ করতে পারি?

ফাতেমা : আমার একটি মত আছে। আমরা মক্কা মুকাররমা ভ্রমণ করবো।

আহমদ : আমরা কেন মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণে যাবো?

ফাতেমা : ওমরা আদায় করার জন্যে।

আহমদ : ঠিক আছে, ভালো চিন্তা।

দাদা : আমরা কীভাবে ভ্রমণ করবো?

ফাতেমা : আমরা আকাশ পথে ভ্রমণে যাবো।

দাদা : আমরা কয়দিন মক্কা মুকাররমায় অতিবাহিত করবো?

ফাতেমা : সাত দিন।

দাদা : সাত দিন, সাত দিন। চমৎকার! আমরা শনিবার ভ্রমণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

দাদা : আমরা মক্কায় ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করবো।

আহমদ : আমরা আপনার সাথে রাসূল (স)-এর জন্মস্থান দেখতে যাবো।

আহমদ ও ফাতেমা : দাদা আপনাকে ধন্যবাদ।

١٥. اَلْحِوَارُ بَيْنَ الدُّكَانِيْ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي

১৫. দোকানদার ও ক্রেতার মাঝে সংলাপ

اَلدُّكَانِيُّ : مَرْحَبًا، تَفَضَّلْ يَا أَخِي.

اَلْمُشْتَرِيْ : شُكْرًا، كَمْ سِعْرًا لِهٰذِهِ الْأَرُزُّ؟

اَلدُّكَانِيُّ : هٰذَا مِنَ النَّوْعِ الْمُمْتَازُ سِعْرَهُ سِتُّوْنَ تَاكَا كُلُّ كِيْلُو.

اَلْمُشْتَرِيْ : أَلَيْسَ عِنْدَكُمْ أَرُزٌّ بِأَقَلَّ ثَمَنٍ؟

اَلدُّكَانِيُّ : بَلٰى، وَذٰلِكَ مِنَ النَّوْعِ الْمُتَوَسِّطِ، سِعْرَهُ خَمْسَةٌ وَارْبَعُوْنَ تَاكَا.

اَلْمُشْتَرِيْ : هٰذَا مُنَاسِبٌ لِيْ وَذٰلِكَ أَغْلٰى.

اَلدُّكَانِيُّ : وَمَا الْأَشْيَاءُ الْأُخْرَى الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا ؟

اَلْمُشْتَرِيْ : اَلْعَدَسُ، وَالسُّكَّرُ، وَالدَّقِيقُ، وَالثُّوْمُ.

اَلدُّكَانِيُّ : اُذْكُرِ الْكَمِّيَّةَ مِنْ فَضْلِكَ.

اَلْمُشْتَرِيْ : اِثْنَيْنِ كِيْلُوْ مِنَ الْأَرُزِّ وَكِيْلُو مِنْ كُلٍّ مِنَ الْبَوَاقِي، وَكَم الثَّمَنُ الْمَجْمُوعُ؟

اَلدُّكَانِيُّ : مِئَتَانِ وَعِشْرُوْنَ تَاكَا فَقَطْ.

اَلْمُشْتَرِيْ : هَاتَانِ مِئَتَانِ وَخَمْسُونَ تَاكَا.

اَلدُّكَانِيُّ : هٰذَا هُوَ الْبَاقِي - تَفَضَّلْ.

اَلْمُشْتَرِيْ : شُكْرًا.

দোকানদার : স্বাগতম, আসুন ভাই!
ক্রেতা : ধন্যবাদ, এই চালের দাম কত?
দোকানদার : এটা উৎকৃষ্টমানের, প্রতি কিলো ষাট টাকা ।
ক্রেতা : আপনাদের কাছে এর চেয়ে কম দামের চাল নেই?
দোকানদার : আছে,ওই যে ওটা মধ্যম ধরনের। ওটার দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা।
ক্রেতা : এটাই আমার জন্যে ঠিক। ওটার দাম বেশি।
দোকানদার : আপনার আর কী কী জিনিস প্রয়োজন?
ক্রেতা : ডাল, চিনি, ময়দা আর রসুন।
দোকানদার : দয়া করে পরিমাণ বলুন।
ক্রেতা : দুই কিলো চাল আর অবশিষ্ট সব এক কিলো করে। সর্বমোট কত হলো?
দোকানদার : দুইশ বিশ টাকা মাত্র।
ক্রেতা : এই নিন দুইশ পঞ্চাশ টাকা।
দোকানদার : এই নিন অবশিষ্ট টাকা। ধন্যবাদ, আবার আসবেন।
ক্রেতা : ধন্যবাদ।

অথবা, অনুচ্ছেদ তৈরিকরণ

شَرَفُ الدِّيْنِ اَلْبُوْصِيْرِيْ

শরফুদ্দিন আল-বুসিরি

اَلْإِجَابَةُ : هُوَ شَرَفُ الدِّيْنِ اَلْبُوْصِيْرِيْ، شَاعِرٌ صَنْهَاجِيٌ اِشْتَهَرَ بِمَدَائِحِهِ النَّبُوِيَّةِ. وَلَدَ بِقَرْيَةِ "دَلْسِ" بِالْمَغْرِبِ الْأَوْسَطِ "اَلْجَزَائِرُ" فِيْ أَوَّلَ شَوَّالٍ ٦٠٨هـثُمَّ انْتَقَلَ مَعَ أَبِيْهِ إِلَى مِصْرَ الْقَاهِرَةِ حَيْثُ وَاَصْلُ تَلْقَى عُلُوْمَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَدَبِ. فَحَفِظَ الْقُرْآنَ فِي طُفُوْلِيَّتِهِ، وَتَتَلَمَّذُ عَلَى عَدَدَ مِنْ أَعْلَامِ عَصْرِهِ. كَمَا تَتَلَمَّذُ عَلَيْهِ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوْفِيْنَ. تُوَفِّيَ الْبُوْصِيْرِي بِالْإِسْكَنْدِرِيَّةِ سَنَةَ ٦٩٥ هـ عَن عمر بلغ ٨٧ عاما.

উত্তরঃ তিনি হলেন শরফুদ্দিন আল-বুসিরি। তিনি সুনহাজি গোত্রীয় কবি। তিনি নবী (স)-এর প্রশংসায় কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ৬০৮ হিজরির শাওয়াল মাসের এক তারিখে মধ্যপশ্চিম আলজেরিয়ার দালাস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তার পিতার সাথে মিসরের কায়রোতে স্থানান্তরিত হন। সেখানে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানসমূহ অর্জনে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছোটবেলাই কুরআনে কারিম মুখস্থ করেন। তিনি তার সমকালের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদ্রূপ তাঁর নিকটও অনেক প্রসিদ্ধ আলেম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুসিরি ৮৭ বছর বয়সে ৬৯৫ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

مُحَمَّدٌ ﷺ

মুহাম্মদ (স)

اَلْإِجَابَةُ : نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وُلِدَ فِي مَكَّةَ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٥٧٠م. إِنَّهُ وُلِدَ يَتِيْمَ الْأَبَ، وَفَقَدَ أُمَّهُ فِيْ سَنٍّ مُبَكِّرَةٍ. فَتَرَبَّى فِي كَنَفِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَمِّهِ أَبِيْ طَالِبٍ حَيْثُ تَرْعَرَعَ. وَكَانَ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ يَعْمَلُ بِالرَّعْيِ ثُمَّ بِالتِّجَارَةِ. تَزَوَّجَ فِي سَنِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِيْنَ بِخَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدَ. وَأَنْجَبَ مِنْهَا كُلَّ أَوْلَادِهِ بِاسْتِثْنَاءِ إِبْرَاهِيْمَ.

উত্তরঃ আমাদের নবী মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতৃহারা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে মাকে হারান। তারপর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। এরপর চাচা আবু তালিবের কাছে বেড়ে ওঠেন। সে সময় তিনি রাখালি ও ব্যবসার কাজ করতেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইবরাহিম ছাড়া সব সন্তানকে তার উদরেই জন্ম দেন।

أَبُوْ عُثْمَانَ

আবু ওসমান

اَلْإِجَابَةُ : كَانَ أَبُوْ عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ بَحْرُ الْجَاحِظِ كَاتِبًا مِنَ الْأُدَبَاءِ الْعَبَّاسِيِّيْنَ. وَلَدَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ١٥٩ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ. وَكَانَ يُصَاحِبُ الْعُلَمَاءُ وَالْأُدَبَاءِ الْمُعَاصِرِيْنَ فِي أَيَّامِ شَبَابِهِ. تَبْحَرُ الْجَاحِظُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَخَلَطِهِ بِفِلْسَفَةِ يُوْنَانَ. وَلَهُ مُؤَلَّفَاتٌ كَثِيْرَةٌ فِي الْأَدَبِ وَالْإِنْشَاءِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرَهَا. تُوُفِّيَ الْجَاحِظُ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ٢٥٥ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ.

উত্তরঃ আবু ওসমান আমর ইবনে বাহার আল-জাহিয ছিলেন আব্বাসি সাহিত্যিকগণের মাঝে অন্যতম লেখক। তিনি হিজরি ১৫৯ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনকালে সমসমায়িক আলেম ও সাহিত্যিকগণের সাহচর্য গ্রহণ করতেন। জাহিয যুক্তিবিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তারপর সেটাকে গ্রিক দর্শনের সাথে সমন্বয় ঘটান। সাহিত্য, প্রবন্ধ ও লিখনি ইত্যাদিতে তাঁর প্রচুর রচনা রয়েছে। হিজরি ২৫৫ সালে জাহিয বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।

أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه

আবু বকর (রা)

اَلْإِجَابَةُ : أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ هُوَ أَوَّلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ، إِنَّهُ وُلِدَ فِيْ مَكَّةَ سَنَةَ ٥٧٣ م بَعْدَ عَامِ الْفِيْلِ بِسَنَتَيْنِ. وَهُوَ صَاحِبُ نَبِيِّ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرَفِيْقُهُ، فَلَمَّا دَعَاهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ دُوْنَ تَرَدُّدٍ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ. ثُمَّ هَاجَرَ أَبُوْ بَكْرٍ مُرَافِقًا لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَشَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ.

উত্তরঃ আবু বকর সিদ্দিক (রা) খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রথমজন ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম। তিনি হস্তীবছরের দুবছর পর ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী ও বন্ধুবর। নবী মুহাম্মদ (স) যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন, নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বাধীন পুরুষদের মাঝে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর আবু বকর (রা) নবী মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী হয়ে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ সবকটি যুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْكَاشْغَرِيُّ

আব্দুর রহমান আল-কাশগরি

اَلْإِجَابَةُ : اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْكَاشْغَرِيُّ. وُلِدَ فِي الْخَامِسِ عَشَرَ لِشَهْرِ سِبْتِمْبَرْ سَنَةَ ١٩١٢م فِي مَدِيْنَةِ كَاشْغَرْ. إِنَّهُ تَلَقَّى الْعُلُوْمَ الْاِبْتِدَائِيَّةَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَحَلِّيِّيْنَ. ثُمَّ التَحَقَ بِالْجَامِعَةِ دَارِ الْعُلُوْمِ نَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ بِلَكهنو وَتَخَرَّجَ مِنْهَا بِتَقْدِيْرِ الْاِمْتِيَازِ. وَبَعْدَ الْخُرُوْجِ كَانَ مَشْغُوْلًا فِي الدَّرْسِ وَالتَّدْرِيْسِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ سَنَةَ ١٩٧١م فِيْ دَاكَا.

উত্তরঃ তাঁর নাম আব্দুর রহমান আল-কাশগরি। তিনি কাশগর শহরে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় আলেমদের থেকে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি জামেয়া দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা লখনৌতে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বের হন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে তিনি ১৯৭১ সনে ঢাকায় শাহাদাত বরণ করেন।

ثِقَةُ النَّفْسِ

আত্মবিশ্বাস

لإِجَابَةُ : مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى جَاهِ أَصْلِهِ وَشَرَفِهِ لَا يَتَشَرَّفُ بِمَجْدِ نَفْسِهِ، مَنْ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى شَرَفِ نَسَبِهِ
ل يَتَشَرَّفْ بِشَرَفِ نَفْسِهِ يَصِلُ إِلَى الْمَجْدِ بِجِدِهِ، فَيَفْرَحُ بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَيَفْخَرُ بِنَيْلِهِ إِيَّاهُ، وَالْمَجْدُ
لْمَحْصُولُ فَهُوَ بُرْهَانٌ عَلَى قُدْرَةِ الصَّاحِبِ وَدَلِيْلٌ عَلَى عَظْمَتِهِ، وَكَانَ عِصَامُ رَجُلاً ذَكِيًا مَحْبُوبًا بِعَمَلِهِ
عْمَلُ لِلنُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ مَلِكِ الْحِيْرَةِ، مَا زَالَ يَرْفَعُهُ فِي مَنَاصِبِ النُّعْمَانِ حَتَّى بَلَغَ دَرَجَةً كَبِيرَةً،
أَصْبَحَ عِصَامٌ أَخِيْرًا مَثَلاً فِي الْعَرَبِ.

উত্তর: যে বংশ মর্যাদার ওপর নির্ভর করে, সে আপন মর্যাদায় মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। যে বংশ মর্যাদার ওপর নির্ভর করে না; বরং নিজের মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত হয়, সে কষ্টের মাধ্যমে সম্মানের আসনে আসন লাভ করে। ফলে সে আনন্দিত হয় এবং তার জন্য সে গর্ববোধ করে। অর্জিত সম্মান সে ব্যক্তির সক্ষতার ওপর একটি প্রমাণ ও সম্মানের প্রতি দলিল বহন করে। ইসাম একজন মেধাবী ও কাজপ্রিয় লোক ছিল। সে হিরার বাদশাহ নোমান বিন মুনযিরের অধীনে চাকরি করতো। নোমানের দরবারে তার পদন্নোতি হতে হতে সে সু-উচ্চ মর্যাদায় আসন লাভ করে। পরিশেষে ইসাম আরবের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে গেল।

خُطْبَةُ الرَّسُولِ فِي أَوَّلِ جُمْعَةٍ بِقُبَاءَ

মসজিদে কুবায় প্রথম জুমাতে রাসূল (স)-এর ভাষণ

لْإِجَابَةُ : التَّقْدِيمُ : مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الآية. أَنَّ الْخُطْبَةَ الَّتِي الْقِي
رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ جُمْعَةٍ بِقُبَا هِيَ خُطْبَةٌ بَلِيْغَةٌ فَصِيحَةٌ تَارِيخِيَّةٌ سَامِيَةٌ ، وَهِيَ كَامِلَةٌ وَشَامِلَةٌ
لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ الذَّهَبِيَّةِ ذَكَرَهَا الْمُؤَرِّخُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي كِتَابِهِ "
لْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهِيَ فِيْمَا تَلَى :

١. بَعْدَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى شَهِدَ رَسُولُ اللهِ بِتَوْحِيدِهِ تَعَالَى وَبِرِسالَةِ نفسيه ثم وجه إلى الْحَاضِرِينَ وَخَطَبَ لَهُمْ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى الْمَضَامِيْنِ وَهِيَ.
٢. إِشَارَتُه إِلى قربِ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ ارْسِلَ حِيْنَ قَرُبَتِ السَّاعَةُ وَقَلَّ الْعِلْمُ.
٣. ثُمَّ أَمَرَ الْأُمَّةَ بِأَطَاعَةِ أَوَامِرِ الله وَالإِجْتِنَابِ عَمَّا نَهَاهُمْ كَمَا قَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) وَبِهَذَا الْقَوْلِ حَذَرَ الْأُمَّةَ عَنِ الْعِصْيَانِ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ.
٤. فَأَمَرَ الأُمَّةَ وَأَوْصَاهُمْ بِالْتِزَامِ تَقْوَى اللَّهِ بِقَوْلِهِ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّصَائِحِ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَإِنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ.
٥. فَقَالَ إِتَّقُوا الله فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَاجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.
٦. فَبَيَّنَ عَنْ فَوَائِدِ التَّقْوَى بِأَنَّهُ خَيْرُ زَادٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

٧. وَصَاحِبُ التَّقْوَى يُكَفِّرُ اللهُ. بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا.

٨. وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

٩. فَقَالَ إِنَّهَا تُوقِي مَقْتَ اللهِ وَعُقُوبَتَهُ وَسَخَطَهُ وَتُبَيِّضُ الْوَجْهَ وَتُرْضِي الرَّبَّ ، وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ فِي الدَّارَيْنِ.

١٠. ثُمَّ اهْتَمَّ بِالصَّلَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَعْبُودِهِ تَعَالَى وَيصِدْقِ الْقَوْلِ وَإِيْفَاءِ الْوَعْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى.

١١. فَأَمَرَ الْأُمَّةَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ إِشَارَةً دُونَ الصَّرَاحَةِ.

الْخَاتِمَةُ : فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ مَوْعِظَةً لَنَا وَأُسْوَةً لِحَيَاتِنَا وَنَعْمَلَ بِجَمِيعِ مَوَاعِظِهَا فِي كُلِّ شُئُونِ مَعِيشَتِنَا وَاللهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِيْنُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ.

উত্তর॥ প্রারম্ভিকা : «مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» মসজিদে কুবাতে সর্বপ্রথম জুমুয়ায় রাসূল (স) যে খুতবা প্রদান করেন তা অলঙ্কারময় উচ্চাঙ্গের এক ঐতিহাসিক বক্তব্য। এই খুৎবা পরিপূর্ণ একটি বক্তব্য যা মানুষের সোনালী জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসির তাঁর البداية والنهاية গ্রন্থে এ খুতবাটি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ভাষণটি প্রদত্ত হলো–

১. আল্লাহর হামদ ও ছানার পর রাসূল (স) আল্লাহর একত্ববাদ ও স্বীয় রেসালাতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন। আর এর উক্তিগুলো হলো–

২. কেয়ামত দিবস নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা, তিনি বলেছেন যে, তাঁকে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে যখন জ্ঞান চর্চা কমে গিয়েছিল।

৩. অতঃপর তিনি তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্য করার জন্যে উম্মতের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথ পাবে। আর যে তাঁদের অবাধ্য হবে তারা সুদূর ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে।" একথার মাধ্যমে তিনি উম্মতকে অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করেন এবং আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করেন।

৪. তারপর তিনি উম্মতকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে বলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে অসিয়ত করছি'। কারণ, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে উপদেশ দেয়ার জন্যে এবং পরকালের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এটাই সর্বোত্তম উপদেশ বাণী।

৫. অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কাজে আল্লাহকে ভয় কর'।

৬. তারপর তিনি (রাসূল স) তাকওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করেন। যেহেতু ওটা মৃত্যুর পরে সর্বোত্তম পাথেয়।

৭. মুত্তাকিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

৮. আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে সে ব্যক্তি বিরাট সফলতা পাবে।

৯. অতঃপর তিনি বলেন, তাকওয়া মানুষকে আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তার ঘৃণা থেকে রক্ষা করে এবং চেহারা উজ্জ্বল করে ও প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। এটা উভয় জগতে মর্যাদার আসন বুলন্দ করে।

১০. অতঃপর তিনি আবদ ও মাবুদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন ও উভয়ের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে বান্দার প্রতি তাকিদ প্রদান করেন।

১১. অতঃপর তিনি পরোক্ষ বক্তব্যে কুরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরার আদেশ দান করেন।

উপসংহার : কাজেই আমাদের উচিত, এই খুতবাকে আমাদের জন্যে উপদেশ এবং আমাদের জীবনের জন্যে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এবং আমাদের জীবন চলার সকল স্তরে এর যাবতীয় উপদেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহভীতি

الْإِجَابَةُ : التَّمْهِيدُ : إِنَّ التَّقوى وِقَاء عَنْ كُلِّ الْفُحْشِ وَالْمُنْكَرِ فَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ. فَوَائِدُ التَّقْوى : إِنَّهَا وَسِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِنَيْلِ سَعَادَةِ الدَّارِينِ وَذَرِيعَةٌ كَبِيرَةٌ لِلنَّجَاةِ عَنِ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ ، فَمَشَاهِيرُهَا مَسْطُورَةٌ فِي التَّالِيَةِ.

١. إِنَّهَا تُبَيِّضُ الْوَجْهَ.

٢. إِنَّهَا تَوْقِي الْعَبْدَ عَنْ مَقْتِ اللهِ.

٣. إِنَّهَا يُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ.

٤. وَإِنَّهَا تُنْشِئُ الثِّقَةَ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ.

٥. إِنَّهَا تَوْقِي الْعَبْدَ عَنْ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ.

٦. وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ وَالرُّتْبَةَ حَتَّى يَفُونَ صَاحِبُهَا فَوْزًا عَظِيمًا

٧. إِنَّهَا تَحْفَظُهُ عَنِ الْعُقُوبَةِ فِي الْآخِرَةِ.

٨. وَتُرْضِيْ الرَّبَّ.

فَإِذَا فَقَدَ الْمُسْلِمُ التَّقْوَى انْتَشَرَ الظُّلْمُ وَالْفَسَادُ فِي حَيَاتِهِ وَإِذَا حَصَلَ الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ التَّقْوى. يَنَالُهُ الْأَمَنُ وَالسَّلَامُ. فَإِذَا أَوْصَى النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ بِتَقْوَى اللَّهِ.

الْحَاصِلُ : إِنَّ التَّقْوى مُؤَثِّرٌ فِي الْمَرْءِ فِي أَخْلَاقِهِ كَمَا فِي أَطْوَارِهِ.

উত্তর : ভূমিকা : নিশ্চয়ই তাকওয়া সর্ববিধ অসামাজিক ও ঘৃণ্য কাজসমূহ থেকে রক্ষাকবচ। অতএব এর রয়েছে অনেক উপকারিতা।

তাকওয়ার উপকারিতা : এটা উভয়লৌকিক সৌভাগ্য লাভের জন্যে বিরাট উপায় এবং পরলৌকিক আযাব থেকে মুক্তির বড় মাধ্যম। এসবের প্রসিদ্ধ কয়েকটি সৌভাগ্য ও মুক্তির বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

১. তাকওয়া মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। ২. তা বান্দাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে।
৩. মহান প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। ৪. পরলোকে আল্লাহর আযাব থেকে হিফাযত করে।
৫. যাবতীয় গুনাহের কাফ্ফারা করে। ৬. মুসলিম জীবনে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা সৃষ্টি করে।
৭. তা বান্দাকে আল্লাহর গযব ও রাগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং
৮. তা মানুষের মর্যাদার আসনকে সমুন্নত করে, এমনকি মুত্তাকি ব্যক্তি বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

অতঃপর মুসলিম ব্যক্তি যখন তাকওয়া হারিয়ে ফেলবে তখন তার জীবনে জুলুম ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। আর সে যখন স্বীয় জীবনে তাকওয়া লাভ করবে তখন সে শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। এজন্যে রাসূল (স) মুসলিমদেরকে তাকওয়ার জোর উপদেশ দিয়েছেন।

মোটকথা : তাকওয়া যেমনি প্রতিটি মানুষের পক্ষে তার চরিত্রে প্রভাব বিস্তারকারী তেমনি তার চাল-চলনেও প্রভাব বিস্তারকারী।

مَسْجِدُ قُبَاءَ

কুবা মসজিদ

تَعَارُفُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ : قَبَا هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ اميال. وَأول مسجد بني بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ. إِلَى الْمَدِينَةِ.

قِصَّهُ بِنَائِهِ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ مع اصحابه مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ المنورة أَقَامَ أَوَّلاً فِي بَنِي سَالِمٍ وَأَحَسَّ ضَرُورَةَ الْمَسْجِدِ لِآدَاءِ فَرَائِضِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ ، فَبَنِي أَوَّلَ مَسْجِدٍ الَّذِي سُمِّى بِمَسْجِدِ قَبَاءَ وَفِيهِ اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي صَفٍ وَاحِدٍ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. وَكَانَ بِنَاءُ هُذَا الْمَسْجِدِ عَلَى التَّقوى لأَنَّهُ أُسِّسَ لِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّل يوم أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ. فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

فَضَائِلُ هَذَا الْمَسْجِدِ : إِنَّ لِهَذَ الْمَسْجِدِ فَضَائِلَ كَثِيرَةً كَمَا هِيَ فِي التَّالِي. أَنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ فِي الْإِسْلَامِ... أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ٣٠. وَفِيْهِ خَطَبَ لِأَوَّلِ جُمُعَةٍ. ٤. أَعَدَّ النَّبِيُّ حَولَهُ رِجَالًا الْقِيَاءَ وَأَطْهَاراً مَدَحَهُمُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ : فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. ٥. إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَرْكَزِ الإِسْلَامِ يُنْفَذُ فِيْهِ أَهَمَّ شِعَارِ الإِسْلَامِ.

উত্তর : মসজিদে কুবা পরিচিতি : এটি একটি স্থানের নাম, যার এবং মসজিদে নববীর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন মাইল। এটি রাসূল (স)-এর মদিনায় হিজরতের পরবর্তী প্রথম মসজিদ।

নির্মাণ ইতিহাস : যখন মহানবী (স) তাঁর হিজরতকারী সাথীদের নিয়ে মক্কা হতে মদিনায় এলেন, তখন তিনি বনু সালিম গোত্রের এলাকায় প্রথম অবস্থান করলেন এবং আল্লাহর দাসত্ব ও তার নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করার জন্যে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সুতরাং, তিনি প্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন, যাকে 'মসজিদে কুবা' নামে অভিহিত করা হয়। এ মসজিদে মুসলমানরা প্রথম বারের মতো এক কাতারবদ্ধ হয়েছিলেন। আর এর ভিত্তি আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ এটিও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের নিমিত্তেই গঠিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– অবশ্যই প্রথম দিন হতে ওই মসজিদ (মসজিদে কুবা) তাকওয়ার ওপর গঠিত হয়েছে। সেখানে নামায আদায় আপনার জন্যে সর্বোত্তম। এতে এমন ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন, যারা পূতঃপবিত্র থাকতে ভালবাসে। আর, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র লোকদেরকেই ভালোবাসেন।

অত্র মসজিদের ফযিলত :

এ মসজিদের অনেক ফযিলত রয়েছে। যা নিম্নরূপ– ১. এটি ইসলামের প্রথম মসজিদ, ২. নবী (স) এটিকে জুময়ার দিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ৩. এতে সর্বপ্রথম নবী (স) জুম'আর ভাষণ দেন, ৪. এর চারপাশে নবী (স) এমন কিছু আল্লাহভীরু ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন লোক রয়েছেন, যাদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাঁর কুরআনুল কারিমে করেছেন তার এ কথায় (উক্তিতে) : এখানে কিছু লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে, আর আল্লাহও পবিত্র লোকদেরকে ভালোবাসেন। ৫. এটি ছিল ইসলামি কর্মকাণ্ডের প্রথম কেন্দ্র। যাতে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হতো।

أَهَمِّيَّةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

আরবি ভাষার গুরুত্ব

إِنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ هِيَ لُغَةٌ عَالَمِيَّةٌ وَبِهَا يَتَكَلَّمُ حَوَالَى عَشَرَةَ مَلَايِيْنَ النَّاسُ وَهِيَ لُغَةٌ رَسْمِيَّةٌ لِاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ دَولَةً أَسِيوِيَّةً وَإِفْرِيقِيَّةً وَلُغَةُ وَحِيدَةُ لِلشَّرقِ الأوسَطِ سِوَى إِيْرَانَ وَلَغَةٌ رسمية للأمم المُتَّحِدَةِ وَهذَا مِنْ جِهَةِ العَالَمَ الحَاضِرِ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الدِّيْنِ وَالإِسْلَامِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنزَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَمَا قَالَ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ حَرَّ أمته على: تَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةِ قَائِلًا : تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ ثَلَاثٍ الخ وهذه لُغَةُ ل الْقَبْرِ وَلُغَةُ الْحَشْرِ وَالْجَنَّةِ وَلَغَةٌ يُحَافَظُ عَلَيْهَا بِحَافِظَةِ الْقُرْآنِ. فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَضْطَرَ لِتَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِلَّا لَا يُؤَدِّى فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَلَا يَتْلُو الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ. فَأَهَمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ كَثِيرَةً مِمَّا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى.

উত্তর॥ অনুবাদ : আরবি ভাষা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষায় প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষ কথা বলে। এটি এশিয়া ও আফ্রিকার ২২টি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও ইরান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের একক ভাষা। এটি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা। এগুলো বর্তমান বিশ্বের দিক থেকে। আর দীন ও ইসলামের দিক থেকে, আল্লাহ তায়ালা আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেন। যেমন– তিনি বলেন, "আমি একে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" আর রাসূল (স) এ বলে তার উম্মতকে আরবি শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন, তোমরা তিন কারণে আরবি শেখো। এটি কবরের ভাষা, হাশরের ভাষা, জান্নাতের ভাষা। কুরআনের সাথে সাথে এ ভাষাকেও আল্লাহ সংরক্ষণ করবেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম আরবি শেখতে বাধ্য। অন্যথায় সে নামায ও যাকাতের ফরয আদায় করতে পারবে না। কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতে পারবে না। সুতরাং আরবি ভাষার গুরুত্ব অপার ও অসীম।

الْحِكَمُ الْعَرَبِيَّةُ

আরবি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী

الإجابةُ : المُقَدَّمَةُ : كَانَ لِلْعَرَبِ قَدَمَ ثَابِتَةٌ رَاسِخَةٌ وَتَجَارِبُ بَعِيدَةُ الْمَدَى فِي الْحِكَمِ لَمْ يُسَابِقُهُمْ فِيهِ أَحَد فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَقِفُ فَيَخْطُبُ فَإِذَا خُطْبَتُهُ كُلَّهَا حِكَمَ بَالِغَةٌ، وَبَيَانَهُ فِيمَا يلي :

مَفْهُومُ حِكَمَ الْعَرَبِ : حِكَمُ : بِكَسْرِ الْحَاءِ وَبِفَتْحِ الْكَافِ جَمْعُ حِكْمَةٍ وَالْحِكْمَةُ لَهَا مَعَانٍ عَدِيدَةً كَمَا يَلِي:

١. مَعْرِفَةُ افْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ.

٢. العلم والتَّفَقُّهُ كَمَا فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيز : (وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ).

٣. الْعَدْلُ

٤. الْعِلَّةُ : يُقَالُ : حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ وَمَا الْحِكْمَةَ فِي ذلِكَ ؟

٥. الْكَلَامُ الَّذِي يَقِلُّ لَفْظُهُ وَيَجُلُّ مَعْنَاهُ.

وَحِكَمُ الْعَرَبِ هِيَ وَلِيدَةُ الْخُبْرَةِ وَحَصَادُ التَّجْرِبَةِ وَطُولُ الإِتِّصَالِ بِالْحَيَاةِ وَالْوُقُوفُ عَلَى تَقَلُّبَاتِ الأَيَّامِ وَتَغَيُّرُ الدَّهْرِ وَبَعْدَ النَّظَرِ فِي الْكَوْنِ وَالتَّدَبُّرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضِ وَأَيْضًا هِيَ جُمْلَةً رَصِينَةً جُمِعَتْ فِيهَا تَجَارِبُ الأُمَّةِ وَاجْتَمَعَ فِيهَا إِيجَازُ اللَّفْظِ وَاصَابَةُ الْمَعْنَى.

الْخَاتِمَةُ : نَقُولُ مِنَ الْبَيَانِ الْمَذْكُورِ إِنَّ الْعَرَب أُمَّةٌ أُولُو الْحِكَم وَنَرَى آيَاتِهَا فِي خِدْمَتِهِمْ فِي الْحُقُولِ الْمُخْتَلِفَةِ.

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার ক্ষেত্রে আরবদের দৃঢ় পদচারণায় অশেষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ তাদের অগ্রগামী হতে পারে নি। আরবদের এমন লোকও ছিল, যে কখনো বক্তৃতা দিতে দাঁড়াত আর দেখা যেত তার পূর্ণ বক্তৃতাটিই হিকমতপূর্ণ বা জ্ঞানপূর্ণ স্মরণীয় বাণী। এর বর্ণনা নিম্নরূপ–

حِكَمُ الْعَرَبِ-এর অর্থ : "حكم" শব্দটির ح বর্ণে যের এবং ك বর্ণে যবর দিয়ে। এটা حكمة-এর বহুবচন। حكمة শব্দটির কতিপয় অর্থ বিদ্যমান। যেমন–

১. উত্তম জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তম বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন। এ অর্থে আল্লাহর বাণী, وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

৩. কারণ। যেমন বলা হয়, حكمة التشريع বা শরয়ি কারণ। وما الحكمة فى ذلك বা এতে কারণ কী?

৪. ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার। ৫. যে কথা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে।

আর حكم العرب হলো অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং বহুদর্শিতার ফসল, আর জীবনের দীর্ঘকালের সম্পৃক্ততা ও যুগের পরিক্রমা এবং সৃষ্টিরাজির প্রতি গভীর দৃষ্টি আর আকাশ ও জমিনের অদৃশ্য রহস্যাদি প্রসঙ্গে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফল। অনুরূপভাবে এটা হচ্ছে দৃঢ়ভাবে সমৃদ্ধ বাক্য, যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে জাতির বহুদর্শিতা। এতে আরো সমাহার ঘটেছে শব্দের সংক্ষিপ্ততা ও সঠিক ভাবার্থ।

পরিশিষ্ট : উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা বলব, আরবজাতি প্রজ্ঞাবান জাতি। যার অনেক নিদর্শন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদানে দেখতে পাই।

الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

আল-কুরআনুল কারিম

الإِجَابَةُ : القُرْآنُ الْكَرِيمَ هُوَ كِتَابٌ حَكِيمٌ وَدَسْتُورُ لِلْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ قَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رسوله الْأَخِيرِ مُحَمَّدٍ (ص) فِي ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ سَنَةً نَجْمًا فَنَجْمًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. فالنبي قَدْ حَفِظَهُ وَأَمَرَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَحْفَظُوهُ وَيَكْتُبُوهُ فِي قِشْرَةِ الشَّجَرَةِ وَ رَةِ وَجُلُودِ الْحَيَوَانِ. فَالْقُرْآنُ هُوَ وِقَايَةُ مِنَ الْمَصَائِبِ كُلِّهَا وَيَسْتَوِر لِلْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ بِهِ الدَّولَةَ وَأَقَامَ الْآمَنَ وَالسَّلَامَ فِي الدَّوْلَةِ بِهِ وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نَقْرَأَهُ بقوله : فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَمَن قرأَ حَرْفًا مِنْهُ وَجَدَ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَمِنَ الْمَلَاحَظَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَا جَاءَ لِلتِّلَاوَةِ فَقَطْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَنْفُذُ أَحْكَامَهُ وَنَتَّخِذَهُ دَسْتُوْرًا لِلدَّولَةِ إِلَى جَانِبِ التِّلَاوَةِ.

উত্তর : কুরআনুল কারিম একটি বিজ্ঞানময় গ্রন্থ ও মুসলিম জাতির সংবিধান। আল্লাহ তায়ালা তেইশ বছরে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী এটি শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেন। রাসূল (স) নিজে এটা মুখস্থ করেন। সাহাবিদেরও এটা মুখস্থ করতে ও গাছের ছাল ও পশুর চামড়ায় লিখে রাখতে নির্দেশ দেন। কুরআন সকল বিপদের রক্ষাকবচ ও মুসলিম জাতির সংবিধান। রাসূল (স)-এর মাধ্যমে দেশে শাসন করেন এবং এর মাধ্যমে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। আর আল্লাহ তায়ালা একথা দ্বারা আমাদের কুরআন পড়ার নির্দেশ দেন, "তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু পার, পাঠ করো।" সুতরাং যে কুরআনের এক হরফ তেলাওয়া করবে, সে দশ নেকি পাবে। এখানে লক্ষণীয়, কুরআন শুধু তেলাওয়াত করার জন্যে আসে নি; বরং আমাদের কর্তব্য, তেলাওয়াতের পাশাপাশি এর বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা এবং একে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা।

الْإِنْتَرْنِتْ

ইন্টারনেট

الْإِنْتَرْنِتْ : الْإِنْتَرْنِتْ مِنْ عَجَائِبِ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ وَهَذَا اخْتِصَارٌ وَمَعْنَاهُ الْكَامِلُ الشَّبَكَةُ الدَّوْلِيَّةُ وَهَذَا يَخْدِمُ بِدُونِ سِلْكٍ. فَالْإِنْتَرْنِتْ قَدْ جَعَلَ الْعَالَمَ قَرْيَةً وَاحِدَةً حَتَّى نَعْلَمَ جَمِيعَ الِاخْبَارِ لِلدُّوَلِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ فَوْرِهَا وَنَعْلَمُ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ لِلْمَوْضُوعَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِنَقْرٍ وَاحِدٍ. وَمِنْ فَوَائِدِ الْإِنْتَرْنِتْ نَحْنُ نَتَّصِلُ بِمُوَاطَنَى دَوْلَةٍ قُصْوَى بِوَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الِاجْتِمَاعَى وَمِنْهَا : فِيسْبُوكْ وَتُوِيتَرْ وَغَيْرِهِمَا وَهَذَا يُفِيدُ كَثِيرًا فَى مَجَالِ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ وَأَيْضًا نَحْصُلُ بِهِ عَلَى مَعَانِي لِلْأَلْفَاظِ الْجَدِيدَةِ بِنَقْرٍ وَاحِدٍ فِي مَسْرَدِ الْبَحْثِ وَنَعْرِفُ الطُّرُقَ وَالشَّوَارِعَ غَيْرَ الْمَعْرُوفَةِ بِخَرِيطَةِ غُوغِلْ.

ইন্টারনেট আধুনিক আবিষ্কারের বিস্ময়। এটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। এটি তার ছাড়া সেবা দিয়ে থাকে। ইন্টারনেট বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে। আমরা এর মাধ্যমে মুহূর্তে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খবরাখবর জানতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ের সব তথ্যাদি এক ক্লিকেই জানতে পারি। ইন্টারনেটের আরো উপকারের মাঝে রয়েছে– আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে দূর দেশের নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। যেমন– ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি। এটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর উপকার করে থাকে। আমরা এর মাধ্যমে 'সার্চ ইঞ্জিনে' এক ক্লিকেই নতুন নতুন শব্দের অর্থও জানতে পারি। 'গুগুল ম্যাপের' মাধ্যমে অপরিচিত রাস্তা-ঘাট চিনতে পারি।

أَلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ

জাতিসংঘ

أَلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ : بَعْدَمَا انْتَهَتْ الْحَرْبُ الْعَالَمِيَّةُ الثَّانِيَةُ سَنَةَ ١٩٤٥ فَكَّرَ رَئِيسُ الْوُزَرَاءِ الْبِرِيطَانِى وَرَئِيسُ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ فَى تَأْسِيسِ مُنَظَّمَةٍ دَوْلِيَّةٍ تَعْمَلُ لِإِنْشَاءِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فَى الْعَالَمِ. فَتَأَسَّسَتْ الِامْمُ الْمُتَّحِدَةُ بِتَأْيِيدِ الدُّوَلِ الِاعْضَاءِ. وَمَقَرُّهَا فِي نِيُويُورْكْ ، أَمْرِيكَا. وَلَهَا مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ دَوْلَةً عُضْوًا. وَالْأَمِينُ الْعَامُّ لَهَا يُعَيَّنُ لِخَمْسَةِ أَعْوَامٍ. وَلَهَا مُنَظَّمَاتٌ مُخَصَّصَةٌ كَثِيرَةٌ. فَهَذِهِ الْمُنَظَّمَةُ الْعَالَمِيَّةُ تَعْمَلُ لِلْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالْحُقُوقِ الْبَشَرِيَّةِ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ.

জাতিসংঘ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ : ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন। যা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। অতঃপর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে। এর সদস্য রাষ্ট্র ১৯৪টি। এর মহাসচিব নিয়োগ পান ৫ বছরের জন্য। এর অনেকগুলো বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে। এ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বের নানা প্রান্তে, শান্তি নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কাজ করে।